আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ৪৪ || সোমবার || শ্রাবন ১৮ || ১৪২৮ || জিলহজ্ব ২৩ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 44 || 2 August || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ৪২ লাখ ২৪ সহস্রাধিক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সারা বিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে ১৯ কোটি ৮০ লাখ ৩৪ হাজার ৭৫৩ জন এবং মারা গেছে ৪২ লাখ ২৪ হাজার ৪২১ জন। বিশ্বে **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

উচ্ছেদ হতে পারেন ৩ কোটির বেশি ভাড়াটে

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ সুনির্দিষ্ট আইনি প্রস্তাব ছাড়া ভাড়া পরিশোধ করতে না পারা লোকজনকে উচ্ছেদের মেয়াদ আর বর্ধিত না করার কথা বলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্ট খবর রয়টার্সের। যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস জরুরি উদ্যোগ গ্রহণ না করলে ভাড়াটে সাড়ে তিন কোটির বেশি বাসিন্দাকে আগামী আগস্টে ভাড়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। কারণ, ভাড়াটে উচ্ছেদের ওপর যে ফেডারেল নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা গত শনিবারই শেষ হয়েছে। তবে নিউ ইয়র্ক সহ বিভিন্ন স্টেটের নিজস্ব কর্মসূচী রয়েছে। নিউ ইয়র্ক স্টেট গভর্নর এন্ড্রু কুমো আগস্ট মাস পর্যন্ত ভাড়ার জন্য কাউকে উচ্ছেদ কর্মসুচী স্থগিত করেছেন। যার ফলে নিউ ইয়র্ক স্টেটের বাসিন্দারা এই মাস পর্যন্ত সময় পাবেন। করোনার ডেল্টা সংক্রমনের বিস্তৃতি ব্যাপক হওয়ায় এই মুহূর্তে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদে বাড়ীওয়ালাদের আইনী সুযোগ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রনের বাইরে নিয়ে যেতে পারে বলে মনে করছে ফেডারেল সরকার। যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্ট বলেছে **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়**

ফেডারেল রেন্ট কর্মসূচী শেষ

আবারো মাস্ক নিয়ে জীবন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : দুটি ভ্যাকসিন নেয়া থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রে আবার মাস্ক পরতে হবে। বিশেষ করে কোনে **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়**

করোনা নিয়ন্ত্রণে ভুল পথে যুক্তরাষ্ট্র: ড. ফাউসি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র করোনা মহামারি মোকাবেলায় ভুল পথে যাচ্ছে বলে আবারও সতর্ক করেছেন শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ড. অ্যান্থনি ফাউসি। টিকার বাইরে থাকা লোকজনের মধ্যে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে থাকার প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রধান চিকিৎসা বিষয়ক উপদেষ্টা এ সতর্ক করলেন। রোববার সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফাউসি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের করোনাভাইরাস **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

নিউইয়র্ক পুলিশের ক্যাপ্টেন পদে ফিলিস্তিনি নারী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:-প্রথমবারের মতো নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশের (এনওয়াইপিডি) ক্যাপ্টেন পদে নিয়োগ পেলেন ফেলিস্টিন সোরর নামের **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

দুই মডেলকে আটকের পর যা বলল গোয়েন্দা পুলিশ



ঢাকা অফিস:- রাজধানীর পৃথক দুটি বাসায় অভিযান চালিয়ে দুই মডেলকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ।এরমধ্যে **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়**

জেফ বেজোসকে হটিয়ে আর্নলড বিশ্বের শীর্ষ ধনী

বাণিজ্য ডেস্ক: সম্প্রতি যখন আমাজন প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস মহাকাশে গিয়েছিলেন, পৃথিবীতে তাঁর অনুপস্থিতিতে কে হলেন **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

খালাস পেয়ে কাঁদলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি আফসানা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : জালিয়াতির মামলা থেকে খালাস পেলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লেবার দলীয় এমপি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আফসানা বেগম। অভিযোগ থেকে **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801

বাইডেন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে খিজির খান ও রাশেদ





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ভারত ও পাকিস্তানী বংশদ্ভুত দুই মুসলিমকে মনোনীত করেছেন। শুক্রবার হোয়াইট হাউজ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই তথ্য **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

বিশাল মুখের ফাঁকা নিয়ে গিনেস বুকে তরুণী



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশাল মুখের ফাঁকা নিয়ে গিনেস বুকে নাম লিখিয়েছেন মার্কিন তরুণী সামান্থা রামসডেল। ২ দশমিক ৫৬ ইঞ্চি পর্যন্ত হাঁ **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়**

লস অ্যাঞ্জেলেসে রোডশোতে বক্তারা

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অংশীদার হতে চায় বাংলাদেশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : কোনো অনুদান কিংবা সহায়তা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অংশীদার হতে চায় বাংলাদেশ। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতে অংশীদার হওয়ার সামর্থ্য ও সক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে চীন, **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
Locations: New York & Virginia
OUR MOST POPULAR COURSES:
Basic Computing for IT Help Desk Support
Software Testing with Selenium
Data Analysis with Power BI
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihaj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE

BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA

HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday // August 2 // 2021

আটলান্টিক সিটিতে 'বাংলাদেশ মেলা' যেন এক খন্ড বাংলাদেশ

সুব্রত চৌধুরী: 'বাংলাদে মেলা' আয়োজন ঘিরে নিউজার্সী রাজের আটলান্টিক সিটির বুকে গত ২৭ জুলাই, মঙ্গলবার জেগে উঠেছিল একখন্ড মিনি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে আটলান্টিক সিটির সেন্ড ক্যাসল স্টেডিয়াম এর সন্মুখস্থ সুবিশাল প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হলো 'বাংলাদেশ মেলা'। মেলার হরেক আয়োজনের মধ্যে ছিল কৃতি ছাত্র-ছাত্রী সম্বর্ধনা, দেশীয় দ্রব্য সামগ্রীর বিকিকিনি, দেশীয় খাবারের স্টল, রেফেল ড্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 'বাংলাদেশ মেলা'র মূল আকর্ষণ ছিল দেশের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী কোকিল কন্ঠী বেবী নাজনীন ও প্রবাসের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী শাহ মাহবুব এর মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশনা। 'বাংলাদেশ মেলা'য় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন নিউজার্সী রাজ্যের প্রাক্তন সিনেটর ক্রিস ব্রাউন, অ্যাসেম্বলীম্যান ভিন্স ম্যাজিও এবং জন আরমাতো, আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল, আটলান্টিক (বাকি অংশ ০৯ পাতায়)

ভাটেরাবাসীর ঈদোত্তর বনভোজন সম্পন্ন







বাংলা পত্রিকাডেস্ক: করোনার ভীতিকে জয় করে ব্রক্সস ভাটেরাবাসীর উদ্যোগে গত ২৫ জুলাই আয়োজন করা হয় ঈদ পুনর্মিলনী ও পিকনিকের। স্থানীয় হাটচিংসন রিভার পার্কওয়ের ফেরি পয়েন্ট পার্কে এসে করোনার কারণে প্রায় গৃহবন্দী মানুষগুলো যেনো বহুদিন পর সেদিন বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়েছে। শিশুদের অবাধ দৌড়-ঝাঁপ, তরুণ প্রজন্মের আলাপন, বয়স্কদের হাসি-আনন্দ আর গল্পে পার্ক এলাকাটি যেনো পরিণত হয় সুদূর প্রবাসে এক খন্ড ভাটেরায়।

করোনার ভয়ে বহুদিন ধরেই এই প্রবাসে সবার সঙ্গে কোন সরাসরি যোগাযোগ ছিলো না। পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হয়েউঠতেই 'ব্রক্সস ভাটেরাবাসী'র তরুণ নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নেন, যে করেই হোক পুরো একটি দিন প্রবাসী ভাটেরাবাসীকে নিয়ে তারা হাসি-আনন্দে কাটাবেন। প্রবাসী ভাটেরাবাসীদের মধ্যে এনামুল ইসলাম খাঁন, বদরুল ইসলাম মিন্টু, সৈয়দ রুহুল ইসলাম, শেখ সেলিম আহমেদ, সৈয়দ সালাউদ্দিন, আবুল হোসেন প্রমুখের উদ্যোগ ও আয়োজনে সফল হলো তাদের কর্মযজ্ঞ।

ফরহাদুল ইসলাম লিটুর প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানস্থলে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কুলাউড়ার সাবেক এমপি এম এম শাহীন, জাপার প্রেসিডিয়াম সদস্য লুৎফুর রহমান চৌধুরী হেলাল, ভাটেরা স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম ফারুক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, কুলাউড়া সমিতির সাবেক সভাপতি আবুল কালাম, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি হাবিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, টাইম টেলিভিশন-এর পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু সহ কমিনিটি লিডার সিরাজউদ্দিন আহমেদ সোহাগ, আবুল হাসিম হাছনু, আহবাব চৌধুরী খোকন, মইনুর রহমান সোহেব, সাহেদ দেলওয়ার চৌধুরী, লিটন আহমেদ, যেবু আহমেদ, জাবেদ আহমেদ, রেজাউল করিম রেণু, খলিলুর রহমান, হারুন মিয়া, আব্দুল লতিফ খান, রাজা মিয়া প্রমুখ।

সকাল ১১টার আগে থেকেই ধীরে ধীরে প্রবাসী ভাটেরাবাসী আর অতিথীগণ ফেরি পয়েন্ট পার্কে একত্রিত হতে থাকেন। সারা দিনব্যাপী আনন্দ আয়োজনে ছিলো বাচ্চাদের খেলাধুলা, গান, নাচ, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ছাড়াও আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। র‍্যাফেল ড্রতে বিজয়ীরা হলেন: ১ম পুরস্কার শাহনেওয়াজ ইসলাম, ২য় সুমাইয়া আক্তার, ৩য় সৈয়দ রাসেল, ৪র্থ মিসেস মোমিন, ৫ম তানভির ইসলাম, ৬ষ্ঠ লোকমান হোসেন লকু, ৭ম পুস্কার বিজয়ী টিকেট নাম্বার ৩৬৫৯৮৪৬ এবং ৮ম সুজন আহমেদ।

অনুষ্ঠানে আয়োজক কমিটির অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন- আবুল আব্বাস, আবুল কালাম সিদ্দিকী, আব্দুস সামাদ, আব্দুল আহাদ তালুকদার, ফরহাদুল ইসলাম লিটু, মোমিন আহমেদ, মোহাম্মদ টিপু মিয়া, সুমন আহমেদ, সায়েফ আহমেদ তালুকদার, আলী আফজল, বাপ্পু তালুকদার, দেলওয়ার, আতিকুর রাহমান, জাহাংগীর আলম, শিপন আহমেদ, মামুনুর রহমান মামুন, সৈয়দ রাসেল, বাবলু, অপু, সুজন, রোকন আহমেদ, কামরুল, শ্যামলী আক্তার, রোমানা ইসলাম, ফাহমিদা বেগম, মাহমুদা ইসলাম শান্তা প্রমুখ।





ফকির আলমগীরের মৃত্যুতে আতিকুর রহমান সালু'র শোক বিবৃতি

নিউজার্সী: বাংলাদেশের গণ সঙ্গীত জগতের উজ্জল নক্ষত্র ও একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী ফকির আলমগীরের আকস্মিক গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে বিবৃতিতে তিনি বলেন, তার মৃত্যুতে আমি যারপর নাই মর্মাহত। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমার স্মৃতিপটে ফকির আলমগীর চির জাগরুক থাকবে। তৎকালীন পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী সংগ্রাম, ১৯৬৯ এর ছাত্রদের ঐতিহাসিক ১১ দফা আন্দোলনের মাঠ পর্যায়ের কর্মী হিসেবে এবং উত্তাল গণ আন্দোলন ও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও সুমহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর গাওয়া গণ সঙ্গীত এবং বিশেষ করে স্বাধীনত্তোর বাংলাদেশে ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠীর নেতৃত্বে থেকে ও 'ঋষিজ' গঠন করে জনগণ নন্দিত শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রেরও কণ্ঠযোদ্ধা ছিলেন। স্বাধীনত্তোর বাংলাদেশে আমি যখন বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি, ফকির আলমগীর ছিলো তখন ঢাকা শহর সংগঠনের সভাপতি। পরবর্তীতে আমি প্রবাসী হলে ফোবানা সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকায় এলে একরাত্রি আমার নিউজার্সীর বাসাতেও থেকেছে। আমার ১৬ বছরের প্রয়াত মেয়ে আনিকার স্মরণে লেখা আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আনিকার জন্য কবিতা' বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গানও পরিবেশন করে।

নিউইয়র্কে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর অনুষ্ঠান ও ২০০৫ সনে আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির উদ্যোগে কুড়িগ্রামের চিলমারীতে ৫ লক্ষাধিক লোকের যে লং মার্চ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় তা সফল করতেও সে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। সে সবই এখন স্মৃতি। আমি তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। পরম করুনাময় তাকে মাফ করে দিয়ে তাকে জান্নাতবাসী করুন। সেই সাথে আমি ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা। পরম করুনাময় আল্লাহতায়ালা এই করোনা সময়ে আমাদেরও সহায় হউন।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090
PHYSICAL THERAPY
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি
ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত
MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ



শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ কোনড্রিজ এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

৯৩৮৯ ক্যাসেলহিল এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

আনন্দ বার্তা ইউএসএ আয়োজিত ঈদ আনন্দ মেলা অনুষ্ঠিত





নিউইয়র্ক: আনন্দ বার্তা ইউএসএ আয়োজিত ঈদ আনন্দ মেলা গত ২২ জুলাই কুইন্স প্যালেস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে আগত বাংলাদেশ চলচিত্রে কিংবদন্তী খলনায়ক আহমেদ শরীফ ও আনন্দ বার্তার সাধারণ সম্পাদক কানিজ ফাতেমা শাওন এর উপস্থাপনায় জমকালো গান ও নৃত্যের আয়োজন ছিলো অনুষ্ঠানে।

দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় নৃত্য শিল্পী প্রিয়া ডায়েস ও তার দলের চমকপ্রদ নাচ, মেহরুন আহমেদ, শাহ মাহবুব, রোকসানা মির্জা, কৃষ্ণা তিথি, রাজিব, সম্পা জামান, বীনা বর্মন ও ড. নার্গিস রহমান এর গানের সুরের মুর্ছনায় দর্শকদের মন ভরে যায়। অনুষ্ঠানে কভিড ১৯ এ যারা মৃত্যুবরণ করেন তাদের মাগফেরাত কামনা করে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন 'ব্ল্যাক ডায়মন্ডখ্যাত' জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন। বিশেষ অতিথি ইমিগ্রেন্ট এল্ডার হোম কেয়ার এলএলসি এর চেয়ারম্যান ও সিইও গিয়াস আহমেদ, ডেমোক্রেট পার্টির কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট লিডার এড লাজ এটর্নী মঈন চৌধুরী, লিবার্টি রেনুভেশন-এর সিইও মোহাম্মদ আজাদ, জ্যামাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, ওয়ার্ল্ড হোম কেয়ার-এর সিইও এবং ডিষ্ট্রিক্ট-২৫ এর কাউন্সিল পদপ্রার্থী শাহ শহীদুল হক, বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স এর চেয়ারম্যান শাহবুদ্দিন বাচ্চু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ আলী, আহসান হাবীব, ডা. বর্ণালী হাসান, ডা. মাহফুজুল হাসান, নুরুল আবছার ভূঁইয়া, নুরুল আমিন বাবু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আনন্দ বার্তা'র সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম জয়। সব শেষে ছিলো ঈদের কোরবানী গরুর মাংস দিয়ে নৈশভোজ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



ঝিনাইদহ জেলা সোসাইটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: ঝিনাইদহ জেলা সোসাইটি ইউএসএ ইনক এর কার্যকরী কমিটি ও উপদেষ্টা মন্ডলীর যৌথ আলোচনা সভা গত ১২ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়।সভায় সভাপতি করেন সংগঠনের সভাপতি আবদুল মজিদ রহিম, পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক হাবিব মোঃ আহসান।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ রেজাউল ইসলাম। বক্তব্য পর্বে অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে আলি হাসান কিবরিয়া অনু, মহিউদ্দিন মোহাম্মদ, আজিজুর রহমান আরজু, আফছার আলী, বাবুল হোসেন, শিহাবউদদিন, মোঃ ওবাইদুল হক, বোরহান উদ্দিন, সাজেদুল ইসলাম, রোকনুজজামান, ইফতেদুর রহমান, সাদিকুর রহমান, রেজাউল ইসলাম, আখতারুজজামান লিটন, সাজেদুর রহমান, রফিকুল আজম খান বিপ্লব, কামরুল হাসান মৃদুল জসিম উদ্দিন, শাহানাজ পারভীন প্রমূখ।

সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মোঃ বোরহানুদ্দীনের সম্পাদক করে বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ ও পিকনিকয়ের আহবায়ক, ঈদ পূর্ণ মিলনীর পর্যালোচনা, সদস্য নবায়নের জন্য থানা ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে উপদেষ্টা মোঃ মহিউদ্দীন মোহাম্মদ-কে প্রধান করে প্রতিটি থানা থেকে ১ জন করে সদস্যেকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। এছাড়াও কবর কেনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পিকনিক বিয়ে আলোচনা হয় সভায়। কোভিড-১৯ বিষয়ক মানবিক বিবেচনা করে ঝিনাইদহ জেলা সোসাইটি ইউএসএ জেলার ৬টি উপজেলায় ৫টি করে অক্সিজেন গ্যাস প্রদান করে ঝিনাইদহবাসীর পাশে থাকার জন্য সকল ঝিনাইদহপ্রবাসী ও ঝিনাইদহবাসীদের আহবান জানানো হয়। সভায় সকল শহীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও করোনায় মৃত্যুবরণকারী ঝিনাইদহের সকলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত দোয়া কামনা করে সভা সমাপ্তি করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউইয়র্ক প্রবাসী মোহাম্মদ শাহনুরের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশী মোহাম্মদ শাহনুর অবশেষে না ফেরার দেশেই চলে গেলেন। গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার (৩০ জুলাই) বেলা আড়াইটার দিকে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তার দেশের বাড়ী হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার শ্রীমথপুর গ্রাম। তার তিন ভাই ও তিন বোনের সবাই যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এবং নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। খবর ইউএনএ'র।

জানা যায়, গত ১৪ জুলাই মোহাম্মদ শাহনুর গুরুতর অসুস্থবোধ করলে সাথে সাথে তাকে এস্টোরিয়াস্থ মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে প্রাথমিক চেকআপের সময় তিনি মারাত্মকভাবে নিমোনিয়ায় আক্রান্ত বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান। এমনকি ঐদিন রাতেই তাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি আইসিইউতেই চিকিৎসাধীন ছিলেন।

মোহাম্মদ শাহনুরের নামাজে জানাজা শনিবার বাদ জোহর এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নিউজার্সীর মালবরো কবর স্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়। জানাজায় সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন। **শোক প্রকাশ:** এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক সভাপতি সোহেল আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন এক বিবৃতিতে মোহাম্মদ শাহনুরের ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।



'স্টপ দ্যা ড্রাগস, সেভ দ্যা ইয়ুথ' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা

কমিউনিটিতে ভয়াল ছোবল মেরেছে ড্রাগস

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কমিউনিটিতে ভয়াল ছোবল মেরেছে ড্রাগস। এই ড্রাগস নিয়ে বাংলাদেশী অনেক যুবক অকাল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে। এখনই যদি তা রোধ করা না যায় তাহলে একদিন এটি 'ক্যান্সারে' পরিণত হবে। এছাড়া অবস্থাদৃষ্টে যা প্রতিয়মান হচ্ছে তাতে সহজেই অনুমেয় ড্রাগসের এ ব্যবহার করোনা মহামারির চেয়েও ভয়াবহ হবে। তাই বাংলাদেশ কমিউনিটি এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার আগে সবাইকে কার্যকরি পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে আসতে হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সাপ্তাহিক নবযুগ যে যাত্রা শুরু করেছে তা বেগবান করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে। নবযুগ সচেতনা সৃষ্টির যে ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে তা যদি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন পর্যায়ে জোরালোভাবে নেয়া হয় তাহলে বাংলাদেশ কমিউনিটির তরুণ বা যুবকরা ড্রাগসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

গত ২৫ জুলাই, রোববার সন্ধ্যা ৬টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের খাবার বাড়ি রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে সাপ্তাহিক নবযুগ আয়োজিত 'স্টপ দ্যা ড্রাগস, সেভ দ্যা ইয়ুথ' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ও সমাপনি বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর। গোলটেবিল আলোচনা সঞ্চালনা করেন সিনিয়র সাংবাদিক ফরিদ আলম। বক্তব্য রাখেন মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সাবেক সেক্রেটারী ও বিশিষ্ট মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ জুননুন চৌধুরী, শহীদ সন্তান ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের সভাপতি ফাহিম রেজা নুর, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট নাসির আলী খান পল, ডেমোক্র্যাট পার্টির কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শরাফ সরকার, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার যথাক্রমে আবদুল মুকিত চৌধুরী, আহসান হাবিব, মোহাম্মদ আলী ও আহনাফ আলম, মূলধারারার রাজনীতিক মেরী জুবাইদা, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক আল আমিন রাসেল, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ, সাবেক ছাত্রনেতা শাহাবুদ্দিন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কলামিস্ট সুব্রত বিশ্বাস, কবি ও গীতিকার ইশতিয়াক রুপু, জ্যাকসন হাইটস মোহাম্মদী সেন্টারের ইমাম কাজী কায়্যুম, মূলধারারার রাজনীতিক সাবুল উদ্দিন, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সাবেক নির্বাচন কমিশনার মাকসুদুল হক চৌধুরী, জ্যাকসন হাইটসের আবু হুরাইরা জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা ফায়েক উদ্দিন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এএফএম মিসবাহ উজ জামান, আল আমিন জামে মসজিদের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সাপ্তাহিক নবযুগ এর ইংরেজি বিভাগের প্রধান সাজীদ সীমান্ত, এনওয়াই ড্রিমস প্রডাকশনের কর্ণধার ফাহিম ফিরোজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, সন্তানদের বিপথে যাওয়ার আগেই অভিভাবকদের কার্যকরী ভূমিকা রাখতে। সন্তানরা কার সঙ্গে মিশছে, কখন বাড়ি ফিরছে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন পরিবর্তন হচ্ছে কি না তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তারা বলেন, তরুণরা যদি ড্রাগসের অপব্যহার করে নিজেদেরকে শেষ করে দিচ্ছে বলে প্রতিয়মান হয় তা নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে না রেখে যারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, তাদের কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থাসহ সর্বপরি সন্তানদের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ মেনে চলার ব্যাপারে উতসাহ দেয়া বাঞ্চনীয়।

বক্তারা আরো বলেন, ড্রাগসের বিষয়টি খুবই সাংঘর্ষিক। এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও অসহায়। তাই এ বিষয়ে চাপ প্রয়োগ না করে সন্তানদের সচেতন করে তোলার কোনো বিকল্প নেই বলেও কেউ কেউ মত দেন। তারা বলেন, সাপ্তাহিক নবযুগ যেভাবে বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এসেছে তা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আবারো ফ্রি ফুড ও গ্রোসারি সামগ্রী বিতরণ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের আনডকুমেন্টেড মানুষদের মাঝে ফ্রি ফুড, গ্রোসারী সামগ্রী করেছে সামাজিক সংগঠন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক। আরব-আমেরিকান ফ্যামিলি সাপোর্ট সেন্টারের সহযোগিতায় বুধবার (২৮ জুলাই) বেলা ২টার দিকে ব্রুকলীনের কোর্ট স্ট্রীটে বিনামূল্যে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়াও এসময় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনও প্রদান করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই ফুড বিতরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দীন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আরব-আমেরিকান ফ্যামিলি সাপোর্ট সেন্টারের প্রেসিডেন্ট রাওয়ানেন্সী আল বেলাল, ডাইরেক্টর অব রিসোর্স মারিয়া ডিলেন, ডাইরেক্টর অব কমিউনিটি হেলথ ডিক এডি, এসোসিয়েটস ভিপি অব রিসোর্স ডেভলেপমেন্ট ক্যারি সিসেল, লীড হেলথ নেভিগেটর মাহা এলেন, প্রাইয়োরিটি এ্যাসিসটেন্ট স্পেশালিষ্ট ফারাহ সালাম, কমিউনিটি আউটরীচ কো-অর্ডিনেটর নওশীন আহমেদ, স্লাপ ইনটেক কো-অর্ডিনেটর নাভিন সারহান ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কার্যকরী সদস্য রুবেল আহমেদ, ভলেন্টিয়ার তাসফিয়া জিল্লু প্রমুখ।



অনুষ্ঠানে দুই শতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হয়। এছাড়াও প্রায় অর্ধশত লোক ভ্যাকসির গ্রহণ করেন বলে সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে।

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

শুরু হলো শোকের মাস
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছড়িয়ে দিতে হবে

আজ ১ আগস্ট। আজ থেকে শুরু হচ্ছে বাঙালীর শোকের মাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন নেছা, বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ আবু নাসের, জাতির জনকের তিন ছেলে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ও নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেলসহ তাঁর পরিবার-স্বজনরা ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাকান্ডের শিকার হন।

চলতি বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। একই সঙ্গে আমরা উদযাপন করছি স্বাধীনতার ৫০ বছর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চোখে একটি সোনালি স্বপ্ন ছিল। পুরো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন তিনি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হলে বাংলাদেশ হতো সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার চেয়েও উন্নত ও পরিচ্ছন্ন একটি দেশ। ১৫ই আগস্টের নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড সংঘটিত না হলে আজকের বাংলাদেশের বিপর্যস্ত চেহারা দেখতে হতো না। বাংলাদেশ হতো শোষণ ও অপশাসন-নমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত একটি জনকল্যাণমূলক দেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তিনি এত সব প্রতিকূলতা পেছনে ফেলে ঠিকই সোনার বাংলা অর্জনের পথেই হাঁটছিলেন। তিনি অল্প সময়েই সংবিধান প্রণয়ন করেছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও শিক্ষা কমিশন গঠন তাঁর কৃতিত্ব। তিনি স্থাপন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। জাতির পিতা চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি।

আজ শোকের মাসের শুরুতেই আমাদের নতুন করে শপথ নিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে আরো আন্তরিক ও তৎপর হতে হবে। বঙ্গবন্ধু একটি দর্শন ও আদর্শের নাম। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-দর্শন আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। রাজনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিতে ভয়াবহ অবক্ষয় দূর করাই এখন আমাদের প্রধান কাজ। নতুন প্রজন্মের কাছে পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার বিষয়টি তুলে ধরতে হবে। যদিও অতিমারিকালে আমাদের যাতায়াত সীমিত থাকছে, তার পরও এই সময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা করা যেতে পারে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আজ আমাদের নতুন করে শপথ নিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছড়িয়ে দিতে হবে সারা দেশে নতুন প্রজন্মের কাছে। এই শোকের মাস থেকেই শুরু হোক নতুন যাত্রা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়িত হোক।

শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে আফগানিস্তানে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি জরুরি

গাজীউল হাসান খান

পলায়নপর আমেরিকান সেনাবাহিনীর বর্তমান প্রত্যাহার এবং ওয়াশিংটনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় লড়াকু আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ অনেকটাই এখন তালেবানের কিছু কার্যকর সিদ্ধান্তের ওপর থমকে আছে। এ সংকট মূলত একটি মনস্তাত্ত্বিক কিংবা আস্থার সংকট বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তালেবান কোনো সাধারণ একটি লুটেরা বাহিনী নয়। পাশ্চাত্যের তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা ও বৈশ্বিক রাজনীতির ধারার সঙ্গে তাল মেলানো তাদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক ও সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে মূলত ধর্মীয় কারণে। তালেবান আফগানিস্তানে ইসলামী নীতি-আদর্শ ও শরিয়া আইনের বাস্তবায়ন চায়। সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে আফগানিস্তানে একটি ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এটি কোনো অসংগত বিষয় কিংবা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী কিছু নয়। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইসলামের নাম শুনলেই আঁতকে ওঠে এবং হন্যে হয়ে পড়ে তাদের বেশির ভাগের বেলেল্লাপনা ও অবাধ খোলামেলা জীবনব্যবস্থাকে ধরে রাখতে। এ কথা ঠিক, যথাযথ ইসলামী শিক্ষার অভাবে তালেবানসহ আফগানিস্তানের বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে এখনো কিছুটা ধর্মান্ধতা কিংবা ধর্মীয় গোঁড়ামি কাজ করে, যা অলঙ্ঘনীয় নয়। সবই সময় ও সুযোগের ব্যাপার। আফগানিস্তানে নারী শিক্ষা বিস্তার কিংবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবাধিকারের প্রশ্নে তালেবানের মধ্যেও ক্রমেই পরিবর্তনের ধারা লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে ইসলামী আইন ও শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে তারা আপসহীন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতি ও লুণ্ঠন, সমাজে ধর্ষণসহ বিভিন্ন অনাচার ও শাসনের নামে শোষণ-বঞ্চনা তালেবানের খাতায় নেই।

এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ওপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো বর্তমান মুসলিমবিশ্বের রাজনীতিকদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বোঝেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ান। তিনি এমন একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, যার প্রায় সব মানুষই ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং এ দেশটি হচ্ছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগস্থল। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ইউরোপ এসে মিলিত হয়েছে এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে। বর্তমান তুরস্ক পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি হয়েও এ দেশটির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও প্রশাসন থেকে ইসলামিক ব্যবস্থার পরিপন্থী আইন-কানুন বাদ দিয়ে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে বদ্ধপরিকর। পশ্চিমা ধারার শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেও প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান একজন কোরআনে হাফিজ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ কোরআনটি তাঁর মুখস্থ রয়েছে। সে কারণেই সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে বিদায় নেওয়ার আগে কাবুল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তদারকি কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আরোপ করেছেন প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের ওপর। চারদিকে ভূমিবেষ্টিত আফগানিস্তানের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে কাবুল বিমানবন্দর। এ ছাড়া রাজধানী কাবুলেই অবস্থিত আফগানিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে এমন সব দেশের দূতাবাস। সুতরাং কাবুল বিমানবন্দর ও দূতাবাসের নিরাপত্তার দায়িত্ব একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দূতাবাসের নিরাপত্তার দায়িত্ব বর্তমান আফগান সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকলেও বিমানবন্দরের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তুরস্কের হাতে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বড় আপত্তি দেখা দিয়েছে তালেবানের মধ্যে। তাদের দাবি হচ্ছে, মার্কিন দখলদার বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে ন্যাটোর সব সেনা সদস্যকে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যেতে হবে। মুসলিম দেশ হলেও তুরস্কের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারে কোনো ব্যত্যয় ঘটতে পারবে না। নতুবা তুরস্কের সেনাদের তালেবান দখলদার বাহিনী হিসেবে গণ্য করবে এবং তালেবানের সম্ভাব্য হামলা থেকে তারাও মুক্ত বলে গণ্য হবে না। তাহলে কি তুর্কি বাহিনীকেও শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তান ত্যাগ করে পরে আবার ফিরে আসতে হবে? এই অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থায় কী হবে ন্যাটো বাহিনীর রেখে যাওয়া বিপুল সামরিক সরঞ্জাম ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে?

আগামী মাসের শেষ অর্থাৎ আগস্টের ৩১ তারিখের মধ্যে সব আমেরিকান সেনার আফগানিস্তান ত্যাগের ঘোষণার পর থেকেই আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করতে হন্যে হয়ে উঠেছিল তালেবান। তাদের আক্রমণের মুখে আফগানিস্তানের উত্তর সীমান্তবর্তী তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান ও এমনকি উজবেকিস্তানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে আফগানরা। বর্তমান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির সরকারি বাহিনীর সদস্যরাও পালিয়ে যেতে শুরু করেছিলেন অস্ত্র ফেলে দিয়ে। সরকার ও সরকারি বাহিনীকে হটিয়ে পুরো আফগানিস্তানের দখল নিতে তৎপর হয়ে উঠেছিল তালেবান। যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ন্যাটো সামরিক বাহিনীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কাজটি সম্পন্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বাধার মুখে তারা আপাতত তাদের গতিবিধি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়েছে। এর আগে তালেবান তুরস্কের সেনাদের 'দখলদার বাহিনী' কিংবা প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের বিরুদ্ধে নানা রকম কটুবাক্য উচ্চারণ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। তুর্কি প্রেসিডেন্ট তাদের সংযত হতে অনুরোধ জানিয়েছেন। বলেছেন, উত্তেজনার মাধ্যমে আফগানিস্তানের সমস্যার সমাধান হবে না। তালেবান নিজ দেশে তার মুসলিম ভাইদের জমি জোর করে দখল করছে। এটি অবশ্যই ইসলামের নীতিবিগর্হিত একটি কাজ। আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা আফগানদেরই সম্মিলিতভাবে করতে হবে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়। আফগানিস্তানের জন্য সম্মিলিতভাবে একটি ভবিষ্যৎ রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে নতুবা সংঘাতময় আফগানিস্তানে আবার বিদেশি শক্তির উপস্থিতি দেখা দিতে পারে। এরদোয়ান বলেছেন, তুরস্ক একটি মুসলিম রাষ্ট্র। আফগানিস্তানের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের অর্থাৎ হাজার বছরের সম্পর্ক রয়েছে। সে কারণে সৎ প্রতিবেশী ও মুসলিম বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে আফগানিস্তানের প্রতি তুরস্কের কিছু দায়দায়িত্ব ও পরিকল্পনা থাকতেই পারে। সেগুলো নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনাপ্রসূত আলোচনার অনেক কিছু রয়েছে। তুরস্কের কোনো আলোচনাই তালেবানকে বাদ দিয়ে হবে না। এ ব্যাপারে তুরস্ক পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে এগোচ্ছে বলে জানা গেছে। তালেবান তুরস্কের সঙ্গে আলোচনায় বসতে অনীহা প্রকাশ করেছে বলে এরই মধ্যে যে গুজবের সৃষ্টি হয়েছিল, তা এখন আস্তে আস্তে চাপা পড়ে যাচ্ছে। আলোচনার ব্যাপারে দুই পক্ষই এখন নমনীয় হচ্ছে বলে কূটনৈতিক মহল থেকে আভাস পাওয়া গেছে। তবে আলোচনার আগে দুই পক্ষই এখন বেশ কিছুটা চাপ সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তুরস্কের সঙ্গে তালেবানের আলোচনা আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শান্তির প্রশ্নেই অত্যন্ত জরুরি, যা মুসলিমবিশ্বের আর অন্য কেউ করতে পারবে না। এ কথাটি সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রও অনুধাবন করতে পেরেছিল। এরদোয়ান একজন প্রবীণ, কৌশলী ও চতুর রাজনীতিক। ক্ষমতাসীন হওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রেসিডেন্ট (বাইডেন) তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে ক্ষমতাচ্যুত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনিই এখন আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করছেন। এ ক্ষেত্রে এরদোয়ান যেমন একদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোকে হাতে রাখার চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে পাকিস্তান এবং ক্ষমতাসীন আফগান সরকার ও বৃহত্তর জনগণকেও মিলিত করার প্রয়াস পাচ্ছেন। আফগানরা এরই মধ্যে চীন, রাশিয়া, ভারত ও ইরান সরকারের সঙ্গে নিরাপত্তা ও বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আলোচনা করেছে। সুতরাং তুরস্কের সঙ্গে তালেবানের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক এখন সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তালেবানের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদীন সম্প্রতি তুরস্কের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন টিআরটির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'তুরস্ক আমাদের বন্ধুপ্রতিম মুসলিম রাষ্ট্র। আমরা তুরস্কের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে চাই।' আফগানিস্তান একটি ইসলামী সরকার গঠন করতে চায়, যাতে সবার অংশগ্রহণ সমানভাবে কাম্য। কাবুল বিমানবন্দর ও বিদেশি দূতাবাসের নিরাপত্তার স্বার্থে তুরস্কের সঙ্গে আফগান নিরাপত্তা বাহিনীকেও অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা-ভাবনা চলছে বলে জানা গেছে। কাবুল বিমানবন্দর ও তার আশপাশে ৭০ হাজার টন সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি রয়েছে। সেগুলো কাবুল বিমানবন্দর ও আফগানিস্ড়নের বৃহত্তর নিরাপত্তার প্রশ্নে কাজে লাগাতে হবে। এ ছাড়া আফগানিস্তানের শান্তি-শৃঙ্খলা ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রশ্নে (অর্থনৈতিক ও সামরিক) সম্মিলিতভাবে একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করা এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি কাজ। তার শর্তগুলো যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যদেরও মানতে হবে। আফগানিস্ড়নের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশি হস্ড়ক্ষেপ কিংবা আফগানিস্তানের মাটিতে আল-কায়েদার মতো জঙ্গি বাহিনীকে স্থান দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকতে হবে এবং তা সবাইকে মেনে চলতে হবে।

আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ রোডম্যাপ কিংবা দেশের সংবিধানে তালেবানসহ বিভিন্ন বাহিনীর ভূমিকা ও অবস্থানও সুনির্দিষ্ট করতে হবে। ২০০১ সালে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক হামলা শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারসহ যুক্তরাষ্ট্রে সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে আল-কায়েদা জঙ্গি বাহিনীর হামলার প্রতিশোধ নেওয়া। অথচ আল-কায়েদা জঙ্গি বাহিনী কিংবা তার নেতা ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে তালেবানের কোনো সম্পৃক্ততা কিংবা সংস্রব ছিল না। এই বক্তব্য তালেবান নেতাদের। তখন থেকে বিগত ২০টি বছর তালেবান অপেক্ষা করেছে তাদের হাতে ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য। এরই মধ্যে ক্ষমতায় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট হামিদ কারজাই ও আশরাফ ঘানির আফগান জাতীয় সরকার। এই দীর্ঘ সময়জুড়ে তালেবান অপেক্ষা করছিল কবে আমেরিকার দখলদার ও ন্যাটোর সেনাবাহিনী ফিরে যাবে এবং তারা আবার আফগানিস্তানে একটি ইসলামী সরকার গঠন করবে। এ ব্যাপারে তাদের এখন সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তালেবান নেতারা বলেছেন, তাঁরা আফগানিস্তানে আর কোনো গৃহযুদ্ধ চান না। গত ২০ বছরে আফগানিস্তানে দুই লাখ ৪০ হাজার স্থানীয় নারী, পুরুষ ও শিশু নিহত হয়েছে। এ ছাড়া তিন হাজার ৫০০ ন্যাটো সেনা নিহত হয়েছে, যার মধ্যে আড়াই হাজারের মতো ছিল আমেরিকান সেনাবাহিনীর সদস্য। তাই আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে তালেবানকে এখন গভীরভাবে ভাবতে হবে। নিজ দেশের জনগণ ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। পশতুনরা অর্থাৎ পশতুভাষীরা হচ্ছে আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় একটি জনগোষ্ঠী। সাবেক তালেবানপ্রধান মোল্লা ওমর থেকে তরুণ তালেবান নেতা ইব্রাহিমসহ অনেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন এই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে। এতে তাঁরা একটি আদর্শ সামনে রেখে সংগ্রাম করেছেন। বারবার আক্রমণের মুখে তাঁদের পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে; কিন্তু তাঁরা পরাজিত হননি। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাননি লড়াকু আফগানিস্তানের সংগ্রামী ইতিহাস থেকে।

বর্তমানের পরিবর্তিত অবস্থায় তালেবানকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও অর্থনৈতিক মুক্তির কারণে। তাদের এ সংগ্রামে তারা সহযোদ্ধা এবং বন্ধু হিসেবে পেয়েছে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের মতো একজন অভিজ্ঞ ও কৌশলী নেতাকে। তাদের পাশে রয়েছে প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র পাকিস্তান ও ইরান। চীন উন্নয়নের পথে তাদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে। আমেরিকান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংগ্রামে তালেবান বিজয়ী হয়েছে। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দিক থেকে তালেবানের প্রভূত বিজয় সাধিত হয়েছে। এখন প্রয়োজন তাদের নিজস্ব ভাবধারায় একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও উন্নত রাষ্ট্র গড়ে তোলা, যেখানে সাধারণ মানুষ পাবে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তি।

লেখক: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে নিযুক্ত সাবেক মিনিস্টার

e-mail: gaziulhkhan@gmail.com

নামাজের সময়-সূচী

আগস্ট	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ফজর	৪.২৪	৪.২৫	৪.২৬	৪.২৮	৪.২৯	৪.৩১	৪.৩২
সূর্যোদয়	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৮
জোহর	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২
আসর	৬.০৩	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯
মাগরিব	৮.১২	৮.১১	৮.১০	৮.০৮	৮.০৭	৮.০৬	৮.০৫
এশা	৯.৩৯	৯.৩৮	৯.৩৬	৯.৩৫	৯.৩৩	৯.৩১	৯.৩০

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
২৫ বছরে
The Weekly Bangla Patrika

মানবপাচার বন্ধে দৃঢ় অঙ্গীকার প্রয়োজন

এ কে এম আতিকুর রহমান

বিশ্ব মানবপাচার প্রতিরোধ দিবসটি বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর ৩০ জুলাই পালিত হয়। মানবপাচারের শিকার ব্যক্তিদের অবস্থা এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ গৃহীত রেজল্যুশন নম্বর এ/আরইএস/৬৮/ ১৯২-এর মাধ্যমে প্রতিবছর ৩০ জুলাই এই দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

১৯৯৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন কর্তৃক স্বীকৃত সংজ্ঞা অনুসারে মানবপাচার হলো উন্নয়নশীল বা অর্থনৈতিক সংকটে থাকা দেশগুলোর মানুষের নিজেদের দেশের সীমানা অবৈধ বা গোপনীয়ভাবে অতিক্রম করা। মানবপাচারের ইতিহাস বলে যে প্রক্রিয়াটি মূলত নারী ও শিশু পাচার থেকে শুরু হয়, যাদের অর্থের বিনিময়ে অসামাজিক, নির্যাতনমূলক এবং অবৈধ কার্যকলাপ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তবে পুরুষরাও পাচারকারীদের শিকার হতে শুরু করলে সেই সংজ্ঞাটি এক নতুন মাত্রা পায়। যেসব কারণে মানুষ মানবপাচারকারীর খপ্পরে পড়ে তার মধ্যে দারিদ্র্য, কর্মসংস্থানের অভাব, আয়বৈষম্য, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, পাচার রোধে প্রয়োজনীয় আইনের প্রয়োগ না থাকা, সচেতনতার অভাব এবং ব্যক্তিগত লোভ উল্লেখযোগ্য।

চলমান করোনা মহামারিকে বিবেচনা করে এই বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, ভুক্তভোগীদের কণ্ঠই পথ দেখাবে। মানবপাচারের শিকার হওয়া মানুষই এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের কেন্দ্র এবং এসংক্রান্ত সব প্রচারণা হবে মানবপাচার থেকে বেঁচে আসা লোকদের কাছ থেকে শোনার ও জানার গুরুত্বকে তুলে ধরা। বেঁচে আসা ওই সব মানুষ মানবপাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মূল শক্তি হওয়ায় একমাত্র ওই জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে পারে। নিঃসন্দেহে তাদের থেকে শোনা কাহিনি ওই সব জঘন্য অপরাধ প্রতিরোধ, ক্ষতিগ্রস্তদের শনাক্ত ও উদ্ধার এবং তাদের যথাযথ পুনর্বাসনসহ সব প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ভূমিকা রাখবে।

আমরা জানি যে করোনা মহামারি বিশ্ব অর্থনীতির পাশাপাশি সামাজিক কাঠামোকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং ফলে দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত কারণ সৃষ্টি হয়েছে। কভিড-১৯ সংকটটি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় বিগত কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো বিশ্বে চরম দারিদ্র্য বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। দারিদ্র্যের এই বৃদ্ধি দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে মানবপাচারের গতি বাড়ানোসহ নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যা তৈরি করতে পারে। অবশ্যই মানবপাচারকারীরা এসব দুর্বলতার সুযোগ নিতে বিলম্ব করবে না।

কভিড-১৯ নিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যস্ততার কারণে অন্য ক্ষেত্রগুলোর মতো মানবপাচার প্রতিরোধ প্রচেষ্টায়ও উল্লেখযোগ্য ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কাঙ্ক্ষিত ফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিষয়টি পরিচালনা করার জন্য সরকার, সুধীসমাজ, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য পাচারবিরোধী ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যে একটি টেকসই সহযোগিতা স্থাপন গুরুত্বপূর্ণ। পাচারকৃত ব্যক্তি ও সমাজের অন্য অরক্ষিত ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ সংকটের জটিলতর প্রভাব প্রতিরোধের জন্য সাম্প্রতিক সময়ে দৃশ্যমান মানবপাচারের প্রবণতা মোকাবেলার প্রয়াসকে জোর দিয়ে একটি সমন্বিত পাচারবিরোধী কৌশল প্রণয়ন করা আবশ্যক।

২০২০ সালের মানবপাচারসংক্রান্ত গ্লোবাল রিপোর্টে বেশ কিছু নীতিগত বিবেচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন– ১. মানবপাচার প্রতিরোধ ও মূলোৎপাটন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ জাতীয় পাচারবিরোধী কাঠামো সৃষ্টি; ২. অপরাধীদের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ব্যবস্থা এবং তাদের বিচারের আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; ৩. সামাজিক সম্পর্ক শক্তিশালীকরণ, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে পরিবারের জন্য সুরক্ষা বেষ্টনী তৈরি, অর্থনৈতিকবৈষম্য এবং লিঙ্গবৈষম্য হ্রাস করা, যাতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পাচারের শিকার না হয়; ৪. অবৈধ অভিবাসনের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে স্থানীয় সম্প্রদায় এবং



সুধীসমাজকে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করা ও দায়িত্ব দেওয়া; ৫. সরকারি ও বেসরকারি সব সোশ্যাল মিডিয়াকে পাচারমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসে সংযুক্ত করা; ৬. পাচারের শিকার ব্যক্তিদের বল প্রয়োগ করে কোনো অপরাধ করানোর কারণে কোনো প্রকার শাস্তি প্রদান না করা; ৭. জাতিসংঘ মানবপাচারসংক্রান্ত প্রটোকল অন্তর্ভুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলোর বাস্তবায়ন জোরদার করা এবং ৮. মানবপাচার প্রতিরোধ নীতি ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বের সব দেশের জন্য গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০-এ মানবপাচার বিষয়ক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ওই উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে শিশুদের পাচার ও তাদের প্রতি সহিংসতা বন্ধের দাবি; মানবপাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং নারী ও শিশুদের প্রতি সব ধরনের সহিংসতা এবং শোষণ দূর করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ওই সব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিলেই হবে না, সামাজিক উন্নয়নের দিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। লক্ষ্য থাকবে মানবপাচার নামক এই সামাজিক ব্যাধি থেকে রাষ্ট্রকে মুক্ত করা।

মানবপাচারকারীরা অন্যান্য দেশের মতোই প্রায় একই সময়ে বাংলাদেশে এই ব্যবসা শুরু করে। সাধারণত বাংলাদেশ থেকে মানবপাচার, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের পাচার করা হয়ে থাকে সেসব দেশে যেখানে পাচারকারীদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক রয়েছে। মানবপাচারকারীরা বিদেশে ভালো চাকরির লোভ দেখিয়ে সমাজের অরক্ষিত মানুষকে, বিশেষ করে মহিলাদের লোভের জালে ফেলতে বেশ অভিজ্ঞ। বাংলাদেশে এমন লোকও আছে যে স্বেচ্ছায় পাচার হতে চায়। এমনকি তারা মানবপাচারকারীদের অনেক অর্থ দেওয়ার প্রস্তাবও দেয়। গন্তব্যটি উন্নত বা সমৃদ্ধশালী দেশ হলে পাচারকারীরা অতি সহজেই তাদের কাঙ্ক্ষিত অর্থ পেয়ে যায়। জেনেশুনেই এই ব্যক্তিরা অবৈধ পথটি বেছে নেয়, যা তাদের জীবনকে অত্যন্ত ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। সত্যি বলতে, বাংলাদেশের প্রত্যেকেই এসব নেটওয়ার্ক সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং পাচারকারীরাও তাদের জানাশোনা।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর প্রকাশিত 'মানবপাচার প্রতিবেদন-২০২১' অনুসারে বাংলাদেশ আগের মতো এবারও দ্বিতীয় স্তরে (টায়ার-২) রয়ে গেছে। এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন বাংলাদেশের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ন্যূনতম মান পূরণ করতে পারেনি, যেমন– দোষীদের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করা, ক্ষতিগ্রস্তদের যত্ন নেওয়া, উচ্চ অভিবাসন ফি এবং নিয়োগকারীদের সাব-এজেন্টদের অবৈধভাবে কাজ করা, জোরপূর্বক কাজ করানো ও যৌনকর্মের উদ্দেশ্যে পাচার ইত্যাদি। যদিও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালিয়েও যাচ্ছে, তবু পাচার বন্ধ করার নিম্নতম মান পূরণ করতে পারছে না।

যেহেতু মানবপাচারকারীরা খুব শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মধ্যে কাজ করে এবং মানবপাচার কর্মের শিকড়টি খুবই গভীরে প্রোথিত, তাই বাংলাদেশ থেকে রাতারাতি তা দূর করা কঠিন। সরকার এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও মাঠ পর্যায়ে তার যথাযথ বাস্তবায়ন নেই বললেই চলে। এটা সত্য যে সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না পাওয়া গেলে একা সরকারের পক্ষে এটি নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব। জনগণের মধ্যে যথাযথ সচেতনতা সৃষ্টি করাই হচ্ছে মানবপাচার নিয়ন্ত্রণের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ ছাড়া অন্যান্য গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাগুলো হলো– ১. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের কর্মকা পর্যবেক্ষণ; ২. অবৈধ অভিবাসন পুরোপুরি বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ; ৩. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষার জন্য বিদ্যমান অসাম্যতা হ্রাস করার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; ৪. সব পাচারবিরোধী সংস্থার মধ্যে দৃঢ় সহযোগিতা গড়ে তোলা; ৫. পাচারবিরোধী পদক্ষেপের প্রতি সক্রিয় সমর্থন এবং সংকট নিরসনের পরিকল্পনার ওপর জোর দেওয়া; ৬. পাচারকারী, পাচার কাজের জন্য অপরাধী এবং তাদের সহযোগীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিতকরণ; ৭. পাচারবিরোধী উদ্যোগে নিয়োজিত বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ; ৮. পুনর্বাসনসহ ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ দেখভাল নিশ্চিত করা; ৯. আঞ্চলিক ভিত্তিতে পাচার প্রতিরোধ বিষয়ে একটি যৌথ সহযোগিতাকাঠামো গঠন; ১০. কভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন নতুন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পাচার প্রতিরোধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলো যে সক্ষমতা অর্জন করেছে তা মহামারি-পরবর্তী সময়েও প্রয়োজনে কাজে লাগানো; ১১. অনেক সময় রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো সম্ভাব্য অভিবাসীদের বিদেশে চাকরির নামে যেন পাচার না করতে পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং ১২. সরকারকে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আন্তঃসীমান্ত পাচার নিরসনের জন্য এবং সীমান্তে পাচার চিহ্নিতকরণ ও রোধে যৌথভাবে কাজ করবে।

আমি পাচার হওয়া বাংলাদেশি অভিবাসীদের গ্রেপ্তার, আটক বা বিচারের মুখোমুখি হওয়া সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমরা জানি, পাচার হওয়া বাংলাদেশিদেরও কর্মরত দেশের আদালত তাদের দিয়ে জোর করে করানো অবৈধ কার্যকলাপ বা অপরাধের জন্য বিচার করে থাকেন। ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইমস প্রতিরোধসংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে পাচার হওয়া কোনো ব্যক্তিকে বাধ্য হয়ে করা কোনো অপরাধ বা অবৈধ কর্মকা র জন্য গ্রেপ্তার করা, আটক রাখা, মামলা-মোকদ্দমায় জড়ানো, দ বা অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না। বিদেশে আমাদের দূতাবাসগুলোকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করতে হবে, যদিও মানবপাচারের শিকার হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রমাণ করা খুব সহজ কাজ হবে না।

সম্ভবত প্রতিবছর এই দিবসটি উদযাপন করার সময় আমরা মানবপাচারের শিকার হওয়া মানুষের জন্য অনেক চিন্তা-ভাবনা করি এবং প্রচার করি। তবে ওই উদ্যোগগুলোর ফলাফল ততটা আশা-জাগানিয়া বা সন্তোষজনক হয়ে ওঠে না। এর মূল কারণ হচ্ছে অন্যান্য আন্তর্জাতিক দিবসের মতো এটিও নানা বর্ণিল আয়োজন আর বক্তৃতার ফুলঝুরিতে পালিত হয়, মানবপাচার বন্ধের জন্য বিশ্বনেতাদের যে দৃঢ় অঙ্গীকার প্রয়োজন তা অনুপস্থিত থাকে। যাই হোক, চলমান করোনা সংকটকালে মানবপাচার প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের রক্ষা করা এবং বেঁচে থাকাদের ক্ষমতায়নের যৌথ প্রয়াসে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একত্র হয়ে কাজ করতে হবে। আশা করি ক্ষতিগ্রস্ত বেঁচে থাকা এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে আমাদের অব্যাহত সহযোগিতা, অভিযোজন এবং অঙ্গীকার আগামী দিনে আমাদের পাচারবিরোধী প্রচেষ্টাকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে পৌঁছে দেবে।

লেখক : সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

‘লেট কিউবা লিভ’

মুরশেদুল হাকিম (শুভ্র)

যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত কিউবার উপর অমানবিক অবরোধের বিরুদ্ধে এবং করনা মহামারীর সময় এই অবরোধ আরো জোরদার করার প্রতিবাদে প্রফেসর নোয়াম চমস্কি, কর্নেল ওয়েস্ট সহ যুক্তরাষ্ট্র এবং পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজিবী, অ্যাক্টিভিস্ট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে একটি খোলা চিঠি লিখেন এবং অবরোধ প্রত্যাহারের আবেদন জানান। গত ২৩ জুলাই নিউইয়র্ক টাইমস বিজ্ঞাপন আকারে তা প্রকাশ করেন। নীচে এই চিঠির অনুবাদ করার চেষ্টা করা হলো। আশাকরি পাঠকগণ ভুল ক্ষমা করবেন।

ডেয়ার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

এখন সময় এসেছে কিউবা-ইউএসএ সম্পর্ক নুতন ভাবে পরিচালনা করার।ট্রাম্প শাসন আমলে কিউবার বিরুদ্ধে যে নিষ্ঠুর পলিসি কিউবার জনগনের জন্য অনেক দুর্দশার কারন হয়েছিল, আমরা আমেরিকান জনগনের পক্ষ থেকে সেই সকল পলিসি প্রত্যাহারের জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাই।



কিউবা ১১ মিলিয়ন মানুষের দেশ এখন খাদ্য এবং ওষুধের সংকটে ভুগছে। সেখানে সাম্প্রতিক প্রতিবাদ বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে। যখন সারা পৃথিবীর জন্য কোভিড মোকাবেলা একটা বড় চ্যালেঞ্জ তখন কিউবার মত একটা ছোট দেশের জন্য অর্থনৈতিক অবরোধ কোভিড মোকাবেলার জন্য আরো অনেক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

আমরা মনে করি প্যান্ডেমিকের সময় কিউবার জনগনের জন্য আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিউটিশন ব্যাবহার করে দেশে টাকা পাঠানো (রেমিট্যান্স) বন্ধ করে দেয়া এক বিবেক বর্জিত পদক্ষেপ। কিউবার জনগনের জন্য এই রেমিট্যান্সের টাকা এই সময় জরুরী ওষুধ ও খাবার কেনার জন্য প্রয়োজন ছিলো।

ট্যুরিজম কিউবার অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা এখন প্যান্ডেমিকের কারনে বন্ধ রয়েছে, যে আয় তারা স্বাস্থখাতে, খাদ্য ব্যাবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে ব্যাবহার করতে পারতেন।

রেমিট্যান্স বন্ধ করা এবং ইউএস-কিউবা বাণিজ্যিক ফ্লাইট বন্ধ করা কিউবার জনগণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

আপনি জুলাই মাসের ১২ তারিখ বলেছিলেন- ‘উই স্ট্যান্ড উইথ দ্যা কিউবান পিপল’, তাই যদি হয় আমরা আপনাকে অনুরোধ করবো ট্র্যাম্পের ‘জবরদস্তিমূলক ২৪৩’ (Coercive measure 243) অবিলম্বে বাতিল কারুন।

কিউবাকে শীতল স্নায়ু যুদ্ধের শত্রু মনে করার কোন কারন নেই বরং কিউবাকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র মনে করে, ট্র্যাম্প যেভাবে প্রেসিডেন্ট ওবামার অনুসৃত মুক্ত পথ পরিহার করেছে সেই পথে না গিয়ে নুতন ভাবে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমরা আপনাকে আহবান জানাই।

গত ২৩ জুন জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত অবরোধ প্রত্যাহারের জন্য ভোট দিয়েছেন। গত ৩০ বছর ধরেই জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রের এবিষয়ে দৃঢ় অবস্থান ছিলো । এছাড়াও জাতিসংঘের সাত জন বিশেষ প্রতিনিধি অবরোধ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। তারা লিখেছেন- ‘এই প্যান্ডেমিক অবস্থায় অবরোধ প্রত্যাহার না হলে তা কিউবার জনগনের জন্য আরো বড় বিপর্যয় নিয়ে আসবে।’

আমরা আপনার কাছে অনুরোধ করবো, ট্রাম্প প্রদত্ত জবরদস্তিমূলক অবরোধ প্রত্যাহার করে, ওবামা অনুসৃত খোলা নীতি বাস্তবায়ন করা এবং আরো ভালো হবে যদি সকল অবরোধ প্রত্যাহার করে কিউবা-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়।

আটলান্টা, জর্জিয়া।

জুলাই ৩০, ২০২১

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন



DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S



DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

অন্যূন ১ মিলিয়ন বা সমমানের ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পার্টনার করতে পারেন।

সেসে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৮ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
- Tax Service
- Immigration
- Real Estate

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

আটলান্টিক সিটিতে 'বাংলাদেশ মেলা' যেন এক খন্ড বাংলাদেশ

(৩ পাতার পর)

কাউনটির শেরিফ এরিখ শেফলার, কাউন্সিলর আনজুম জিয়া, কাউন্সিলর জেসি কারটজ, আটলান্টিক কাউন্টির ডেমোক্র্যাট কমিটির চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান সহ আগামী নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী মূলধারার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও পদস্থ কর্মকর্তারা।

বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীর উপস্থিতিতে বিকেল সাড়ে ছয়টায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে মেলা'র শুভ উদ্বোধন করেন মো: ফজলুল কাদের। এসময় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জারসীর ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুর রফিক, সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা, বালাদেশ মেলার আহবায়ক গিয়াস উদদীন পাঠান, সদস্য সচিব মোঃ আইয়ুব সহ এসোসিয়েশনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ মেলায় আয়োজক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মামুন মোস্তফা সহ বিগত সময়ে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

মেলার বিভিন্ন পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন আবদুর রফিক, জহিরুল ইসলাম বাবুল, মোঃ জাকিরুল ইসলাম খোকা, গিয়াস উদদীন পাঠান, মো: আইয়ুব, তাহের ভূঁইয়া, মো: দিদার, কুতুবউদদীন এমরান, মনিরুজ-জামান, আবদুর রহিম, কাজী লিটন, মো: বেলাল, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী প্রমুখ।

মেলায় বিভিন্ন স্টলে দেশীয় পণ্য ও খাবারের স্টলগুলোতে বিকিকিনি ছিল লক্ষ্যণীয়। মেলার অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন প্রবাসের জনপ্রিয় উপস্থাপক আশরাফুল হাসান বুলবুল।

বাংলাদেশ মেলার ব্যতিক্রমী আয়োজন ছিল 'এলইডি রোবট' এর মনোজ্ঞ পরিবেশনা। মেলার দর্শকেরা তাদের সাথে নেচে গেয়ে আনন্দ উপভোগ করে। র‍্যাফেল ড্র'র মাধ্যমে বাংলাদেশ মেলার সমাপ্তি ঘটে।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে ফরিদ আলমের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। সিটিজেনশীপ লাভের অপেক্ষায় আছি বাংলাদেশে আমার পরিবার বসবাস করছে। আমি বেশ কয়েক বছর যাবত এদেশে বসবাস করলেও ইমিগ্রেশন বিষয়ে তেমন কিচুই জানিনা। যেমন আমার নাগরিকত্ব লাভের বিষয়ে বর্তমান পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশে আমার পরিবারের সদস্যদের এদেশে আনা।

আমি ইমিগ্রেশন বিসয়ে বিশেষ করে নাগরিকত্ব লাভের প্রক্রিয়া এবং তার সুবিধা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য আপনার কাছে জানতে আগ্রহী। আশা করি উত্তর পাব।

ফরিদ আলমে প্রশ্নের উত্তরঃ

আমরা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আপনাদের অবগতির জন্যে ইমিগ্রেশনের বর্তমান অবস্থা ও করণীয় সম্পর্কে লিখে থাকি। আজ আপনার জানতে চাওয়া প্রেক্ষিতে ইউএস সিটিজেনশীপ লাভের প্রক্রিয়া ও প্রয়োজন সম্পর্কে লিখছি।

একজন মানুষের ইউএস এর নাগরিকত্ব লাভ তাকে অনেক অধিকার প্রদান করে। এসব অধিকারের মাধ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ও ফেডারেল নির্বাচনে ভোট দেয়ার অধিকার। পরিবারের সদস্যদের এদেশে নিয়ে আসার জন্যে আবেদন করার অধিকার এবং এদেশের বাইরে গিয়ে অবস্থান করে আবার ফিরে আসার অধিকার।

ন্যাচারাইলাইজেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আগত পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের নাগরিকত্ব দান করা হয়। তবে কতিপয় ক্ষেত্রে এদেশে বাইরে জন্মগ্রহনকাররিা ন্যাচারালাইজেশন পক্রিয়া চাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে। যেমন অভিভাসনদের কোন একজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগিরকত্ব লাভ করলে এদেশের বাইরে জন্ম গ্রহণকারী তাদের সন্তান বিনা পরীক্ষায় এদেশের নাগরিকত্ব পাবে।

ন্যাচারাইজেশনের মাধ্যমে নাগকিত্ব লাভ সম্পর্কে কিছু জানা যাক।

ইমিগ্রেশন এন্ড ন্যাচারালাইজেশন এক্টের অধীনে (আইএনএ) যুক্তরাষ্ট্রে নগরিকত্ব লাভের জন্যে প্রয়োজনী শর্তাবকলী হচ্ছেঃ

আবেদন করার সময় আবেদনকারির বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে, আবেদনকারীকে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, কমপক্ষে ৫ বছরের গ্রিনকার্ডধারী হতে হবে। অবশ্য স্বামী অথবা স্ত্রীর মধ্যে কেউ একজন আমেরিকান নাগরিক হলে সেক্ষেত্রে ৩ বছর হলেও চলবে, পড়তে, লিখতে এবং প্রাথমিক ইংরেজি বলার দক্ষতা থাকতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং তার ইতিহাস, ভূগোল এবং অন্যান্য বিষয়ে অবশ্যই পরীক্ষা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে আমেরিকার নাগরিকত হওয়ার জন্য সকল ন্যাচ-ারালাইজেশন আবেদনকারীকে অবশ্য উপরের শতার্বীবলী পূলণ করতে হবে। অবশ্যই ইউএস সিলেটকটিভ সার্ভিস বা ব্যতিক্রমী কোন বিবেচনায় শর্ত শিথিল হতে পারে।

ন্যাচারালাইজেশন প্রক্রিয়াঃ

ন্যাচারালাইজেশনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির প্রক্রিয়া শুরু হয় নাগকিরত্ব লাভের জন্য এন-৪০০ পুরণ করার পর থেকে। আবেদনকারীকে সাক্ষাতকারের জন্যে নির্দিষ্ট তারিখে হাজির হয়ে ইংরেজি ও সিভিক জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হয়।



ইউএস ন্যাচারালাইজেশন টেস্টের ২টি পর্বঃ

একটি নাগরিকত্ব জ্ঞান পর্ব এবং অন্যটি ইংরেজি কেউ যদি ২০২০ এর ১ মার্চেও বা তার পরে এবং ২০২১ এর ১ মার্চের অযোগ্য ন্যাচারালাইজেশনের জন্য আবেদন করেন তবে যেদিন তার ইউসে ন্যাচারালাইজেশন টেস্টের তারিখ হবে তার ভিত্তিতে প্রার্থীর নাগরিকত্ব জ্ঞানের পরীক্ষা নির্ধারিত হবে।

ঐদিন কারও ন্যাচরালাইজেশন টেস্টেও তারিখ ২০২১ এর ১৯ এপ্রিলের আগে হয় তবে প্রার্থী নিজে নির্বাচন করতে পারবেন ২০২০ এর সিভিক টেস্ট ভার্সন অথবা ২০০৮ এর টেস্ট ভার্সন কোনায় তিনি পরীকষা দেবেন। তবে ২০০৮ এর ভার্সন অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে হবে।

ন্যাচারালাইজেশন সাক্ষাতকারকালে ইউএসসিসআইএস অফিসার তার আবেদনপত্র এবং ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।

ইংরেজি টেস্টে ব্যতিক্রমঃ

কয়েকটি ক্ষেত্রে ইংরেজি ও সিভিক পরীক্ষার শর্ত পরিবর্তন হতে পারে। ইংরেজি টেস্ট মওকুফ হতে পারে (১) যদি কারো বয়স ৫০ উর্ধ হয় এবং গ্রিনকার্ডের বয়স যদি কমপক্ষে ২০ বছর হয় অথবা (২) যদি প্রার্থীর বয়স ৫৫ বছর হয় এব গ্রিনকার্ডের বয়স ১৫ বছর হয়। কারও বয়স যদি ৬৫ বছর হয় এবং গ্রিনকার্ডের বয়স যদি ২৫ বছর হয় তবে তার জন্য সহজ টেস্ট হবে। ইংরেজি ও সিভিক টেস্ট মওকুফের জন্য মেডিকেল অক্ষমতার আবেদন অবশ্যই একজন চিকিৎসকে আবেদনকারীর পক্ষে এন-৬৪৮ ফর্ম পুরণ করতে হবে। এন-৬৪৮ ব্যতিত এন-৪০০ ফাইল করা যাবে না। সম্প্রতি ইউএসসিসআইএস তার বিধি সংশোধন করেছে এন-৬৪৮ অবশ্যই এন-৪০০ কয়েকটি ক্ষেত্রে ইংরেজি ও সিভিক পরীক্ষা শর্ত পরিবর্তন হতে পারে। সঙ্গে ফাইল করতে হবে। বিলম্বে আবেদন করার জন্য ইউএসসিআইএস প্রায়শ আবেদন গ্রহণ করে না। বিলম্বে আবেদনের জন্য সঙ্গত কারণে হতে পাওে যে এন-৪০০ ফাইল করার সময় পর্যন্ত এন-৬৪৮ ফর্ম পাওয়া না যাওয়া।

সাক্ষাতকারে এন-৬৪৮ গ্রহণ না করা হলে কী হবে?

এন ৬৪৮ গৃহিত না হলে প্রার্থীকে ইংরেজিতে পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করতে হবে। প্রার্থীকে টেস্টে সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে। এতে পাশ না করলেও পরে তাকে একটি ইন্টারভিউ এর সুযোগ দেয়া হবে।

ঐাহোক আপনিতো একজন গ্রিনকার্ডধারী। কিন্তু আপনার সম্পর্কে কিছু লিখতে বা পরামর্ম দিতে হলে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু তথ্য জানা দরকার। না হলে সঠিক পরামর্শ দেয়া সম্ভব নয়।

আমরা জানি একজন গ্রিনকার্ডদারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন। আর একজন ইউএস সিটিজেন তার স্পাউস বিবাহিত এবং অবিব-াহিত সন্তান, মা-বাবা এবং ভাইবোনের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

ভিওএ বাংলা বেতার সম্প্রচার বন্ধ আত্মশ্লাঘা বৈ ভিন্ন কিছু নয়

মোহাম্মদ আলী বোখারী

চলতি বছরের ১৩ জুলাই এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ভয়েস অব আমেরিকা (ভিওএ) বিশ্বের সপ্তম শীর্ষ ভাষায় ৬৩ বছর বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের জনগণের জন্য সম্প্রচারিত বাংলা বেতার বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে এবং একই সঙ্গে আশ্বাস দিয়ে বলেছে সপ্তাহে ১ কোটি ৬০ লাখ দর্শক-শ্রোতা তাদের টেলিভিশন ও সামাজিক মাধ্যমের উপর যথেচ্ছভাবে ঝুঁকে পড়ায় তারই বিস্তৃতি তারা ঘটাতে চায়। এতে সমর্থনপূর্ণভাবে যথাক্রমে অ্যাকটিং ভিওএ প্রোগ্রামিং ডিরেক্টর জন লিপম্যান ও অ্যাকটিং ভিওএ বাংলা সার্ভিস চিফ শতরূপা বড়ুয়ার বক্তব্যটিও তুলে ধরা হয়েছে।

তথাপি বাস্তবতার নিরিখে ওই দৃষ্টিভঙ্গী ও বক্তব্যের সত্যতা বা যৌক্তিকতা কতখানি তা-ই বিবেচ্য? বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র কারিগরি উন্মেষ ঘটায়, বিশেষ করে ইন্টারনেটের বদৌলতে অ্যাপ ও স্মার্টফোন চালু হওয়া সত্ত্বেও রেডিও তার অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে, কেননা তা কেবল ঘোষক, সংবাদ ও সঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ নয়। এটা অনুপূরক পার্শ্বচর এবং শ্রোতার আবেগ তাতে অঙ্গীভূত। পাশাপাশি রেডিও সম্প্রচার সীমানা ছাড়িয়ে সমসাময়িক তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করে এবং যেখানে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ বা তথ্যের অভাব রয়েছে, তা পূরণ করে। কার্যত যখন মোবাইল নেটওয়ার্ক উপর্যুপরি চাপে বিকল হয় অথবা ফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হয়, তখন রেডিও বারংবার তার মহীমাকে জরুরি পরিস্থিতিতে জাগরুক করেছে। এমনকী বিদ্যুৎ যখন থাকে না, তখন অধিকাংশ রেডিও ব্যাটারি চালিত অবস্থায় হাতের ছোঁয়ায় সচল হয়ে ওঠে। সে কারণে তা শুধু জরুরি ঘোষণা শোনা কিংবা বিপর্যয়কালীন সংযোগ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত নয়। গুরুত্বপূর্ণভাবে রেডিও ব্যবহার সহজ, তা জীবন্ত এবং মানবিক। এক শতকের উপরে রেডিও বেঁচে আছে এবং তা সহজ গণমাধ্যম হিসেবে বিস্তৃত হয়েছে। ঘুম থেকে উঠে, গোসল সেরে, গাড়ীতে বসে মানুষ রেডিও শোনে- সেই বাস্তবতাটি দ্রুত ধাবমান বিশ্বে এবং ভারত ও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের রোজকার চিত্রে দৃশ্যমান।

ওই প্রেক্ষাপটে আজকের সামাজিক মাধ্যমের দুনিয়ায় ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশন যেখানে জাতি, গোত্র, বয়স বা রাজনৈতিক সংযোগ সাধনে উন্মুখ ব্যবহারকারীদের একীভূত করে, সেখানে স্বভাবতই তা সৃষ্টি, পারস্পরিক বিনিময় ও অংশগ্রহণেও উদ্বুদ্ধ করে। এসব সত্ত্বেও চমকপ্রদভাবে তিনটি জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম, যেমন- ফেসবুক, টুইটার ও ইনস্টাগ্রামের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রভূত বিতর্ক ও দ্বিধা বিদ্যমান।

এক্ষেত্রে পিউ রিসার্চ সেন্টার ২০২০ সালের ১৬ থেকে ২২ জুন পর্যন্ত সময়ে প্রাপ্ত বয়স্ক আমেরিকান নাগরিকদের উপর পরিচালিত এক জরিপে বলেছে যে, 'বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপি বিক্ষোভ থেকে শুরু করে ২০২০ সালের নির্বাচন অবধি কিছু আমেরিকান জনগোষ্ঠি সমর্থন জ্ঞাপনের আকাঙ্খায় সামাজিক মাধ্যমের প্ল্যাটফর্মকে জনমত গঠনে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতা জাতি, গোত্র, বয়স ও দলীয় অবস্থান বিবেচনায় ভিন্নতর পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়েছে। ওই জরিপে যে সকল প্ল্যাটফর্মে আমেরিকান জনগোষ্ঠি সম্পৃক্ত হয়েছেন, তাদের চারটি প্রশ্ন করা হয়েছে। তাতে সামাজিক মাধ্যমের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৬ শতাংশ ফেসবুক ও টুইটার ব্যবহারসহ অপরাপররা পূর্ববর্তী মাসে ছবি পোস্ট করে তাদের সমর্থন জ্ঞাপন, ৩৫ শতাংশ নিজ এলাকায় বিক্ষোভপূর্ণ র‍্যালির সংবাদ অবলোকন এবং ৩২ শতাংশ গুরুত্বারোপ করে অন্যদের বিক্ষোভে অংশ নিতে উৎসাহিত করেছেন। এছাড়া ক্ষুদ্র একটি অংশ অর্থাৎ ১৮ শতাংশ একই সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুতে হ্যাসট্যাগ ব্যবহার করেছেন।'

আর সেগুলো মনে রেখে সম্প্রতি আমি অ্যাকটিং ভিওএ প্রোগ্রামিং ডিরেক্টর জন লিপম্যানকে এক প্রত্যুত্তরপূর্ণ ইমেইলে সুনির্দিষ্ট পাঁচটি প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু তিনি তার কোনো উত্তর দেননি। এই পরিণতিটি তখনই ঘটেছে যখন একযোগে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের পত্রিকায় নিজের বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত 'কীসের যৌক্তিকতায় বন্ধ হচ্ছে ভিওএ বাংলা বেতার সম্প্রচার?' নিবন্ধটি তাকে ছাড়াও উচ্চপদস্থ ভিওএ কর্মকর্তাকে ইমেইলে এবং শুধুমাত্র ইংরেজিটি টুইটারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ভিওএ-কে অর্থায়নে নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের চারজন প্রতিনিধিকে টুইটারে ট্যাগ করেছিলাম এবং ফলশ্রুতিতে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি ইমেইল পাঠান।

অনেকে ভাবতে পারেন জন লিপম্যানের সেই স্বতঃপ্রণোদিত ইমেইলের উত্তরে আমার কী জিজ্ঞাস্য ছিল? মনে হয় প্রশ্ন করা হবে এমনটা তিনি ভাবেননি, কেননা তিনি লিখেছেন, 'আমাদের গবেষণায় ওই অঞ্চলের রেডিও শ্রোতা, বিশেষ করে মিডিয়াম ওয়েভ ও শর্টওয়েভের সংখ্যা দ্রুত কমেছে, সেটা প্রতিভাত। অপরপক্ষে, নাটকীয়ভাবে টেলিভিশন ও ওয়েবের দর্শক-শ্রোতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিওএ বাংলাদেশের জন্য তার বেতার সম্প্রচার বন্ধ করেছে, যাতে জ্ঞাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্ল্যাটফর্ম খাতের জন্যই আমরা ব্যয় করি। এখন যখন যথার্থ অর্থে ওয়াশিংটনে নেতৃত্বের পাশাপাশি ওই অঞ্চলের সংবাদদাতাদের পরিবর্তন ঘটেছে এবং বেতার সম্প্রচার বন্ধ করা হয়েছে, তাতে আমাদের প্রয়োজনটিও পাল্টে গেছে। তাদের বিদায় ঘন্টা পুরোপুরি চুক্তিমাফিকই ঘটেছে।'

এতে 'নেতৃত্ব' ও 'নাটকীয় পরিবর্তন'-এর প্রকৃত কারণের পাশাপাশি আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'যদি ওই অঞ্চলে মিডিয়াম ও শর্টওয়েভের রেডিও-র শ্রোতা সংখ্যা দ্রুত কমে থাকে, তা হলে কোন উপযোগিতা বা যুক্তিতে একই বাংলা বিভাগ থেকে রোহিঙ্গা ভাষায় বেতার সম্প্রচার চালু করা হলো, এবং কেন-ইবা অপর আঞ্চলিক ভাষা চালু থাকছে?' একইভাবে অপর প্রশ্ন ছিল, 'টেলিভিশন ও ওয়েবে বৃদ্ধি পাওয়া ওই শ্রোতা সংখ্যাটি কী প্রকৃত, বিশেষত সামাজিক মাধ্যমে অথবা সেই কমে যাওয়ার কারণটি বাংলা সংবাদ ও তথ্য প্রদান শ্রোতাদের চাহিদা মাফিক হয়নি বলে ঘটেছে, যখন এক সময় সেই শ্রোতারাই উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতো, নাকি 'কয়েক ডজন অভ্যন্তরীন টেলিভিশন ও রেডিও' সেই চাহিদাটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির ভাষায় 'প্রতিযোগিতায়' টিকতে না পেরে ব্যর্থ হয়েছে?'

আমি এখন বুঝতে পেরেছি, অ্যাকটিং ভিওএ প্রোগ্রামিং ডিরেক্টর জন লিপম্যান ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেননি কেন; কারণ তিনি জানেন একমাত্র সামাজিক মাধ্যমের দাবিকৃত 'গত বছর টুইটার অ্যাকাউন্টে ৫৪ শতাংশ সম্পৃক্তির উদয় এবং একই সময়ে ইনস্টাগ্রামে ভিডিও দর্শক ২৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া' মোটেও নির্ভেজাল সত্য নয়। সেটি যাচাইয়ে যে কেউ ভিওএ বাংলার ওয়েবসাইটে গিয়ে পুরোটা পরখ করে দেখতে পারেন।

প্রথমত, কৃচ্ছতা সাধনের লক্ষ্যে ওয়েব ইন্টারফেসটি নিম্নমানের করা হয়েছে, অপ্রয়োজনীয় সংবাদের সন্নিবেশ রয়েছে এবং হীনমন্যতায় বাংলা বিভাগের ইতিহাস অসংলগ্ন তথ্য ও ক্ষুদ্র একটি ফ্যাকাশে ছবিতে দৃশ্যমান।

দ্বিতীয়ত, ওই ওয়েবসাইট থেকে ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, আরএসএস (রিয়্যালি সিম্পল সিন্ডিকেশন বা রিচ সাইট সামারি) ফিড ও পড্‌কাস্টে গিয়ে প্রদত্ত পোস্টের পাশাপাশি কতজন তাতে লাইক বা শেয়ার করেছেন, সেটিও দেখা যাবে, বিশেষত ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউব পোস্টগুলো; যদিও নিজে থেকে ইনস্টাগ্রামটি খুঁজে বের করতে হবে।

তৃতীয়ত, 'আমাদের সম্পর্কে যা লেখা রয়েছে ওই বিবেচনায় কতটা অধস্তনে ভিওএ বাংলার ওয়েবসাইটকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাও প্রতিফলিত?

অতএব, অনস্বীকার্যভাবে সংযোগ মাধ্যম হিসেবে আধুনিক সমাজে রেডিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় 'মতামত' সঞ্চার করে, যেখানে তথ্য উন্নয়নের অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত, বিশেষত উৎসুক্য অনুসন্ধান, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন, কর্মসংস্থান ও ব্যবসায়িক অগ্রগতি, যা কখনোই ব্যয়সঙ্কোচনপূর্ণ একক সামাজিক মাধ্যমের আত্মশ্লাগাপূর্ণ নির্ভরশীলতায় অর্জন অসম্ভব। এতে পরিণতিটি হচ্ছে, বড় আকারের সামাজিক মাধ্যমের প্রত্যাশায় বেতার সম্প্রচারকরা স্বপ্নের শিখরে আহরণ করতে পারেন বটে, কিন্তু কার্যকর মতামত সঞ্চার আত্মশ্লাগায় থাকে ফানুশের মতো শুধুই ফাঁপা।

টরন্টো, কানাডা।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনৃক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

প্রভাবশালীদের উপড় মহা প্রভাবশালী আছেন

জাফর আহমাদ

অহংকারী মনে করে তার ওপর জোর খাটাবার কেহ নাই। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,"সে মনে করে রেখেছে, তার ওপর জোর খাটাতে পারবে না।"(সুরা আল বালাদঃ ৫) অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর ঘেরাওয়ের মধ্যে অবস্থান করে। শুধুমাত্র অহংকারীরা মনে করে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বি। দুনিয়ায় সে যা ইচ্ছা করে যাবে, তাকে পাকড়াও করার ও তার মাথা নীচু করাবার মতো কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নেই। অথচ আখেরাত আসার আগে এই দুনিয়াতেই সে প্রতি মুহূর্তে দেখছে, তার তাকদীরের ওপর অন্য একজনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তার সিদ্ধান্তের সামনে তার নিজের সকল জারিজুরি, কলা-কৌশল পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ভূমিকম্পের একটি ধাক্কা, ঘূর্ণিঝড়ের একটি আঘাত এবং নদী-সাগরের একটি জলোচ্ছ্বাস তাকে এ কথা বলে দেবার জন্য যতেষ্ট যে, আল্লাহর শক্তির তুলনায় সে কতটুকু ক্ষমতা রাখে। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা একজন সুস্থ সবল সক্ষম মানুষকে মহূর্তের মধ্যে পংগু করে দিয়ে যায়। ভাগ্যের একটি পরিবর্তন একটি প্রবল পরাক্রান্ত বিপুল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিকে আকাশ থেকে পাতালে নিক্ষেপ করে। উন্নতির উচ্চতর শিখরে অবস্থানকারী জাতিদের ভাগ্য যখন পরিবর্তিত হয় তখন এই দুনিয়ায় যেখানে তাদের চোখে চোখ মেলাবার হিম্মত কারোর ছিল না সেখানে তারা লাঞ্ছিত ও পদদলিত হয়। এ সমস্ত মানুষদের মাথায় কেমন করে একথা স্থান পেলো যে, তার ওপর জোর খাটবে না।

এরা কি জানে না, প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী অপ্রতিদ্বন্দ্বী নমরুদ জুতার বাড়ি খেতে খেতে তার দুনিয়ার লীলা সাঙ্গ হয়েছিল। তারা এ-ও জানে না যে, সেই ল্যাংড়া মশা আজও আছে এবং মশার মালিকও আছেন। এটা সময়ের কোন না কোন নমরুদের নাকের পথ ধরে কখন যে তাদের মস্তিস্কে ঢুকে পড়ে এবং তাদের অহমিকাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। মুসা আ: বনাম ফিরাউনের সেই নীলনদ আছে, পৃথিবীর দেশে দেশে আরো কত শত নীল নদের মতোই নদ-নদী-সাগর রয়েছে আধুনিক কালের ফিরাউনদের জন্য। কিভাবে কখন যে কার সলিল সমাধি ঘটে কেউ জানে না। করোনা ভাইরাস আধুনিক কালের নমরুদ ও ফিরাউনদের ভ্রষ্টনীতি ও বিভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্তের কুফল হতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন। তবে পৃথিবীর ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ইতিহাস স্বাক্ষী যে, জুলুম ও ক্ষমতার গর্বই ছিল তাদের ধ্বংসের মুল কারণ। এই অহংকারীদের অনেকেই ধন-সম্পদের গর্বে মত্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"সে বলে, আমি প্রচুর ধন সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি।"(বালাদ:৬) তারা ধন সম্পদের প্রাচুর্যে কি পরিমাণ গর্বিত। বিভিন্ন আজে বাজে কাজে সম্পদ ব্যয় করে একমাত্র নিজেদের ধনাঢ্যতার প্রদর্শনী এবং নিজের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য। দুর-দুরান্তে এ কথা ছড়িয়ে পড়বে যে, অমুক ধনীর দানশীলতার তুলনা নেই। এগুলো জাহেলিয়াতের সম্পদশালীদের কর্মনীতির সাথে হুবহু মিল রয়েছে।

গর্ব-অহংকার মূলত শয়তানের বৈশিষ্ট্য। সুরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম ঃ আদমকে সেজদা কর। সকলেই সেজদা করলো। কেবল ইবলিশ করলো না। সে অস্বীকার ও অহংকার করলো। সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" সুরা আরাফে বলা হয়েছেঃ ইবলিশ বললো "আমি তার চেয়ে উত্তম, আপনি আমাকে আগুন থেকে এবং তাকে (আদমকে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" অর্থাৎ তার মধ্যে বর্ণবাদের অহংকার ও বিদ্বেষ দাঁনা বেধে উঠেছিল। ফলে সে-ই পৃথিবীর প্রথম নিকৃষ্ট কীট, যে আল্লাহর আদেশকে অমান্য করলো এবং তাঁর লানত নিয়ে কিয়ামত তক্ তাকে বেঁচে থাকতে হবে। যুগে যুগে এ তাগুতের অনুসারীরাই অহংকারী ছিল। এদের কেউ কেউ ক্ষমতার দাপটে, কেউ বা আবার ধন-দৌলতের আধিক্যে অহংকারী ছিল। এদের মধ্যে ফিরাউন ও কারুন অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা এ সব অহংকারীদের ধ্বংস করে দেন। এ ছাড়াও আল কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ধ্বংসের কারন সমুহের মধ্যে অহংকার একটি অন্যতম কারণ ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের ওপর আমার আযাব অকস্মাত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাতের বেলায় অথবা দিনের বেলা যখন তারা বিশ্রামরত ছিল। আর যখন আমার আযাব তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল তখন তাদের মুখে এ ছাড়া আর কোন কথাই ছিল না যে, 'সত্যিই আমরা জালেম ছিলাম'।"(সুরা আল আরাফ ৪-৫)

কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য আয়াতে গর্ব-অহংকারের ভয়াবহ পরিণাম ও পরিণতির কথা বিবৃত হয়েছে এবং অত্যন্ত কঠিণ ভাষায় হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ইমাম আয্যাহাবী (রহঃ) তাঁর 'কিতাবুল কাবায়ির' এ এটিকে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অহংকার শুধুমাত্র একটি কবীরা গুনাহই নয় বরং এটি আরো অনেক কবীরা গুনাহের জন্মদাতা। কারণ এটি মানুষকে সত্য উপলব্ধিতে বাঁধা দেয় এবং তাদেরকে অন্ধকারের যাত্রী বানায়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ" এক ইলাহই তোমাদের আল্লাহ। কিন্তু যারা আখেরাত মানে না তাদের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তারা অহংকারে ডুবে গেছে।"(সুরা নাহলঃ২২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ" কোন প্রকার অধিকার ছাড়াই যারা পৃথিবীতে অহংকার করে বেড়ায়, শীঘ্রই আমার নিদর্শনসমুহ থেকে আমি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবো। তারা আমার কোন নিদর্শন দেখলেও তার প্রতি ঈমান আনবে না। তাদের সামনে যদি সোজা পথ এসে যায় তাহলেও তারা তা গ্রহণ করবে না। আর যদি বাঁকা পথ দেখতে পায় তাহলে তার ওপর চলতে আরম্ভ করবে।"(সুরা আ'রাফঃ১৪৬)

অহংকারী সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য হাদীসও রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:"অহংকারী স্বৈরাচারীদেরকে কিয়ামতের দিন ক্ষুদ্র কণার আকৃতিতে ওঠানো হবে। লোকেরা তাদেরকে পায়ের তলায় পিষ্ট করবে এবং চারদিক থেকে তাদের ওপর কেবল লাঞ্ছনা ও অপমানই আসতে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামের বোলাস নামক কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে।

অহংকার মানে নিজেকে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ট জ্ঞান করা, অন্যদেরকে নিজের তুলনা ক্ষুদ্র ও অধম জ্ঞান করতঃ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে ঔদ্যত প্রকাশ করে তাঁর অবাধ্য হওয়া ও আদেশ অমান্য করা-এ সবই অহংকারের লক্ষণ ও তার আওতাভুক্ত। (কবীরা গুনাহ-ইমাম আয্ যাহাবী রহঃ) অহংকার গোপন ও প্রকাশ্য দুই ধরনের হয়ে থাকে। গোপণ অহংকার মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় আর প্রকাশ্য অহংকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশ পায়। গোপন অহংকারী নিজেকে অন্য সব অহংকারী চেয়েও নিজেকে বড় মনে করে। এটা তার ধারণায় বদ্ধমুল হয়, অবশেষে এটি তার বিশ্বাসে পরিণত হয়। ফলে নিজেকে খুব সম্মানিত মনে করে এবং এক সময় তা তার বাস্তব চরিত্রে প্রকাশ পেতে শুরু করে। গোপণ অহংকার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, তাদের কাছে আসা যুক্তি প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনসমুহের ব্যাপারে ঝগড়া করছে তাদের অন্তর অহংকারে ভরা। কিন্তু তারা যে বড়ত্বের অহংকার করে তারা তার ধারেও ঘেঁষতে পারবে না।"(সুরা মু-মিনঃ৫৬) এদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "এ ভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীর অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন।" (সুরা মুমিনঃ৩৫) প্রকাশ্য অহংকারের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "অহংকার বশতঃ তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং যমীনে গর্বসহকারে পদচারনা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন অহংকারীকে পছন্দ করেন না। চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর।"(সুরা লোকমানঃ১৮-১৯) "পৃথিবীতে দাম্ভিকতা সহকারে চল না। নিশ্চয়ই তুমি পদঘাতে ভূপৃষ্ঠ বিদির্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না। এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দ কাজ, সেগুলো তোমার রবের কাছে অপছন্দনীয়।"(বণী ইসরাঈলঃ৩৭-৩৮)

অহংকারীর শাস্তি সম্পর্কে উল্লেখিত আয়াত ছাড়াও আরো একাধিক আয়াতে কঠিণ বর্ণনা রয়েছে। অহংকারী সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য হাদীসও রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:"অহংকারী স্বৈরাচারীদেরকে কিয়ামতের দিন ক্ষুদ্র কণার আকৃতিতে ওঠানো হবে। লোকেরা তাদেরকে পায়ের তলায় পিষ্ট করবে এবং চারদিক থেকে তাদের ওপর কেবল লাঞ্ছনা ও অপমানই আসতে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামের বোলাস নামক কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের মাথার ওপর আগুন জ্বলতে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামবাসীর মলমুত্র, ঘাম, কাশি ইত্যাদি খেতে দেয়া হবে।" (সুনানে নাসায়ী, জামে আত তিরমিযি) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন ঃ "যার অন্তরে কণা পরিমাণও অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহ মুসলিম)

এ অহংকারই আজ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রবেশ করেছে। যথা বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ, জাতীয়তা ও সম্পদের প্রাচুর্য্যের ওপর ভর করে অহংকার আমাদের মাতিয়ে তুলেছে। যদিও এগুলো আল্লাহরই সৃষ্টি। তথাপি এ গুলো কোন মর্যাদার মানদণ্ড বা মাপকাঠি নয়। বরং এগুলো আল্লাহ দিয়েছেন যাতে মানুষ পরস্পরকে চিনতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন ও খবর রাখেন।" (সুরা আল হুজরাত-১৩)

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

টোকিও অলিম্পিক কোনো বিকিনি শোকেস নয়

আনুশে হোসেন

নারী ক্রীড়াবিদদের ইউনিটার্ড (স্ট্রেচেবল ফ্যাব্রিকের টাইট-ফিটিং পোশাক, যা গলা থেকে হাঁটু বা পা পর্যন্ত শরীরকে ঢেকে রাখে) ও হিজাব পরতে দেওয়া হোক। একজন আমেরিকান অশ্বেতাঙ্গ মুসলিম নারী হিসেবে আমি অবাক হয়েছি :কেন আমরা সাদা নারীদের কভার করার অধিকারকে সমর্থন করি অথচ কৃষ্ণাঙ্গ বা বাদামি বর্ণের নারীদের ব্যাপারে একই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করি না? অলিম্পিক খেলাধুলার বিষয়, তাহলে নারী অ্যাথলেটেরা কী পরছেন তা নিয়ে কেন আমরা কথা বলছি? সম্প্রতি টোকিও অলিম্পিকে নিজেদের পোশাকে বড় পরিবর্তন এনেছে জার্মান নারী জিমন্যাস্ট দল। 'যৌন আবেদনময়', চিরায়ত পোশাকের বদলে তারা পরেছেন অন্য রকম ডিজাইনের পোশাক। জিমন্যাস্টসরা যেমন বিকিনির মতো

পোশাক পরেন, সেটির বদলে তাদের গায়ে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঢাকা পোশাক। এই ঘটনার আগের দিন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে নরওয়ের নারীদের বিচ হ্যান্ডবল দল স্পোর্টস বিকিনি বটমের পরিবর্তে শর্টস পরে বুলগেরিয়ার মাঠে নেমেছিলেন। আর সেই কারণেই মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হয় তাদের। আর তার পরের দিন টোকিও অলিম্পিকে নিজেদের পোশাকে বড় পরিবর্তন আনে জার্মান নারী জিমন্যাস্ট দল। জার্মান জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশন চায় না, নারী দলের খেলার পোশাকে কোনো ধরনের 'যৌন আবেদনময়তা' থাকুক।

টোকিওর জার্মান দল, যার মধ্যে অলিম্পিক অভিজ্ঞ এলিজাবেথ সেয়েজ, কিম বুয় ও পাউলিন শ্যাফার-বেটজ এবং প্রথম টাইমার সারা ভস অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, ২৫ জুলাইয়ের প্রাথমিক রাউন্ডের খেলায় পায়ের ও হাতের লম্বা ইউনিটার্ড পোশাক পরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, অলিম্পিক ফাইনালে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে যে দলগুলো এগিয়ে আছে তার মধ্যে জার্মান নারী জিমন্যাস্ট দল অন্যতম।

হিজাবসহ খেলায় অংশ নেওয়ার অধিকার



এলিজাবেথ সেয়েজ সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা দেখাতে চেয়েছিলাম যে প্রত্যেক নারীর, প্রত্যেক মানুষেরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে সে কী পরবে।' সেয়েজ সাংবাদিককে আরো বলেন, 'এর অর্থ এই নয়, আমরা স্বাভাবিক লিওটার্ড(আটোসাটো, কিন্তু গোটা শরীরের পোষাক)আর পরতে চাই না। খেলাটিকে কীভাবে আমরা অনুভব করছি এবং আমরা আসলে কী পরতে চাই– তার ভিত্তিতেই পোশাক পরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এবং আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সেই সিদ্ধান্ত প্রতিটি দিন আলাদা হতে পারে। প্রতিযোগিতার দিনও আমরা কী পরব সেই সিদ্ধান্ত আমরাই নেব।'

সেয়েজ তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টেও এ ব্যাপারে কথা চালিয়ে গেছেন। সেখানে লিখেছেন, যদি কোনো অ্যাথলেট স্বাভাবিক অ্যাথলেট পোশাকে অস্বস্তি বা যৌনতার গন্ধ খুঁজে পান, আমাদের নতুন সুটগুলির মাধ্যমে তাদের জন্য নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা হয়েছে।

এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমন কিছু নারী খেলোয়াড় রয়েছেন, যারা তাদের অলিম্পিক ইউনিফর্ম নিয়েই খুশি আছেন, তারা নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করতে চান তেমনভাবেই নিজেকে প্রকাশ করেন। উদাহরণস্বরূপ ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকের একটি ঘটনা বলা যায়। সেখানে সৈকত ভলিবলের নারী খেলোয়াড়দের কাছে শর্টস ও স্লিভড টপস পরার বিকল্প ছিল, কিন্তু বেশির ভাগ নারী খেলোয়াড়ই বিকিনি বটম পরে খেলতে পছন্দ করেছিলেন।

বিশ্বব্যাপী যেসব নারী অলিম্পিক ক্রীড়াবিদরা যৌনোত্তেজক এবং খেলাধুলায় দুষ্ট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, তাদের চারপাশের মানুষকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে জাগিয়ে তুলেছেন, একজন নারীবাদী হিসেবে এটা আমার ভেতরে ক্ষমতা ও শক্তির সঞ্চার করে।

তবে আমেরিকান একজন অশ্বেতাঙ্গ মুসলিম নারী হিসেবে, আমি এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা না করে পারি না– আমরা সাদা নারীদের অধিকারের জন্য যতটা দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করি, কৃষ্ণাঙ্গ বা বাদামি নারীদের অধিকারের জন্য ততটা সমর্থন করি না কেন?

পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়া সাংবাদিক শিরীন আহমেদ লিখেছেন, 'হিজাব নিষেধাজ্ঞাগুলি মুসলিম নারী অ্যাথলেটদের প্রজন্মকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে।' তিনি আরো বলেন, 'ঐতিহাসিকভাবে, খেলোয়াড় এবং প্রতিপক্ষের 'সুরক্ষা' নিশ্চিত করতে হিজাব নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছিল। আমরা জানি যে এটি সত্য নয়।'

আসলে এসব রোষের স্তর পালটে যায় মানুষের শরীরের রঙের ওপর। মিজ আহমেদ বলেছেন যে, মুসলিম ও বর্ণবাদের শিকার নারীদের ক্ষেত্রে বাধাদান এবং জোর করে হিজাব বা পর্দা তুলে দেওয়ার বাস্তবতা দীর্ঘকাল ধরে আমরা দেখে আসছি। তিনি আরো উল্লেখ করেন, ২০১২ সালে ফ্রান্স কীভাবে নারীদের বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল, ফরাসি মুসলিম নারীরা যারা হিজাব পরেছিলেন তাদের কোনোভাবেই খেলতে দেওয়া হয়নি। এমনকি কোচিং করতে, প্রশিক্ষণ দেওয়া বা কোনো দলের হয়ে অংশগ্রহণের ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। মিজ আহমেদ আরো বলেন, 'এটা সত্যিই মারাত্মক যে, খেলাধুলার একটি বৃহত্তর অংশে যৌনতাও একটি অংশ হয়ে উঠেছে।'

অলিম্পিক গেমসে সাদা নারীদের দেহের অবয়ব মুসলিম নারীদের চেয়ে আলাদা নয়, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, নারী অ্যাথলেটদের ত্বকের রঙের ওপর নির্ভর করে আমাদের রোষের ব্যারোমিটার। এটি একটি বড় সমস্যা। টোকিও অলিম্পিকের আন্তর্জাতিক মঞ্চে রিয়েল টাইমে খেলতে গেলে, আসুন আমরা সকলে মিলে এই কতর্ব্যনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, নারীরাও যে কোনো জায়গায় যে কোনো পোশাক পরার অধিকার রাখবে।

হ লেখক : যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি সাংবাদিক, নারী অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ,

তার বই 'The Pain Gap : How Sexism and Racism in Healthcare Kill Women' আগামী অক্টোবরে প্রকাশিত হবে।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

সেনা প্রত্যাহার ভুল বুশের বিলাপ



মো: বজলুর রশীদ

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ গত ১৪ জুলাই আফগানিস্তান থেকে আমেরিকান সেনা প্রত্যাহারের সমালোচনা করেছেন। আমেরিকা ও ন্যাটো সেনা প্রত্যাহারের পর আফগানিস্তানে নারীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত জর্জ ডব্লিউ বুশ 'ডয়চে ভেলে'কে দেয়া সাক্ষাৎকারে বাইডেন প্রশাসনের এ সিদ্ধান্তকে 'ভুল' আখ্যা দিয়েছেন।

টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০১ সালে আফগানিস্তানে সেনা পাঠায় বুশ প্রশাসন। আজ দুই দশক পর সেখান থেকে সব সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। একে ভুল হিসেবে অভিহিত করে বুশ বলেন, 'আফগান নারী ও মেয়েরা যে অবর্ণনীয় ক্ষতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, তাতে আমি ভীত।' তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিদেশী সেনাদের সাথে কাজ করা আফগান অনুবাদকদের নিয়ে। 'তাদেরকে এসব নিষ্ঠুর তালেবানদের হাতে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, যা আমার হৃদয়কে ভেঙে দিচ্ছে।' এটিও সত্যি যে, সোহেইল পারদিস নামে এক আফগানকে মার্কিন সেনাবাহিনীর পক্ষে দোভাষীর কাজ করায় বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনে কিছু দিন আগে তালেবানরা শিরশ্ছেদ করেছে।

বুশের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কাবুলভিত্তিক ডয়চে ভেলের সাংবাদিক আলী লতিফি বলেন, 'এটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার যে, তিনি হঠাৎ আফগান নারী ও শিশুদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, যেখানে তার লাগিয়ে দেয়া যুদ্ধ অনেককে বিধবা ও অনেক শিশুকে এতিমে পরিণত করেছে।'

রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বুশ ২০০১ সালের শরতে আফগানিস্তানে সেনাবহর পাঠানোর সময় দম্ভ করে বলেছিলেন, শত্রুদের নিঃশেষ করা এক সপ্তাহের কাজ। ২০ বছর পর তিনিই বলছেন, আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার সঠিক সিদ্ধান্ত হয়নি। ফক্স নিউজ বলেছে, 'বুশ এখন বিলাপ করছেন'।

জো বাইডেনের সেনা প্রত্যাহার ঘোষণায় এরই মধ্যে ৯৫ শতাংশ আমেরিকান সেনা আফগানিস্তান ছেড়েছে। তিনি এক দশক আগ থেকেই আফগান যুদ্ধকে আমেরিকার জন্য 'বোঝা' মনে করতেন। তিনি ক'দিন আগে বলেছেন, 'আফগানিস্তানের ভাগ্যনির্ধারণ আফগানদের হাতেই।' স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, তা হলে কেন এই দুই দশকের দখলদারিত্ব? এখন আফগান সরকারি সেনারা দেশ রক্ষার কাজে আর তালেবানরা তাদের প্রতিপক্ষ। একধরনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে আফগানিস্তানে; কিছুটা ইরাক, লেবানন, ইয়েমেন, লিবিয়া, মালি, সুদান বা সিরিয়ার মতো। রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো বাহিনীর ৩০ বছরের যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে এ গৃহযুদ্ধ।

আফগানিস্তানের সাধারণ লোকজন দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন পাকিস্তান, ইরান, তাজিকিস্তান ও কিরগিজস্তান সীমান্তের দিকে। অনেক দেশ তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। সরকারের পক্ষে কাজ করেছে এমন ৫০ হাজার আফগান প্রাণের ভয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আবেদন করেছে। দেশের ভেতর ও বাইরে হাজার হাজার উদ্বাস্তু, যারা অনেকেই কোভিড-১৯ অতিমারীর টিকা পায়নি। ক্ষুধা, পানীয় জল, রোগবালাই নিয়ে লাখ লাখ আফগান দুর্বোধ্য ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের এই নরক যন্ত্রণায় ছুড়ে ফেলার জন্য কারা দায়ী?

বুশের আফগান নারীদের অসহায়ত্বের বিষয়টি ফার্স্ট লেডি লরা বুশও সমর্থন করেছিলেন। রেডিও ভাষণে তিনি বলেন, 'নখে পলিশ নাগানোর কারণে নখ উপড়ে ফেলার কাজ শুধু টেররিস্ট ও তালেবানরাই করতে পারে।' তবে এ তথ্যের সত্যতা নিয়ে তখন ব্যাপক কথাবার্তা হয়েছে। লরা বুশের সাথে চেরি ব্লেয়ার, তৎকালীন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ারের স্ত্রী, আফগান মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের সুখ-দুঃখ ব্রিটিশ পত্রিকায় তুলে ধরবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। আফগান মহিলাদের প্রতি হঠাৎ করে বুশ প্রশাসনের এমন মনোভাবের বিষয়ে আমেরিকার পত্রপত্রিকা ব্যাপক প্রতিবেদন ছাপায়। যেমন– 'বুশের নারী জাগরণ ফাঁকা বুলি' নিউইয়র্ক টাইমস। সেখানে প্রশ্ন করা হয়, এসব জাগরণ তেলসমৃদ্ধ দেশের নারীদের বেলায় নয় কেন? অভিযোগ আছে, বুশ ক্ষমতায় থাকাকালে তেলের ব্যবসায় সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং সাদ্দামকে কম দামে তেল সরবরাহের জন্য চাপ দেন। সমালোচকরা আরো বলেন, সৌদি নারীরা ড্রাইভিং করলে কী দোষ? আমেরিকার নারীরা তো হরদম গাড়ি চালাচ্ছে। বুশ প্রশাসন কেন শুধু আফগানিস্তানে নজর দিচ্ছে বোরকা ও নেলপলিশ ইস্যু নিয়ে?

তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি, সেক্রেটারি অব ডিফেন্স রামসফেল্ডসহ সবাই আফগান মহিলাদের নিয়ে কথা বলতে থাকেন। তৎকালীন সেক্রেটারি অব স্টেট কলিন পাওয়েল বলেছিলেন, 'আফগানিস্তানকে রক্ষা করা মানে, আফগান মহিলাদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া।' লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস পত্রিকার মেরি ম্যাকনামারা প্রশ্ন তোলেন, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মহিলাদের অধিকার কেন আসবে?' তালেবানদের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, আমেরিকার দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহু আফগান মহিলা সোচ্চার ছিল যে, তারা দুই দশক ধরে পশ্চিমাদের হাতে বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হয়েছে।' মনে হয়, ধর্মীয় মনোভাবসম্পন্ন মহিলা সমাজকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্কৃতিতে দীক্ষিত করতে চেয়েছে পশ্চিমা জোট।

আমেরিকার মুসলিম নারী নেতৃত্ব ও স্কলাররা পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করছেন। মুসলিম নারী লিগের লায়লা আল মারিয়াতি ও সিমিন ঈসা বলেন, 'আফগান মহিলাদের বোরকা ও হিজাব নিয়ে টানাটানি বড় বিষয় নয়। তাদের মৌলিক আরো সমস্যা আছে; যেমন– সন্তানদের দুবেলা খাবার, লেখাপড়া করে শিক্ষিত হওয়া, দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে মুক্ত রাখা; এসব নিয়ে কেন কেউ কথা বলছে না?' শিক্ষিত আফগান মহিলা জোহরা ইউসুফ দাউদ, যিনি ১৯৭৩ সালে 'মিস আফগানিস্তান', নিউ ইয়র্কের কনফারেন্সে দাবি করেন, 'তোমাদের বিকিনি নয়, আমরা তোমাদের গণতন্ত্র চাই।' ইউএসএ টুডে পত্রিকায় বিশ্লেষণ করা হয় যে, আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত কাবুল প্রশাসন মহিলাদের অশিক্ষা ও বেকারত্ব দূর করতে কিছুই করতে পারছে না। আফগান নারীবিষয়ক মন্ত্রী সীমা সামার বলেন, 'মনে হচ্ছে মহিলাদের সব দোষ যেন বোরকা।'

দুই দশকের যুদ্ধে আফগান মহিলারা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়েছে, স্বাস্থ্য চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিশ্বে শিশুমৃত্যুর হার ও মাতৃমৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি আফগানিস্তানে। পশ্চিমা এক হিসাবে জানা যায়, ২০ হাজার সার্ভিসম্যান যুদ্ধে আহত হয়েছে, ৪০ হাজার বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। হাজার হাজার আফগান মহিলা প্রতি বছর প্রসবজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করছে, অথচ সাধারণ চিকিৎসায় তারা বাঁচতে পারত। ২০১৬-২০ সময়ে এক হাজার শিশু সে দেশে বোমাবর্ষণে মারা গেছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২০ শতাংশ মহিলা, ক্যান্সারে ৯ শতাংশ, ডায়াবেটিসে ৩ শতাংশ মহিলা মৃত্যুবরণ করছে। এই হলো নারী ও শিশুদের জন্য হাহাকার করার নমুনা। আরেক হিসাবে দেখা যায়, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যাপক খরচের হাত। যেমন– ২০০১ সালে আফগান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ বছরের এপ্রিল পর্যন্ত মারা গেছেন এক লাখ ৭২ হাজার ৩৯০ জন। যুদ্ধে আফগানিস্তানের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর প্রায় ৬৬ হাজার সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন, সাধারণ নাগরিক মরেছে ৪৭ হাজার ২৪৫ জন, তালেবান ও অন্যান্য বিরোধী যোদ্ধা মারা গেছেন ৫১ হাজার ১৯১ জন। যুদ্ধে ত্রাণকর্মী ৪৪৪ জন ও সাংবাদিক ৭২ জন মারা গেছেন।

যুদ্ধ করতে ২০২০ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রায় দুই ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। বাংলাদেশী মুদ্রায় এটি প্রায় ১৬৯ লাখ ৫৪ হাজার ৭০৪ কোটি টাকা। যুদ্ধে খরচের জন্য দুই ট্রিলিয়ন ডলার জোগাড় করতে যে ঋণ নেয়া হয়েছে তার সুদ হিসেবে এখন পর্যন্ত প্রায় ৯২৫ বিলিয়ন ডলার দেয়া হয়েছে। ২০৩০ সালে এ সুদের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে দুই ট্রিলিয়ন ডলারে, যা যুদ্ধের খরচের সমপরিমাণ। খরচ সেখানেই শেষ হচ্ছে না। ২০৫০ সাল নাগাদ সুদের পরিমাণ হতে পারে সাড়ে ছয় ট্রিলিয়ন ডলার। যুদ্ধ শেষ হলেও যুক্তরাষ্ট্রের খরচ শেষ হচ্ছে না। যুদ্ধে অংশ নেয়া প্রায় ৪০ লাখ সেনাকে আজীবন দেখভাল করতে হবে, এতে প্রায় ১.৬ থেকে ১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ হতে পারে বলে জানিয়েছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা।

প্রসঙ্গত, সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ২০০৩ সালে ইরাকে আক্রমণ চালিয়ে সব কিছু লন্ডভন্ড করে দেন। ১৩ বছর পর ২০১৬ সালে ব্লেয়ার সিএনএনকে এক সাক্ষাৎকারে দুঃখ প্রকাশ করেন। বলেন, ভুল হয়ে গেছে। আমাদের ভুলের জন্য কিছু লোক (লাখ লাখ) অযথাই মারা গেছে। স্যার জন চিলকোটের নেতৃত্বে ইরাক যুদ্ধের তদন্ত হয়, তাও সাত বছর লাগে। কমিশন ব্লেয়ারকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। কমিশন ঘোষণা দেয়, সাদ্দামের কাছে কোনো জীবাণু অস্ত্র বা ব্যাপক জীবন বিধ্বংসী অস্ত্র ছিল না। চিলকোট কমিশন বুশ ও ব্লেয়ার দু'জনকেই যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা দেয় এবং বিচারের সম্মুখীন করার পক্ষে মতপ্রকাশ করে। বুশ কোনো মন্তব্য না করে চুপ থাকেন; ব্লেয়ার প্রকাশ্যে ক্ষমা চান। এতে কি কোনো অপরাধ মওকুফ হয়ে যাবে? কলিন পাওয়েলের চিঠি ফাঁস হওয়ায় জানা যায়, ২০০২ সালেই বুশ-ব্লেয়ার টেক্সাসে ইরাক আক্রমণের চূড়ান্ত রূপরেখা টানেন; অর্থাৎ আফগানিস্তান ও ইরাকে আক্রমণ কোনো হুজুগ ছিল না। বিচারের কথা বলা হলেও তাদের কোনো বিচারের সম্ভাবনা নেই। বুশের মতে, ইরাক আক্রমণ করা হয় গণবিধ্বংসী অস্ত্র বিনাশের জন্য আর আফগানিস্তানে তালেবানদের হাত থেকে মহিলাদের অধিকার রক্ষার জন্য; দুটো বিষয়ই কি ছেলেখেলার মতো নয়? দুটো দেশ ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধবিধ্বস্ত, দুটো দেশেই চলছে গৃহযুদ্ধ। কখন সব কিছু শেষ হয়ে দুটো দেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। পল ক্রেগ রবার্ট তার এক বিশ্লেষণে লিখেছেন, "কোনো পাগল বিশ্বাস করবে যে, যুক্তরাষ্ট্র নিজ জনগণের তোয়াক্কা করছে না। সে অর্থ বিশ্ব দূরে আফগানিস্তানের ভালোর জন্য রক্ত ও অর্থ ব্যয় করে 'উন্নয়ন' ও 'নারী স্বাধীনতা'র জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।"

আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো জানায়, তালেবানদের সময় কোনো মহিলার সামান্য শরীরের অংশ দেখা গেলেও শাসনের চাবুক এসে পড়ত; তা সত্ত্বেও মহিলারা বোরকা পরে বাজার ঘাটে নিরাপদে যেতে পারত; কেউ উত্ত্যক্ত করার সাহস পেত না। কিন্তু পরে সেসব মহিলা দিনেও বাড়ির বের হলে ধর্ষণের শিকার হতো। তালেবান আমলে নারীরা বেশি নিরাপদ ছিল। বিদেশী সাহায্য কর্মীরা স্বীকার করেন, তালেবান আমলে নারীদের কোনো প্রকার নিপীড়ন করা অসম্ভব ছিল। তা ছাড়া যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে নারী ছাড়াও শিশুদের নিপীড়নের অজস্র উদাহরণ রয়েছে। গা শিউরে ওঠার মতো সেসব ভীতিকর কাহিনী এ লেখার কলেবর বৃদ্ধি করবে।

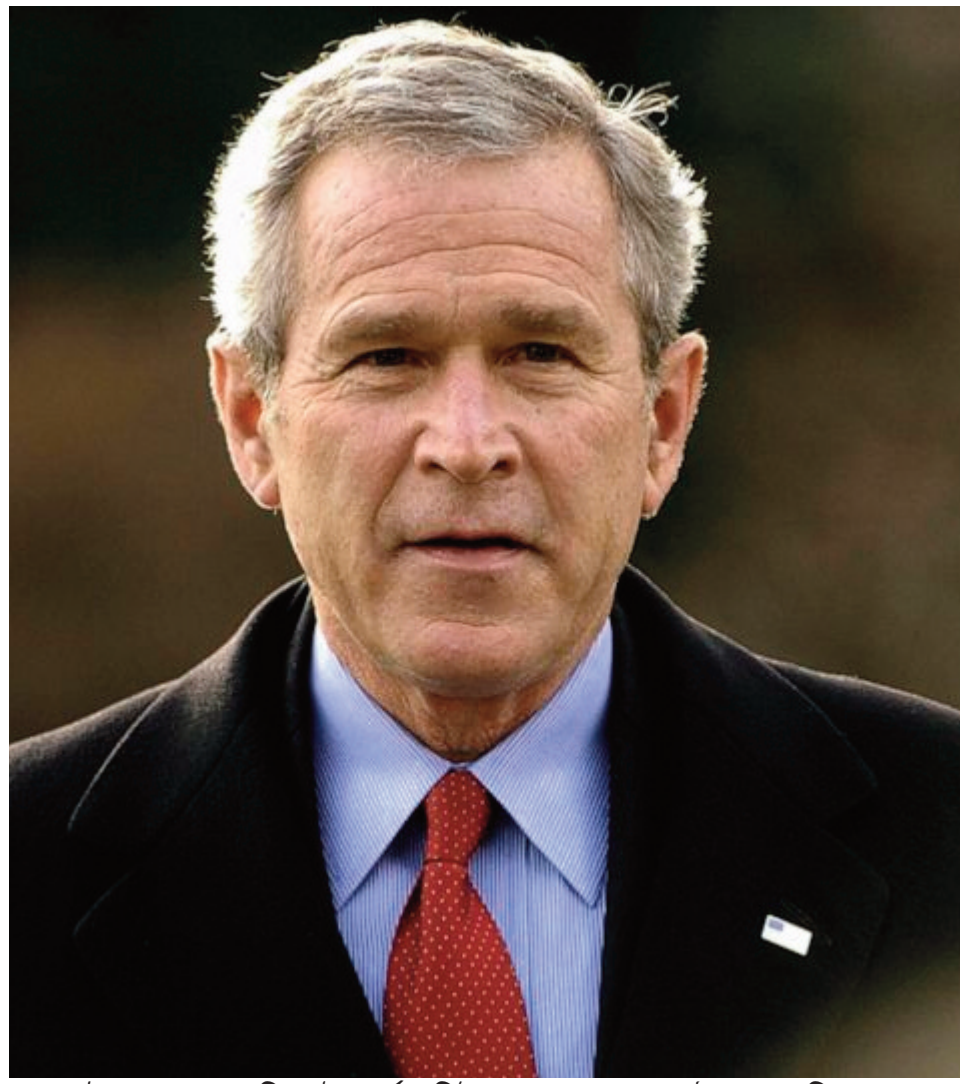
১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে চারটি বিমান হাইজ্যাক করে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে হামলার দায়ভার আলকায়েদার ওপর পড়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী পাল্টা আঘাতের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আলকায়েদা আর ওসামা বিন লাদেনকে টার্গেট করার পরিবর্তে বুশ আফগানিস্তান দখল করে 'নারী জাগরণবান্ধব' হিসেবে আফগানিস্তানকে গড়তে চেয়েছেন। আক্রমণ শুরু হলে বিন লাদেন ও আলকায়েদা নেতারা দুর্গম তোরাবোরায় আশ্রয় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান।

২০০২ সালের শুরুতে স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে বুশ আমেরিকানদের প্রচণ্ড ভীতিকর ও বোমা ফাটানো 'বোগাস' সংবাদ পরিবেশন করেন। তিনি বলেন, 'আলকায়েদা যেসব গুহা ব্যবহার করে সেখানে আমাদের সেনারা পরমাণু প্লান্ট ও পরিষ্কার পানির জলাশয় আবিষ্কার করেছে। সিনিয়র সিআইএ ও এফবিআই কর্তারা মিডিয়ায় বিশদভাবে এগুলো ব্যাখ্যা করেন এবং আলকায়েদা কিভাবে আমেরিকার পরমাণু স্থাপনা ও নিরাপত্তার জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তার বর্ণনা দেন। দুই বছর পর বুশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা স্বীকার করেন যে, প্রেসিডেন্টের ওই বক্তব্য পুরোপুরি মিথ্যা, আফগানিস্তানে কোনো পরমাণু প্লান্টের ডায়াগ্রাম পাওয়া যায়নি। নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি কমিশনার এডওয়ার্ড ম্যাকগাফিগ্যান বলেন, আসলে বুশের স্পিচ রাইটারের কোনো যোগ্যতা নেই। মানে দোষটা প্রেসিডেন্টের বক্তব্য লেখকের। আফগানিস্তানের পরমাণু ভীতির বোগাস সংবাদটি ২০০৩ সালে ইরাকে সাদ্দামের জীবাণু অস্ত্র ও গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ধুয়া তুলতে কাজ করেছে!

ওবামার মার্কিন প্রেসিডেন্ট রূপে অভিষেকের আগে যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকাগুলো বুশের চরম ব্যর্থতা আর অপকীর্তির ফিরিস্তি দিয়ে নিন্দার তীর ছুড়ে দেয়। ইরাক-আফগানিস্তানে যুদ্ধ, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা, উদ্বৃত্ত বাজেট থেকে দেশকে ঘাটতিতে নামানো, ঋণের বোঝা চাপানো, ভুল পরিবেশ নীতি আর বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, গুয়ানতানামো বে ও আবু গারিবে মানবাধিকার লঙ্ঘন– এসব তালিকায় শীর্ষে রেখেই বুশের ফিরিস্তি লিখেছে পত্রিকাগুলো। তবে সব ইসরাইলি পত্রিকা বুশের একচ্ছত্র প্রশংসার শ্লোক লিখেছে। জেরুসালেম পোস্ট লিখেছে, গত ৬০ বছরে সব মার্কিন প্রেসিডেন্টের মধ্যে ইসরাইলের জন্য বুশের চেয়ে বড় বন্ধু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

ব্রিটেনের সানডে টাইমস লিখেছে, একটি দেশ আর একটি অর্থনীতিকে ছোবড়া বানিয়ে রেখে গেছেন বুশ। ডেইলি মেইল জানায়, বুশ যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন আমেরিকার বাজেট উদ্বৃত্ত ছিল ১২৮ বিলিয়ন ডলার, তিনি যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন ঘাটতি ছিল ৪৮২ বিলিয়ন ডলার! যুক্তরাষ্ট্রের সর্বকালের সবচেয়ে নাজুক অর্থনৈতিক অবস্থা, বিশ্বকে মহামন্দা-পরবর্তী সবচেয়ে বড় সঙ্কট আর মধ্যপ্রাচ্যকে আগুনের গোলার মধ্যে ফেলে গেছেন তিনি। মুক্ত বাণিজ্য, অভিবাসন সংস্কার ও চীন ইস্যুতে দ্য ইকোনমিস্ট প্রশংসা করলেও সার্বিক মূল্যায়ন ছিল নেতিবাচক। পত্রিকার মতে, সবচেয়ে কম জনপ্রিয় আর জাতিকে সবচেয়ে বেশি বিভক্তকারী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি বিদায় নিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার ভাবমর্যাদায় সবচেয়ে বিপর্যয়কর অবস্থায় ফেলেন তিনি।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার



যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ গত ১৪ জুলাই আফগানিস্তান থেকে আমেরিকান সেনা প্রত্যাহারের সমালোচনা করেছেন। আমেরিকা ও ন্যাটো সেনা প্রত্যাহারের পর আফগানিস্তানে নারীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত জর্জ ডব্লিউ বুশ 'ডয়চে ভেলে'কে দেয়া সাক্ষাৎকারে বাইডেন প্রশাসনের এ সিদ্ধান্তকে 'ভুল' আখ্যা দিয়েছেন।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MFPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ধ্বজভঙ্গ * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভঙ্গ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাটাক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours
DDC Class
Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়াল এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবষরেশরনস্তরগড়েমসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঋৎ ঙ ইধহবব ঋধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ পধফধনড়ভড়ঁমযা জড়মফ
উঢ়ঢ়রষ ঊধষসু, চঙ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

কঠিন বর্জ্য : পরিবেশ ধ্বংসের প্রধান কারণ

রিফাত আরা শুচি

মানব সভ্যতা উন্নয়নের সাথে মানবজাতির যত উপকার সাধন হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাও তত প্রকট হয়ে উঠেছে। আজকের পৃথিবীতে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকৃতিকে জীবের বসবাসযোগ্য রাখা। বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে বর্জ্যরে পরিমাণও মাত্রাতিরিক্ত বাড়ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও একই চিত্র। প্রতিনিয়ত জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের সাথে বর্জ্যরে উৎপাদন হচ্ছে অধিকহারে। যার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য নিয়ন্ত্রকদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বছর মাথাপিছু ১৫০ কিলোগ্রাম এবং সর্বমোট ২২.৪ মিলিয়ন টন বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে ২০২৫ সাল নাগাদ মাথাপিছু বর্জ্য সৃষ্টির হার হবে ২২০ কিলোগ্রাম এবং সর্বমোট বর্জ্যরে পরিমাণ ৪৭ হাজার ৬৪ টনে গিয়ে দাঁড়াবে, যা পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে উঠবে। বর্জ্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কঠিন, তরল, বায়বীয়। কঠিন বর্জ্যরে পরিমাণই বেশি। মানুষের ব্যবহার্য জিনিসপত্র যখন অকেজো অথবা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তখন এগুলো কঠিন বর্জ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। উৎস অনুসারে কঠিন বর্জ্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। গৃহস্থালি বর্জ্য, শিল্প কারখানার বর্জ্য, শহরাঞ্চলের বর্জ্য, হাসপাতালে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি, বিপজ্জনক বর্জ্য, কৃষি বর্জ্য ও প্লাস্টিক উল্লেখযোগ্য। যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রতিনিয়ত পরিবেশের উপাদান ও বসবাসরত জীবের ক্ষতি হচ্ছে। পরিবেশের প্রধান তিনটি উপাদান হচ্ছে মাটি, পানি ও বায়ু। কঠিন বর্জ্যরে কারণে পরিবেশের এ সবগুলো উপাদান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মানুষ যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে রাখে যার বেশির ভাগই কঠিন বর্জ্য। এগুলো মাটির সাথে মিশে মাটিতে বসবাসরত অণুজীবকে ক্ষতিগ্রস্ত করে মাটির অম্লত্ব ক্ষারকত্ব হ্রাস বৃদ্ধি করে এবং কৃষিজমির ক্ষতিসাধন করে ও এর বন্ধন দুর্বল করে দেয়। আর এই বর্জ্যপদার্থ চুইয়ে গিয়ে ভূগর্ভস্থ পানির ক্ষতিসাধন করে। এ ছাড়া বৃষ্টির সময় এসব বর্জ্য খাল-বিল-নদী-নালার পানির সাথে মিশে গিয়ে পানি দূষণ করে। এতে মানুষ, জলজপ্রাণী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ময়লা আবর্জনার দুর্গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে বাতাস দূষিত করে। এ ছাড়া মিথেন কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাস বায়ুতে মিশে বায়ু দূষণ করে। কঠিন বর্জ্যরে সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে শহরাঞ্চলের বর্জ্য। শহরের বর্জ্যগুলো বাসাবাড়ি, হাসপাতাল, কলকারখানা ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন হয়। রান্নাঘরের বর্জ্য থেকে শুরু করে পরিধেয়, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ, প্লাস্টিক, কাগজ, ব্যাটারিসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর বর্জ্যও উৎপন্ন হয়।

বাংলাদেশের অধিকাংশ পৌর এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেকেলে। রাস্তার পাশে ডাস্টবিনগুলো ময়লা আবর্জনায় উপচানো থাকে। তীব্র দুর্গন্ধ ছড়ায়। পরিবেশ নোংরা হয়ে থাকে। পৌর কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে ময়লা সরিয়ে শহরের আশপাশের খাল বা খানাখন্দে ফেলে রাখে। সেখান থেকে নতুন করে আরো বিশদ আকারে জীবাণু ও দুর্গন্ধ ছড়ায়। শহরের কল-কারখানাগুলো থেকে প্রতিনিয়ত বিষাক্ত বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এগুলোর ব্যবস্থাপনা ব্যয়বহুল বলে অনেক প্রতিষ্ঠান এগুলো মুক্তভাবে শহরের খাল-বিল নদী-নালায় ফেলে দেয়। এগুলোর মধ্যে কাপড়ের রঙ, চামড়া শিল্পে উৎপন্নবর্জ্য, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, কলকব্জা এসব উল্লেখযোগ্য। সাভারের চামড়া শিল্প নগরীতে উৎপন্ন চামড়ার উচ্ছিষ্ট, ঝিল্লিসহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোনো পদক্ষেপ এখনো সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়নি। আসন্ন কোরবানির ঈদে এ ধরনের বর্জ্যরে পরিমাণ আরো বাড়বে। এ ছাড়া কোরবানির পশুর রক্ত, মল, খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ যত্রতত্র ফেলে রাখলে পানি বায়ু দূষিত হবে। বর্তমান সময়ে শহরগুলোতে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ অধিকহারে চলছে। এ কাজের প্রয়োজনীয় উপাদান ইট, বালু, সিমেন্ট ইত্যাদি রাস্তাঘাটে রেখে রাস্তা বন্ধ করে রাখা হয়। এসব থেকে উৎপন্ন বর্জ্যগুলোর ব্যবস্থাপনার তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। দেখা যায়, কাজ শেষে ময়লার ভাগাড়ে এসব ইট, বালু, নুড়ির স্তূপ পড়ে থাকে। এগুলো শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা নষ্ট করে। ফলে শহরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। বর্ষা মৌসুমে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। শহরবাসী সম্মুখীন হয় কৃত্রিম বন্যার। এতে করে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ কর্মজীবন ব্যাহত হয়। হাসপাতালগুলোতেও কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। ব্যবহৃত ওষুধের প্যাকেট, সুচ, সিরিঞ্জ, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি বর্জ্য বিপজ্জনক এবং কিছু ক্ষেত্রে সংক্রামক রোগের বাহকও বটে। তাই এসব বর্জ্য ঢাকনাসহ বাক্সে রেখে আলাদাভাবে ব্যবস্থাপনা করা উচিত। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে মেডিক্যাল বর্জ্যে নতুন কিছু উপাদান সংযোজিত হয়েছে যেমন মাস্ক, পিপিই, টেস্ট কিট ইত্যাদি।



এসব বর্জ্য ব্যবহারের পর যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নয়। কারণ এগুলোর দ্বারা সুস্থ মানুষ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তা ছাড়া পিপিই প্লাস্টিক হওয়ায় সহজে নষ্ট হয় না। যথাসম্ভব এগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু মানুষ অসচেতনভাবে যেখানে সেখানে এসব বর্জ্য ফেলছে এবং কফ থুথু ফেলে পরিবেশকে দূষিত করে সংক্রমণ বাড়াচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে কৃষিবর্জ্যও কঠিন বর্জ্যরে অন্তর্ভুক্ত। কৃষি জমিতে ব্যবহৃত সার, কীটনাশক এগুলো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। অধিকহারে পেস্টিসাইড ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ব্যবহৃত রাসায়নিকের ক্ষতিকর প্রভাব খাদ্য শৃঙ্খলে ঢুকে পড়ছে। কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর থেকেও কঠিন বর্জ্য সৃষ্টি হয়। একটি গরু দৈনিক প্রায় ১২-১৫ কেজি, ছাগল ও ভেড়া ১.৫-২ কেজি, লেয়ার ১০০-১৫০ গ্রাম, ব্রয়লার ১০০-২০০ গ্রাম বর্জ্য উৎপন্ন করে থাকে। বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব ও গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হচ্ছে এই বর্জ্য। এ বর্জ্য থেকে উৎপন্ন দুর্গন্ধ মানুষ ও পশুপাখির বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যেমন– অস্থি সমস্যা, ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি। ক্ষতিকর গ্যাসগুলোর মাত্রাতিরিক্ত সেবন মানুষ ও পশুপাখির মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিপুল পরিমাণ গোবর কৃষিজমিতে প্রয়োগ করার ফলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রবেশ করছে, যা পানি দূষণ ও জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। পশুসম্পদ বর্জ্য থেকে উৎপাদিত মিথেন বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য ১৫ শতাংশ দায়ী। একটি গবাদিপশু বছরে প্রায় ৭০-১২০ কেজি মিথেন নির্গমন করে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে মিথেন, কার্বন-ডাই অক্সাইড থেকে ২৩ গুণ বেশি দায়ী। কঠিন বর্জ্যরে মধ্যে বেশ কিছু বিপজ্জনক বর্জ্য রয়েছে এর মধ্যে ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য প্রধান। এ বর্জ্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সায়ানাইড বর্জ্য, অ্যাসবেস্টস, রাসায়নিক, বিভিন্ন ধরনের রঞ্জক, ভারী ধাতু ইত্যাদি। এ ধরনের বর্জ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য বিষাক্ত, ক্ষয়কারী, বিস্ফোরক হিসেবে অত্যন্ত সক্রিয়। আর্সেনিক ধাতু পানিতে মিশে আর্সেনিকোসিস, ক্যাডমিয়ামের প্রভাবে ইটাই ইটাই রোগ হয়। জাপানের মিনামাতা উপসাগরের কাছে পারদ ব্যবহার করে পারদটি উপসাগরে ফেলে দেয়া হতো যা মাছের টিস্যুতে প্রবেশ করত। সে অঞ্চলের লোকদের মিনামাটা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল। এ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি রোগ যেমন হাঁপানি, জন্মগত ত্রুটি, ক্যান্সার, কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ, শৈশব ক্যান্সার, সিওপিডি, সংক্রামক ব্যাধি, কম জন্মের ওজন এবং প্রাকপ্রসবের মতো রোগের জন্ম দিতে পারে। মাছির দ্বারা পানি এবং খাদ্য দূষণের ফলে আমাশয়, ডায়রিয়া এবং অ্যামিবিক আমাশয় হয়। সংক্রামক রোগ প্লেগ, সালমোনেলোসিস, ট্রাইচিনোসিস, এন্ডেমিক টাইফাস ইত্যাদির মতো রোগ ছড়াতে পারে। শক্ত বর্জ্য দ্বারা ড্রেন ও গলির খাঁজগুলো জলাবদ্ধতার ফলে মশার প্রজননকে সহায়তা করে এবং ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু রোগ ছড়িয়ে পড়ে। কঠিন বর্জ্য প্লাস্টিক, পলিথিন ইত্যাদি পরিবেশের অনেক ক্ষতিসাধন করে।

প্লাস্টিক হলো ইথিলিনের পলিমার। সাধারণত এ ধরনের দ্রব্য ভাঙতে প্রকৃতির অনেক সময় লেগে যায় তাই এগুলো সহজে পরিবেশের উপাদানের সাথে মিশে না। সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মতো কিছু বাস্তুতন্ত্রগুলো প্লাস্টিক দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এটি মাছ, সিল, কচ্ছপ, তিমি এবং অন্যান্য অনেক জলজপ্রাণীকে প্রভাবিত করে। সামুদ্রিক প্রাণীগুলো প্লাস্টিকের সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং অনেক সময় খেয়ে ফেলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। কারণ জলজপ্রাণী এটি পরিপাক করতে পারে না। কিছু প্রজাতির পাকস্থলীতে যে পরিমাণ পদার্থ খাওয়া হয় তা ভেঙে ফেলার জন্য উচ্চতর অম্লীয় মাত্রা থাকে না। তবে কিছু প্রাণী রয়েছে যারা প্লাস্টিকের টুকরা ১০০ বছর ধরে রাখতে সক্ষম। যখন জীববৈচিত্র্যের কথা আসে আমাদের বর্জ্য সমস্যাটি বিশ্বের প্রজাতির স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে জর্জরিত করে। কঠিন বর্জ্য স্যাঁতসেঁতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পরিবেশকল্পরিস্থিতি মারাত্মকভাবে নষ্ট করছে। বিশ্ব পরিবেশের সাথে সাথে বাংলাদেশেও গত কয়েক দশকে অবনতি দ্রুত গতিতে চলছে। আমরা যেভাবে বর্জ্য নিষ্পত্তি করি তা হতাশাব্যঞ্জক। একমাত্র এই দশকে বর্জ্য নিষ্পত্তি আরো বেশি গাফিল হয়ে পড়েছে। আমাদের চারপাশের পরিবেশের এ বিপর্যয়ের একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে বায়ু দূষণ। বায়ু দূষণের কারণে বিশ্বে প্রতিবছর ৭০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। পৃথিবীর ৯১ শতাংশ মানুষ এমন জায়গায় বসবাস করে যেখানে বায়ু দূষণের মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি। বিশ্বজুড়ে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জন দূষিত বায়ু সেবন করে। আমাদের দেশে বায়ু দূষণের বড় কারণ সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব। জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে বেড়ে গেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশে ২২ শতাংশ মানুষ বাতাসে ভাসমান বস্তুকণা ও ৩০ শতাংশ মানুষ জ্বালানি সংশ্লিষ্ট দূষণের শিকার। প্রকৃতির জীববৈচিত্র্য ও ভারসাম্য রক্ষার্থে এখনি সবাইকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

লেখক: শিক্ষার্থী।

কত দূর গেলে একজন শিক্ষককে ভয় লাগে

মোস্তফা মামুন

টেলিফোন নিয়ে নানা রকম রসিকতা আছে। আমাদের দেশে সবচেয়ে চালু এবং পুরনো রসিকতাটা ছিল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ওই যে টেলিফোনে একজন একদিক থেকে বলছে, হ্যালো; অন্যজন উত্তর দিচ্ছে, হেলছি তো। আবার হ্যালো, ওদিকে হেলছি। শেষে হ্যালো-হ্যালোতে বিরক্ত হয়ে বলল, আর হেলতে পারব না। হেলতে হেলতে শুয়ে পড়েছি।

তখনকার সময়ে খুব জনপ্রিয় কৌতুক ছিল। এখনকার সময়ে পুরনো ধাঁচের মনে হতে পারে। তবে চার্চিলের কোনো গল্প কখনোই পুরনো হওয়ার নয়। তাঁর টেলিফোনের গল্পটি আজও তাই আধুনিক।

তিনি তখন প্রধানমন্ত্রী। পাশের ঘরে তাঁরই কোনো কর্মী প্রচন্ড চিৎকার করে টেলিফোনে কথা বলছিলেন। চার্চিল জানতে চাইলেন, 'ও এত চেঁচিয়ে কথা বলছে কেন?'

কেউ একজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানাল, 'উনি স্কটল্যান্ডে কথা বলছেন।'

চার্চিল বললেন, 'ওকে টেলিফোন ব্যবহার করতে বলো।'

টেলিফোন নিয়ে এ রকম আরো বহু গল্প আছে। হ্যাপাও ছিল। ক্রস কানেকশন-রং নাম্বার। সেগুলো থেকে প্রেমের সম্পর্কের নানা সূত্রও তৈরি হতো।

সে আদি যুগের কথা। আধুনিক যুগে সেই টেলিফোন মৃতপ্রায়। এখন মোবাইলের যুগ। প্রথম মোবাইল আসার পর যে শান্তিটা লাগল, যাক এখন আর টেলিফোনে টেপাটেপি করে আঙুলে ব্যথা করতে হবে না। এন-ডাব্লিউডি-আইএসডি কলের জন্য অপারেটরকে তেল দেওয়ার দিনও শেষ। কিন্তু তখন কি আর জানতাম, একদিন এই মোবাইলেই ঢুকে যাবে জীবন। মোবাইলে কথাবার্তা সব যথেচ্ছ রেকর্ড করা যাবে। এবং যথেচ্ছ ছড়িয়ে দেওয়া যাবে।

ইসরায়েলি কম্পানি আবার পেগাসাস নামের এমন জিনিস আবিষ্কার করেছে যে দূরে বসেই আপনার ফোনে ঢুকে যাবে। আপনি টেরও পাবেন না যে আপনার কথা-কাজ সব পুরো দুনিয়ার জ্ঞাতব্য বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটা নিয়ে পুরো দুনিয়া তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে কিন্তু সে রকম হৈচৈ নেই। কারণ কি এটাই যে, আমাদের মানুষ দেখেছে, ওটা আবিষ্কৃত হওয়ার আগেই এ দেশে মানুষের একান্ত কথাবার্তা টিভি-পত্রিকা প্রকাশ করে বসে; বরং পেগাসাস একদিক থেকে তো ভালো। বড় মানুষদের ফোন টেপ করা হচ্ছে। হয়তো সেই দিন আসবে যে সেগুলোও আমরা শুনতে পাব। এক অদ্ভুত আনন্দ সম্ভাবনায় বরং হয়তো তারা শিহরিত।

মানুষের একান্ত আলাপ বিষয়টি খুব অদ্ভুত। প্রায় সবাই গোপনীয়তার পক্ষে; কিন্তু আবার অন্য কারো গোপন কিছু বেরিয়ে গেলে সেটা শুনতে বা জানতে সবারই দারুণ আগ্রহ। কাজেই এগুলো ভাইরাল হয়ে যায়। আর ভাইরাল হওয়া জিনিস থেকে দূরে থাকলে মিডিয়াও মানুষ থেকে পিছিয়ে পড়ে বলে তারাও শামিল হয়ে যায়। সত্যিই একজনের কণ্ঠ কি না, কোন উদ্দেশ্যে কে ছড়াল– এসব স্বাভাবিক প্রশ্ন সেই উত্তেজনা আর কৌতূহলের ঝড়ে হাওয়া। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ মানুষের ফোনালাপ শোনা যায়, সেগুলোর ভিত্তিতে শাস্তি বা ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া এর একটা সামাজিক স্বীকৃতির পথ তৈরি করেছে। ফলে যে কেউ যে কারোটা বাজারে ছেড়ে দিচ্ছে। রাষ্ট্র বা সমাজ নিজেরা সেই অপরাধ করছে বলে আর শাসনের জায়গায় নেই।

মানুষের সন্দেহ হলো। একদিন তারা হানা দিল টেলিফোন অফিসে। আবিষ্কৃত হলো যে এক শর পরের নাম্বারগুলো বোর্ডের একটু ওপরে। ফলে এই নাম্বারে সংযোগ দিতে হলে অপারেটরকে সিট থেকে উঠে দাঁড়াতে হয়। তিনি সেই কষ্ট করতে চান না। বলে দেন, নাম্বার ব্যস্ত।

ছোট শহরে যেকোনো অনিয়মের প্রতিবিধানের একটা আঞ্চলিক ব্যবস্থা আছে। উত্তেজিত জনতার হাতে উত্তম-মধ্যম। সে রকম ব্যাপারই ঘটল।

তখন মনে হতো, টেলিফোনের এই দুর্যোগ কবে কাটবে। সত্যি বললে, ২০ বছরের মধ্যে এত উন্নতি আমরা ভাবিনি। একেবারে অপারেটরের হাতে থাকা অ্যানালগ ফোন যে আমাদের হাতে এসে এমন পাখা গজিয়ে যাবে কল্পনাও করিনি। কল্পনাও করিনি কয়েকটা টিপে সুদূর মিলিয়ে একটা জট পাকানো অসুস্থ অবস্থা। আপাতত মুক্তির কোনো উপায় দেখি না। দেখি না যখন-তখন রসিকতা ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে।

এটাও পুরনো আমলেরই গল্প। অ্যানালগ ফোন আমলের গল্প। তখন সরাসরি লাইন পাওয়া যেত না। যোগাযোগ করতে হতো অপারেটরের সঙ্গে। অপারেটর ওই নাম্বারে ধরিয়ে দিতেন। তো একবার এক ছোট্ট শহরে অদ্ভুত এক সমস্যা দেখা দিল। শহরে অল্প কয়েকটা টেলিফোন, শ দেড়েক, নাম্বার এক থেকে দেড় শর মধ্যে। তো দেখা গেল, ১০০-এর পর কোনো নাম্বার আর পাওয়া যায় না। অপারেটর সব সময় বলে, 'নাম্বারটা ব্যস্ত আছে।' এক দিন ব্যস্ত থাকতে পারে। তাই বলে রোজ। কিছু আমেরিকায় কথা বলা যাবে ন্যায্য মূল্যে বা বিনা মূল্যে। তখন এটা কেউ বললে মনে হতো, স্বপ্নের কথা বলছে। স্বপ্নের মতো ঘটনা ঘটল। কিন্তু তাতে যে এভাবে দুঃস্বপ্নও যোগ হবে কে জানত।

ফোন নিয়ে অনেক হলো। চাইলে আরো গল্প করা যাবে। থাক, বরং শিক্ষকদের নিয়ে দু-একটা গল্প শুনি। এই ফোনালাপের ভিত্তিতে শিক্ষককে দায়ী করার সুযোগ নেই; কিন্তু প্রশ্ন তো থাকেই। এর বাইরেও বিস্তর অভিযোগ শিক্ষকদের নামে। সেই ফেনীর মাদরাসাছাত্রী হত্যা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও এমন এমন ঘটনা বেরোচ্ছে যে ভরসার ক্ষেত্রটা ক্রমেই সংকুচিত।

একজন শিক্ষক বদলি বা অন্য কোনো কারণে শহর ছেড়ে যাচ্ছেন। কয়েকজন সহকর্মী তাঁকে তুলে দিতে এসেছেন। বিদায়ি সম্ভাষণ শেষে ট্রেন ছাড়ল। তারপর একজনকে দেখা গেল চিন্তিত ভঙ্গিতে বসে। কেউ একজন জানতে চাইল, 'স্যার, সবাই চলে গেল। আপনি গেলেন না যে...'

'সমস্যা হয়েছে কি, আমারই আসলে যাওয়ার কথা ছিল। ওরা এসেছিল আমাকে তুলে দিতে। কিন্তু ওরা ট্রেনে চেপে বসাতে আমি ভাবলাম, বোধ হয় ওদেরই যাওয়ার কথা।'

'বলেন কী?'

'এখন মনে পড়ছে আমার যাওয়ার কথা ছিল। ভালো মুশকিল হলো।'

'কী আর করা, আপনি তাহলে বাসায় চলে যান। পরের ট্রেনে না হয়...'

'তা করা যায়; কিন্তু বাসায় গিয়ে কী হবে, আমার জিনিসপত্রও যে সব ওরা নিয়ে গেছে।'

অনেকের কাছে বেখেয়ালির গল্প। কিন্তু এটা সেই শিক্ষকদের গল্প, যাঁরা আসলে জাগতিক বিষয়ে খুব উদাসী ছিলেন। ধ্যান-জ্ঞান ছিল একটাই। পড়ানো। শেখানো। সমাজ আর জগতে আলো জ্বালানো। এই বিশেষ নির্লোভ বোধে কিভাবে নিজেদের আবদ্ধ রাখতেন এঁরা? কারণ কি এটাই যে, তখন রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ হতো না! নইলে অভাব-অনটন এসব তো তখনো ছিল। এই চাকরি কোনো দিনই আকর্ষণীয় ছিল না। এখন বরং কোথাও কোথাও যথেষ্ট অর্থকড়ি (বাকি অংশ ২৯ পাতায়) মেলে।

স্ম্রাট আলাউদ্দিন খিলজি এবং ‘অকৃতজ্ঞ’ ভারতবাসী!



গোলাম মাওলা রনি

সরকার ঘোষিত চলমান কঠোর লকডাউনের সময় আমার অতি পুরোনো কিছু অভ্যাস আবার পেয়ে বসেছে। জন্মগতভাবেই অনুগত ও একান্ত বাধ্য থাকার অভ্যাস রপ্ত করেছি পারিবারিক অনুশাসনের কারণে। ফলে সরকার, রাষ্ট্র, আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অথবা ময়মরুব্বিরা যদি কোনো হুমুক জারি করেন তবে অভ্যাসবশত তা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেই। এই কারণে করোনাকালে সরকার যত বিধিনিষেধ আরোপ করেছে তার সবই সাধ্যমতো পালন করার চেষ্টা করছি। নিজেকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছি এবং নেহায়েত দরকার না পড়লে বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা– জানালা দিয়ে রাস্তার দৃশ্য দেখার চেষ্টাও করিনি। এসব করতে গিয়ে অর্থাৎ সরকারের বিধিনিষেধ মান্য করতে গিয়ে আমার শরীর, মন ও মস্তিষ্কের ওপর এক নিদারুণ চাপ পড়ে। কারণ বোধবুদ্ধি হওয়ার পর থেকে সর্বদা নিজেকে ব্যস্ত রাখতে অভ্যস্ত। সুতরাং ঘরে বসে থাকা আমার জন্য রীতিমতো ভয়ঙ্কর এক ‘আজাব’ যা আমার সব সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে দেয়।

উল্লিখিত অবস্থায় বদ্ধ ঘরে নিজের শরীর-মন-মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখার জন্য অনেক কাজ করি। প্রথমত, গৃহকর্মে গৃহিণীকে সাহায্য করি। তারপর গৃহিণীর শরীর স্বাস্থ্যও যেন ভালো থাকে এ জন্য তাকে বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক ভিডিও দেখাই, বই পড়ি, ব্যায়াম করি; ইবাদতের ফরজ আমলের পাশাপাশি নফল আমলগুলো সাধ্যমতো করি। কিন্তু তার পরও হাতে বেসুমার সময় থেকে যায়। এর কারণ হলো– সাধারণত রাত সাড়ে ৩টায় ঘুম থেকে উঠি এবং রাত ১১টার মধ্যে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। কোনো কোনো দিন দুপুরের দিকে একটু ঘুমাই যদি হাতে তেমন কাজ না থাকে অথবা শরীরে ক্লান্তি থাকে। অন্যথায়, সারা দিন-রাতে আমার হাতে প্রায় ২০ ঘণ্টা সময় থাকে কাজ করার জন্য এবং প্রায় ৩৫ বছর ধরে একই শিডিউলে এবং একই মডিউলে জীবন পরিচালনা করে যাচ্ছি।

করোনাকালে এমনিতেই আমার কাজের পরিধি কমে গেছে। তার ওপর, লকডাউন হলে তো কথাই নেই। অফিস বেশির ভাগ সময় বন্ধ থাকে। সামাজিক যোগাযোগ একেবারেই বন্ধ। খুব প্রয়োজন না হলে ফোনেও কথা বলি না। তাছাড়া আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস হলো, টেলিফোন আলাপ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করা এবং সাধারণত ৩০ সেকেন্ড থেকে এক-দুই মিনিটের মধ্যে টেলিফোনের কথোপকথন শেষ করি। সুতরাং সরকারের চলমান কঠোর লকডাউন আমাকে কোন পরিস্থিতিতে ফেলেছে তা আশা করি, সম্মানিত পাঠক বুঝতে পেরেছেন।

উপরিউক্ত অবস্থায় নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য কৈশোর ও যৌবনের প্রথম পর্যায়ের দিনগুলোর মতো আগ্রহ ভরে দেশ-বিদেশের সিনেমা দেখতে শুরু করি। ল্যাপটপ-আইপ্যাড বা মোবাইলে নিজের পছন্দ মতো সময়ে ধীরে সুস্থে ইদানীংকালে প্রযুক্তির কল্যাণে যেভাবে সিনেমার মতো লম্বা ভিডিও দেখা সম্ভব তা কয়েক বছর আগে কল্পনাও করা যেত না। যেমন ধরুন– ল্যাপটপে একটি ইংরেজি সিনেমা আধা ঘণ্টা ধরে দেখলাম। তারপর ল্যাপটপ বন্ধ করে অন্য কাজ করলাম। এরপর আমার অন্য ডিভাইস অর্থাৎ আইপ্যাড বা মোবাইলে যখন একই সিনেমাটি দেখতে চাইব তখন প্রযুক্তি আমাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই সিনেমাটির কাছে নিয়ে যাবে এবং ল্যাপটপে যেখানে আমি বিরতি দিয়েছিলাম, ঠিক সেই স্থান থেকে দেখার ব্যবস্থা করে দেবে। ফলে সিনেমা বা কোনো ভিডিও উপভোগ এখন অনেক অনেক সহজ হয়ে গেছে এবং সেই সুযোগ গ্রহণ করে বিশ্বের হিট-সুপারহিট বাণিজ্যিক, ফিচার কিংবা প্রামাণ্য চলচ্চিত্রগুলো একের পর এক উপভোগ করে চলেছি।

সিনেমা দেখার ক্ষেত্রে যখন হাল আমলের হিন্দি ব্লক বাস্টার ছায়াছবির কথা মনে আসে তখন আমার ছেলে-মেয়ের পরামর্শ নেই। কয়েক দিন আগে এমন এক পরিস্থিতিতে আমার মেয়ে নন্দিতা বলল বলিউডের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সঞ্জয় লীলা বানশালী নির্মিত ‘পদ্মাবতী’ সিনেমাটি দেখার জন্য। সিনেমাটি সম্পর্কে আমি আগেই জেনেছিলাম যে, ছবিটি নির্মিত হওয়ার পরপরই সমগ্র ভারতের



মুসলমানরা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল এবং সিনেমার সপক্ষে উগ্র হিন্দুরা উল্লাস করেছিল। তখনকার পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যটটুকু জেনেছিলাম তা হলো– পরিচালক বানশালী মধ্যযুগের কবি মালিক মোহাম্মদ জাইসী রচিত ‘পদুমাবৎ’ কাব্য অনুসরণে সিনেমাটি নির্মাণের কথা বললেও বাস্তবে তিনি অনেক মনগড়া কাহিনী এমনভাবে সংযুক্ত করেছেন যার ফলে খিলজি বংশের মহান শাসক স্ম্রাট আলাউদ্দিন খিলজিকে দর্শকরা একজন উন্মাদ ও বিকৃত রুচির সমকামী এবং বহুগামী বিবেকহীন ‘যৌনদানব’ হিসেবে দেখতে পাবে।

সঞ্জয়লীলা বানশালী বর্তমানে বলিউডের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ধনী চলচ্চিত্র পরিচালক। তার বেশির ভাগ সিনেমা সুপার-ডুপার হিট হয় এবং কোনো কোনোটি বক্স অফিস মাতিয়ে হাজার কোটি রুপি কামিয়ে নেয়। তার সিনেমার জাঁকজমকপূর্ণ সেট, জমজমাট নাচ-গান, নায়ক-নায়িকা সিলেকশন এবং লোকেশনের কারণে একটি রাজসিক আবহ তৈরি করে বটে। তবে তিনি যেভাবে কাহিনীর বিকৃতি ঘটান তা অন্য কোনো পরিচালক হলে সাহসই পেতেন না। তার নির্মিত ‘দেবদাস’ সিনেমার মাধ্যমে তিনি অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মূল কাহিনীকে যেভাবে বিকৃত করেছেন তা যদি শরৎচন্দ্র দেখতেন তবে নির্ঘাত আত্মহত্যা করতেন। অন্য দিকে একই কাহিনী নিয়ে নির্মিত দিলীপ কুমার, সুচিত্রা সেন, বৈজয়ন্তী মালা অভিনীত দেবদাস অথবা কলকাতায় নির্মিত প্রমথেশ বড়ুয়া অভিনীত দেবদাসের শিল্পমানের সঙ্গে সঞ্জয়লীলা বানশালীর দেবদাসের যদি তুলনা করা হয় তবে আপনি বানশালীকে কোনো নম্বরই দিতে পারবেন না। অথচ তার দেবদাস সিনেমাটি সর্বকালের রেকর্ড ব্রেক করে হাজার কোটি রুপি কামিয়ে নিয়েছে।

এ কারণে আমি বানশালীর সিনেমা সম্পর্কে আগ্রহী নই। তার ‘দেবদাস’ সিনেমাটি ১০-১২ বার চেষ্টা করেও পুরোটা দেখতে পারিনি। ১০-১২ মিনিট দেখার পরই আগ্রহ হারিয়ে দেখা বন্ধ করে দিয়েছি। কিন্তু তার পদ্মাবতী যখন দেখতে শুরু করলাম তখন শেষ না করে উঠতে পারলাম না। এই একাগ্রতা বা আগ্রহের মূল কারণ ছিল মূলত আমার ক্ষোভ এবং রাগ। কাহিনীর শুরুতে যখন দেখলাম, ইতিহাস বিকৃতি শুরু হয়েছে এবং ভারতে মুসলিম শাসনকে অপমানিত করা হচ্ছে তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিনেমাটি শেষ পর্যন্ত দেখলাম কেবল বানশালীর উগ্র হিন্দুত্ববাদী মনোভাব এবং মুসলিমবিদ্বেষী মনোভাবের সীমা-পরিসীমা আন্দাজ করার জন্য।

ছবির কাহিনী দেখে রাগ করেছিলাম এ কারণে যে, পদ্মাবতী বা পদুমাবৎ কাব্য সম্পর্কে সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই জেনেছিলাম। একই সময়ে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি সম্পর্কেও ঊনবিংশ শতাব্দীর লিখিত একটি দুষ্প্রাপ্য ইতিহাসের বইতে বিস্তারিত পড়েছিলাম এবং সেখানে সুলতানের একটি পোর্টেটও দেখেছিলাম, যা তার জীবদ্দশায় অঙ্কিত হয়েছিল। ইতিহাস মতে, মালিক মোহাম্মদ জাইসী পদুমাবৎ রচনা করেন ১৫৪০ সালে অর্থাৎ আলাউদ্দিন খিলজির মৃত্যুর ২২৪ বছর পর। মধ্যযুগের পুঁথি-সাহিত্যের মতো করে তিনি মধ্যযুগীয় হিন্দুস্তানি ভাষায় (যা আওয়াধি ভাষারূপে পরিচিত ছিল) পদুমাবৎ কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য গ্রন্থটি ছিল সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং তিনি তার কাব্যের কোথাও আলাউদ্দিন খিলজির নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি।

ভারতের ইদানীংকালের যে হিন্দি ভাষার জয়জয়কার চলছে তা কিন্তু বাংলা ভাষার চেয়ে অনেক নবীন। কাজেই মধ্যযুগে লিখিত পদুমাবৎ আধুনিক হিন্দিতে অনুবাদ করতে গিয়ে শত শতবার বিকৃত করা হয়েছে। ফলে হিন্দিতে যে পদুমাবতের আদিরূপ রয়েছে তার সঙ্গে আওয়াধী ভাষায় রচিত পদুমাবতের খুব কমই মিল রয়েছে। অধিকন্তু ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায়, তা হলো লেখক মালিক মুহাম্মদ জাইসী তার জমানার অত্যন্ত নামকরা সুফি সাধক ছিলেন। কাজেই একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসেবে তিনি কোনো অবস্থাতেই একজন মহান মুসলিম শাসকের চরিত্র হরণ করে কিছু লিখতে পারেন না। সুতরাং মালিক মুহাম্মদ জাইসীর নাম ব্যবহার করে পরিচালক বানশালী যা করেছেন তা রীতিমতো গর্হিত অপরাধ এবং তার এই কর্মের ফলে নিরীহ দর্শকরা একজন মহান শাসক সম্পর্কে সত্য জানা থেকে বঞ্চিত রয়েছে যিনি না হলে ইতিহাস থেকে দিল্লির নাম মুছে যেত এবং আজকের যে অখন্ড ভারত তা কোনোভাবেই গঠন করা সম্ভব হতো না। সুতরাং ভারতবাসীর মধ্যে যারা ইতিহাস জানেন তারা সবাই সুলতান আলাউদ্দিন খিলজিকে ভারতবর্ষের সর্বকালের মহানায়কদের অন্যতম মনে করেন এবং এ কারণে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর নেহরু সরকার রাজধানী দিল্লির প্রধানতম একটি সড়কের নামকরণ করেন ‘খিলজি রোড’ হিসেবে।

ভারতের বর্তমান উগ্রবাদী বিজেপি সরকার যেভাবে মুসলিমবিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এবং অতীতের গৌরবময় মুসলিম শাসন সম্পর্কে ভারতবাসীকে যেভাবে অকৃতজ্ঞ বানাবার মাস্টার প্লান তৈরি করেছে তারই অংশ হিসেবে সঞ্জয়লীলা বানশালী পদ্মাবতী সিনেমাটি তৈরি করে থাকতে পারেন। কারণ তিনি খুব ভালো করেই জানেন যে, চেঙ্গিস খানের পুত্র চাগতাই খানের নির্দেশে ১২৯৭ সাল থেকে ১৩০৬ সাল অবধি প্রায় প্রতি বছরই দুর্ধর্ষ-মোঙ্গলরা ভারতবর্ষের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালায়। প্রতিটি যুদ্ধেই মোঙ্গলরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। একমাত্র ভারতবর্ষের সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ছাড়া তৎকালীন দুনিয়ার কোনো সুপার পাওয়ারই মোঙ্গল বাহিনীর সামনে টিকেনি। মোঙ্গলদের আক্রমণে অনেক বড় বড় রাজধানী ইতিহাসের পাতায় আছে কিন্তু ভুগোল থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে। কত রাজা, কত সেনাপতি, কত সৈন্য কিংবা কত মানুষ যে আহত-নিহত হয়েছেন তা আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেননি।

ঐতিহাসিকরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, আলাউদ্দিন খিলজির মতো প্রতিভাধর সাহসী যোদ্ধা যদি দিল্লির সিংহাসনে না থাকতেন তাহলে ভারতবর্ষে মোঙ্গলদের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারত না। সে ক্ষেত্রে মোঙ্গল আক্রমণে দিল্লির অস্তিত্ব বিলীন হতো, কোটি কোটি ভারতবাসী মারা পড়ত এবং ভারতবর্ষ চীনের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হতো। এ কারণে বিবেকবান ভারতবাসী ঐতিহাসিক দায় মেটানোর জন্য সর্বদা আলাউদ্দিন খিলজির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অন্য দিকে, আধুনিক ভারতের যে মানচিত্র তা মোটামুটি স্ম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির সময়কার সাম্রাজ্যের প্রতিরূপ।

অর্থাৎ তিনিই ভারতের ইতিহাসে একমাত্র শাসক যিনি আধুনিককালের মতোই সরাসরি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ওপর দিল্লির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মতো বিখ্যাত স্ম্রাটরা দক্ষিণ ভারতের একাংশের ওপর পরোক্ষ শাসন কায়েম করেছিলেন বটে; কিন্তু কেউই স্ম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির মতো সরাসরি অবিভক্ত ভারতবর্ষের ওপর কেন্দ্রীয় শাসন বহাল করতে পারেননি।

রাজ্য জয়, মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করা, কেন্দ্রীয় শাসন, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন, রাজস্ব নীতি, বিচারব্যবস্থা এবং জনহিতকর কাজে স্ম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির যে কৃতিত্ব তার জন্য ভারতবাসীর উচিত এই মহান শাসকের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকা। কিন্তু সঞ্জয়লীলা বানশালীর ‘পদ্মাবতী’ সিনেমার কারণে অনেক ভারতীয়ের ওপর শয়তানের আছর পড়বে। তারা একজন মহান শাসককে তার প্রাপ্য মর্যাদা না দিয়ে তাকে উন্মাদ যৌনদানব ভাববে এবং নিজেদের অকৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ে পরিণত করবে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

অনুপ্রবেশকারীরাই আওয়ামী লীগের চ্যালেঞ্জ

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর একটানা তৃতীয় মেয়াদ পার করছে। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা এবং তার পরিবারের নাম ব্যবহার করে ভুঁইফোঁড় অসংখ্য সংগঠন গড়ে উঠেছে। সংগঠনগুলোর কর্মকান্ড নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মধ্যে আওয়ামী লীগ বারবারই বলে এসেছে, তাদের গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করা সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ছাড়া বাকি কোনো সংগঠনের সঙ্গে দলটির কোনো সম্পর্ক নেই। আওয়ামী লীগের উপক-মিটি থেকে সদ্য বহিস্কার হওয়া হেলেনা জাহাঙ্গীরের আওয়ামী চাকরিজীবী লীগ নামক একটি সংগঠন নিয়ে সমালোচনা শুরু হয় ব্যাপকভাবে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় এক যুগে গড়ে ওঠা ৭৩টি সংগঠনের নাম পেয়েছে আওয়ামী লীগ। আবার আওয়ামী লীগই বলছে, এর বাইরে আরও অনেক সংগঠন আছে, যেগুলোর কথা তাদের জানা নেই। সুযোগসন্ধানী এসব সংগঠনের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোনো সম্পর্ক নেই মর্মে আলোচনাও শুনছি দায়িত্বশীল সূত্র থেকে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এসব ভুঁইফোঁড় সংগঠনের সঙ্গে যুক্তদের বেশিরভাগই অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠন থেকে আসা। সরকারি দলের সুবিধাপ্রাপ্তির আশায় নামে-বেনামে এমন অনেক সংগঠন ক্ষমতাচর্চার খেলায় মেতে উঠেছে।

ইতোপূর্বে জামায়াত-শিবির থেকে আওয়ামী লীগে পদ পাওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন দেখেছি। ওইসব প্রতিবেদন দেখে প্রথম দিকে শঙ্কিত হতাম। তবে এখন মোটেও শঙ্কিত হই না। কারণ ইদানীং প্রায় প্রতিটি কমিটি কিংবা উপকমিটিতে এমন অনুপ্রবেশকারীদের পদপ্রাপ্তির বিষয়টি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। জামায়াত-শিবির থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অনেকেই নিজেদের গা বাঁচানোর লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের পদ লাভ করার চেষ্টায় মত্ত আছে। অথচ যারা দীর্ঘদিন থেকে মূল সংগঠনে আছে তাদের অনেকেই রাজনীতিতে সুবিধা করতে পারছে না। অনুপ্রবেশকারীদের পদ পাওয়ার বিষয়টি প্রকৃত আওয়ামী আদর্শের মানুষদের ব্যথিত করে তুলছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকদের এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখছি।

’৭৫-পরবর্তী সময়ে যারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধাচরণসহ দলটির নেতাকর্মীদের নানাভাবে শোষণ করার চেষ্টা করেছে তাদের অনেকেই এখন দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে। ইদানীং নানাভাবে শোনা যায়, অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ কিংবা এর ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলোতে পদবাণিজ্য হচ্ছে। আওয়ামী লীগের সভাপতি ৭৫-পরবর্তী সময়ে নির্যাতিত আওয়ামী লীগারদের কমিটি গঠনে অগ্রাধিকার প্রদানের বার্তা দিলেও সেটি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

ইতোমধ্যেই আওয়ামী লীগের উপকমিটির পদ-পদবি নিয়ে বেশ কয়েকবার বিতর্কিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে মূল দলকে। যখন আমরা কোনো ব্যক্তির ক্ষমতার অপচর্চা এবং বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করি, তখন তার গোড়া খুঁজতে গেলেই অনুপ্রবেশ চরিত্র কিংবা অন্যায্য ও অনৈতিক রাজনৈতিক পদপ্রাপ্তির বিষয়টি সামনে চলে আসে। কিছুদিন আগে সাহেদকান্ডের ঘটনাতেও এমন পরিস্থিতি অবলোকন করেছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার কৌতূহল হলো, আরও কতই না বিতর্কিতরা এমন পদ বাগিয়ে বসে আছে! পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, দ্রুতই আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে চিরুনি অভিযান করে অনুপ্রবেশকারী খুঁজে দেখা। এতে অন্তত প্রকৃত আওয়ামী লীগারদের মূল্যায়নের সুযোগ তৈরি হবে।

বর্তমানে দেশে যে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ চর্চা শুরু হয়েছে, তাতে একজন ব্যবসায়ী কোনো রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াই দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে চলে যাচ্ছে। এমনকি ইদানীং এমন কিছু ব্যক্তিকে দলের পদ-পদবি দেওয়া হচ্ছে, যারা নিজেরাই নিজেদের সুবিধা নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

রাজনীতি বিজ্ঞানের তত্ত্বে রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য হলো নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং বৈধভাবে ক্ষমতায় যাওয়া। আর এ জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নিজেদের আদর্শ ও লক্ষ্য ঠিক রেখে কর্মী-সমর্থক বাড়াতে চায়। সাধারণত ধরে নেওয়া হয়, যে দলের কর্মী-সমর্থক যত বেশি এবং যে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি যতটা মজবুত, সেই দল ততটাই শক্তিশালী।

বেশ কয়েক বছর আগে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সংগঠনে কাউয়া (কাক) ঢুকছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। দলের হাইকমান্ডের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও যারা এই অনুপ্রবেশ-সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়ক হিসেবে দুঃসাহস দেখাচ্ছে, তারা দলের প্রকৃত মিত্র কিনা তা নিয়ে ভাবতে হবে। যাদের দলের গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হচ্ছে কিংবা দলে প্রবেশ করানো হচ্ছে, তারা কি আদর্শিকভাবে কখনোই আওয়ামী লীগকে মেনে নিতে পারবে? যারা জামায়াত-বিএনপি থেকে এসে আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ পদধারী হয়েছে কিংবা হচ্ছে, তারা কি প্রকৃতপক্ষেই আওয়ামী লীগার হচ্ছে? তারা কি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মনেপ্রাণে কখনোই লালন করতে পারবে?

দলের সাংগঠনিক দিককে মজবুত করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সাংগঠনিক ভিত্তিকে মজবুত করার নামে কোনো অনুপ্রবেশকারীকে হঠাৎ করে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করার বিষয়টি খুব বেশি ইতিবাচক কিনা তা নিয়ে বিশেষভাবে ভাবতে হবে। দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক সক্ষমতা, আদর্শিক এজেন্ডা এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বের প্রত্যাশার সঙ্গে দলগুলোর সেই আদর্শিক এজেন্ডার সামঞ্জস্যতার প্রশ্ন, আঞ্চলিক ও ভূরাজনীতির নতুন প্রয়োজনসাপেক্ষে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাকেন্দ্রিক অবস্থান একটি নতুন বাস্তবতা। এ অবস্থায় নানান ফাঁকফোকর দিয়ে দলের আদর্শে বিশ্বাসী নয়, এমন বহু নীরব ঘাতক দলটিতে স্থান করে নিচ্ছে। তবে দলটির নানান স্তরে সেই রং দূষণকারী উপাদানের উপস্থিতি দলটির ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দিতে পারে। এই দূষণকারীদের সংখ্যা দলে যত বেশি বাড়বে, দলটির রাজনৈতিক আচরণের পরিবর্তন তত বেশি স্পষ্ট হবে। দলটি এখন কিছুটা হলেও দূষণকারীদের চ্যালেঞ্জের প্রারম্ভিক পর্যায়ে রয়েছে। দলটির আদর্শিক কর্মসূচি কিছুটা হলেও এড়িয়ে চলার আত্মঘাতী প্রবণতা কিংবা যা করা দরকার তা না করার প্রবণতা প্রায়ই প্রতীয়মান হয়। এখন যারা ঐতিহ্যবাহী আওয়ামী লীগের আদর্শকে অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দিয়ে দলের ভাবমূর্তিকে খাটো করছে তারা আসলেই আদর্শের শুভাকাঙ্ক্ষী কিনা, তা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। এমনকি যারা আদর্শকে কলুষিত করার খেলায় নেমেছে তাদের চিহ্নিত করে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী দলকে আরও অধিকতর পরিশুদ্ধতার দিকে নিতে পারার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করাই আগামী দিনের অন্যতম লক্ষ্য ধরা উচিত।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মানব পাচার রোধে চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা

ড. তাসনিম সিদ্দিকী

আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে ২৭ জুলাই ছিল আরেকটি কালো দিন। ওই দিন ইউরোপগামী ৫৭ জন মানুষ ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে প্রাণ হারান। এর ঠিক পাঁচ দিন আগে গত ২২ জুলাই লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি যাওয়ার পথে তিউনিসিয়ার সমুদ্রতটে নৌযানডুবিতে ১৭ জন বাংলাদেশি অভিবাসীর মৃত্যু ঘটে। ২০২১ সালের জানুয়ারী হতে এ পর্যন্ত ভূমধ্যসাগর রুটে নৌযানডুবিতে প্রায় ৯৭০ মানুষের জীবনাবসান হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর ঘটনা আমাদের ব্যথিত না করে পারে না। এই পরিস্থিতিতে আজ আমরা পালন করছি আন্তর্জাতিক মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস।

এ বছর আন্তর্জাতিক মানবপাচার প্রতিরোধ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-ওভুক্তভোগীর কণ্ঠস্বর আমাদের পথ দেখাক্স। প্রশ্ন হলো, গত ২৭ জুলাই যে ৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে কিংবা বিগত সময়ে নৌকাডুবিতে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের কণ্ঠ কি আদৌ পথ দেখিয়েছে? এটাই ভাবার বিষয়। এ ধরনের একেকটি ঘটনার পর সংবাদমাধ্যমে খবর হয় এবং মানব পাচার চক্রের সদস্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। মাঝেমধ্যে তাদের গ্রেপ্তারের তথ্যও সংবাদমাধ্যমে প্রচার হয়। গ্রেপ্তারের কিছুদিন পরই তারা জামিনে ছাড়া পায়। সামান্য সংখ্যকের হয়তো বিচার হয়। কিন্তু মানব পাচার চক্রের মূলওগডফাদারক্স বা মূল হোতাদের চেহারা আমরা কখনই দেখতে পাই না। শত শত মৃত অভিবাসীর চেয়ে এই গডফাদারদের কণ্ঠহীন কণ্ঠ অনেক বেশি শক্তিশালী।

২০১২ সালে বাংলাদেশে মানব পাচারবিরোধী আইন হয়েছে। ২০১৭ সালে এই আইনের অধীনে বিধি তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি বিশেষ আদালত গঠন করা হয়েছে। কিন্তু নারী ও শিশু পাচার এবং ভূমধ্যসাগর দিয়ে ইউরোপের পথে মানবপাচার রোধে আইনের কার্যকর প্রয়োগ আমরা দেখতে পাইনি। মানব পাচার নিয়ে সবার মধ্যে উদ্বেগ কাজ করছে, সরকারও ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু আমরা ফলাফল পাচ্ছি না। ২০২০ সালের মার্চে পৃথিবীব্যাপী কভিড-১৯-এর বড় ধাক্কা আসে। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে রামরু এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, কভিড-১৯-এর কারণে বৈধ পথে অভিবাসনের সুযোগ কমে যাবে এবং বহু মানুষকে আগামীতে অভিবাসনের দেশগুলো থেকে ফিরে আসতে হবে। এর ফলে পরবর্তীকালে মানব পাচার বহুলাংশে বেড়ে যাবে। এখন আমরা সেই বাস্তবতাই দেখতে পাচ্ছি। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আমাদের তৎপর হতে হবে।

আমরা জানি, পাচার চক্র শুধু একটি রুট ব্যবহার করে না। তারা বিভিন্ন রুট ব্যবহার করে অভিবাসন ইচ্ছুকদের সুদান, লিবিয়া কিংবা অন্য কোনো দেশে পৌঁছে দেয়। ওইসব দেশে পৌঁছে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর অন্য আরেক চক্রের সাহায্য নিয়ে খুবই বিপদসংকুল জলপথে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা



করে। প্রশ্ন হলো, এই মানুষগুলো তো আকাশপথেই লিবিয়া কিংবা সুদানে যাচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা ভ্রমণ ভিসায় ওইসব দেশে যাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে সাধারণত এসব দেশে কেউ ভ্রমণে যায় না, সহজেই বোঝা যায় যারা এই ভিসা ব্যবহার করছে তাদেরও বিদেশে ভ্রমণ করতে যাওয়ার কথা নয়। এই দুটি বিষয় আমলে নিলেই খোলাসা হয়ে যায় তাদের উদ্দেশ্য আসলে কী। বিষয়টি আমরা যেমন বুঝতে পারি, আমাদের ইমিগ্রেশন শাখার কর্মকর্তাদের এটি বোধগম্য না হওয়ার কথা নয়। তাহলে তারা কেন এ ধরনের অনিশ্চিত যাত্রা বন্ধ করতে পারছেন না? অনেকেই মনে করেন এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় কাজ করে। এক. ইমিগ্রেশন অফিস মনে করে তারা কাজের জন্য বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে তাই চলে যাক। দুই. এই প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতি বা আর্থিক লেনদেন থাকতে পারে বলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ফলে অবৈধ পথে অভিবাসনের গতি অব্যাহত রয়েছে।

মানব পাচারের একটি লিঙ্গভিত্তিক দিকও রয়েছে। ইউরোপের দেশগুলোতে মূলত পুরুষরা পাচারকারীদের সহায়তা নিয়ে অভিবাসিত হতে চাচ্ছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে আটকেপড়া অভিবাসীদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাদের বেশির ভাগই বিভিন্ন মফস্বল এলাকার মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বল্পশিক্ষিত মানুষ। তবে একেবারেই প্রত্যন্ত এলাকার অশিক্ষিত মানুষও যে সেখানে যায় না, তা নয়। তাদের অনেকেই জমিজমা বিক্রি করে, সুদে টাকা নিয়ে কিংবা আত্মীয়স্বজনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে অভিবাসনের অর্থ সংগ্রহ করে। সুতরাং বলা যায়, পরিবার ও সমাজ সচেতন হলে এবং ইমিগ্রেশন শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ একটু কঠোর হলে এ ধরনের অভিবাসন কিছুটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

নারী শ্রমিকাদের একাংশ বৈধ পথে বিএমইটির ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশে গেলেও আরেক অংশ অনিয়মিত অভিবাসী হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যাচ্ছে। পরবর্তীকালে তারা পাচারের মতো প্রক্রিয়ায় পড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে অভিবাসনের নামে নারীদের ওইসব দেশে নিয়ে যৌনকর্মে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়া, বাংলাদেশ থেকে অনেক নারীকে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় পাচার করা হচ্ছে। আমরা কিছুদিন আগে ব্যাঙ্গালুরুর ঘটনাটি জেনেছি। এই নারীদের অভিবাসনের নাম করে সেখানে নিয়ে বিক্রি করা হয়েছে। বিদ্যমান সার্ক কনভেনশনকে কার্যকর করে ভারতে পাচার হওয়া নারীদের দ্রুত ফেরত আনতে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। মধ্যপ্রাচ্য থেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে ফেরত আসা নারীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে হবে তারা কার মাধ্যমে অভিবাসন করেছিল। এটা করা গেলে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ট্রাভেল এজেন্সি, অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সি বা অসাধু কর্মচারীর সিন্ডিকেটকে জবাবদিহিতার ভেতরে আনা সম্ভব হবে। এই কাজ যে খুব কঠিন নয়, তা আমরা জানি।

আমরা মানব পাচারবিরোধী দিবস পালন করি। বিভিন্ন ফোরামে এ নিয়ে কথা বলি। মানব পাচার ও শ্রমিক পাচার রোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এখনও ততটা তীব্র নয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছা তীব্র হলে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমনের মতো মানব পাচার রোধেও কঠোর ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যেত। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে সত্যিকার অর্থেই মানব পাচার রোধ করা যেত।

আমাদের মানব পাচারবিরোধী আইনের অধীনে ছয় হাজারের বেশি মামলাও হয়েছে। কিন্তু এসব মামলায় খুব বেশি রায় হয়নি। যে মামলাগুলোর রায় হয়েছে সেগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে আসামিরা খালাস পেয়েছে। আমরা জানি, মানব পাচার চক্র একক কোনো দেশে কাজ করে না। এটি আন্তর্জাতিক চক্র। মাদক ও অস্ত্রের পর মানব পাচার বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম ওআন্ডারগ্রাউন্ড্ব বাণিজ্য। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এই আন্তর্জাতিক চক্রগুলো ধরার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোও কার্যকর ভূমিকা রাখছে না। বিভিন্ন দেশে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আটকের পর তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যতটা তৎপর, এই চক্রগুলোকে ধরার ক্ষেত্রে তারা ততটা তৎপর নয়। দাতা সংস্থাগুলোও মূল জায়গায় কাজ করছে না বিধায় কোনো ইতিবাচক ফলাফল আসছে না।

মানব পাচারের আন্তর্জাতিক চক্রগুলো পরিচালিত হয় উন্নত রাষ্ট্র থেকে। ওইসব রাষ্ট্রে আবার শ্রমিক চাহিদাও রয়েছে। কিন্তু ওইসব দেশ বৈধভাবে অভিবাসী গ্রহণ করে না। ফলে অনেকেই অবৈধ অভিবাসনে উৎসাহিত হয়। এই দেশগুলো তাদের অর্থনীতির প্রয়োজন অনুযায়ী অভিবাসী গ্রহণ করলে অবৈধ পথে বা অনিয়মিত অভিবাসন কমে আসবে।

লেখক: অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসন, রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু)

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে এগিয়ে নিতে হবে

সালাহউদ্দিন বাবর

বাংলাদেশেও এমন মানুষের সংখ্যা নেহায়েত কম নয় এবং আচরণেও কোনো হেরফের নেই যার শিকার অগণিত নিরীহ মানুষ। তাদের এ ধরনের স্বভাব দেখে এটাই মনে হয় দেশটা যেন তাদের ইজারায় রয়েছে, এর রূপরস সুষমা স্বাদ গ্রহণের এখতিয়ার একচ্ছত্রভাবে তাদের। এ কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু স্থানে মানুষের জীবন কাটে এসব ব্যক্তির কর্তৃত্বজনিত নানা ভোগান্তির মধ্যে।

প্রতিকারহীন এমন দুর্ভোগে বহু মানুষের পক্ষে নিজের মতো করে বাঁচা, নিজস্ব চিন্তাচেতনার প্রকাশ করা এতটাই নিরাপত্তাহীন। সে জন্য মূক আর বধির হয়েই থাকতে হয় তাদের। এসব ব্যক্তির কর্মকান্ডের প্রতিবাদ বা দ্বিমত করা হলে নানা হুমকির মুখে পড়তে হয়।

বিপুল আয়তনের এই বিশ্ব তখন যেন নিগ্রহের শিকার মানুষের জন্য এতটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে যে, যেখানে সেখানে তাদের বিচরণে নানা বাধা আর বিপত্তি। অথচ একজন বিশ্বাসী মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টি এই বিশ্বকে দেখে আনন্দ উৎফুল্লচিত্তে ভ্রমণ করা এবং তাঁর সৃষ্টিতে যত বৈচিত্র্য বিস্ময় রহস্য আর সৌন্দর্য অবলোকন করার কথা তিনি বলেছেন যাতে তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্য দেখে মানুষের তাঁর প্রতি বিশ্বাস হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত, চিত্ত বিগলিত হয়। স্রষ্টা বিশ্বের বিশ্বাসী এবং বিনীত মানুষ ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

অপর দিকে অবস্থাসম্পন্ন মানুষ বিশ্বের বঞ্চিত মানুষকে বৈষম্য, নিপীড়ন করায় তাদের বিষবাষ্পের মধ্যে বাঁচতে হচ্ছে।

এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সহায়তাও তাদের জন্য দুর্লভ। বিশ্বের এমন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে জাতিসঙ্ঘ গা বাঁচাতে অতি সম্প্রতি পৃথিবীর মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটির মানবাধিকার বিষয়ক কাউন্সিলের প্রধান বলেছেন, বিশ্বের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। এর পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি চীন, রাশিয়া, ইরিত্রিয়ার উদাহরণ টেনেছেন। তার বক্তব্যে ছিল, বিশ্বের বহু স্থানে চরম দরিদ্রতা, বৈষম্য, বিচারহীনতার ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। সঙ্কুচিত হয়ে আসছে গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারের পরিসর।'

বিশ্ব সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের সরকার মুখে এবং তাদের সরকারি দলিলপত্রে মানবসত্তার অধিকার নিয়ে বহু নীতিবাক্য সংযোজিত করে রেখেছে। কাগুজে এসব আশ্বাস বাস্তবে কার্যকর হতে দেখা যায় না। সেজন্য অসংখ্য মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার শিকায় উঠে আছে। জাতিসঙ্ঘের সনদে এবং বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বহু অনুচ্ছেদ রয়েছে। সেসব নীতিকথা আর বাস্তব পরিস্থিতির কত যে ব্যবধান তা সবাই উপলব্ধি করে আর হতাশায় নিমজ্জিত হতে হয়।

বিশ্বের প্রতিটি মানবসন্তান এই ধরায় আসে বেঁধে দেয়া একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এটাই বিধাতার নিয়ম তথা বিধান। যেকোনো শিশু পৃথিবীতে আসার সাথে যে দেশের যে প্রান্তেই সে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, স্বতঃসিদ্ধভাবে কিছু মৌলিক অধিকারের হকদার হয়ে যায় সেই নবজাতক বা জাতিকা যা আন্তর্জাতিকভাবে স্থিরীকৃত। পৃথিবীর দুই শতাধিক রাষ্ট্রের সবারই দেশ পরিচালনার জন্য নানা বিধিবিধানসহ রয়েছে সর্বোচ্চ আইনগ্রন্থ, যা শাসনতন্ত্র বা সংবিধান হিসেবে অভিহিত। সেখানে জনগণের অধিকার সংক্রান্ত বহুধারা বা অনুচ্ছেদ সংযুক্ত রয়েছে। জাতিসঙ্ঘেরও সর্বজনীন মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি ঘোষণাও বিদ্যমান রয়েছে, যা ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর অনুমোদন লাভ করে। তার ভিত্তিতে ১৯৫০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। পৃথিবীর দেশগুলো বিভিন্ন সময়ে তাদের শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেছে। নানা নীতিবাক্য তাতে সংযুক্ত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশের শাসনতন্ত্র তথা সংবিধান গৃহীত হয়।

আগেই উল্লেখ করেছি প্রতিটি দেশের সংবিধান সে দেশের সর্বোচ্চ আইনগ্রন্থ। তা রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করার কথা। তবে বাস্তবে কোথায় তার কতটুকু কিভাবে অনুশীলন হয় সেটা জানা মুশকিল। বাংলাদেশেও সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইনের মর্যাদায় অভিষিক্ত। তাতে বলা আছে, এই আইনের পরিপন্থী কোনো আইন করা যাবে না। যদি কোনোক্রমে তেমন কোনো আইন প্রণীত হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে, সেই আইনের যতটুকু সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে ততটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে। সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত যেসব অনুচ্ছেদ রয়েছে, সে ক্ষেত্রেও এই গ্যারান্টি ক্লজ কার্যকর। মৌলিক মানবাধিকারের গুরুত্ব এভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে সংবিধানে। দেশে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিধিবিধানের অস্তিত্ব এবং তা কতটা বাস্তব রূপ নিতে পেরেছে বা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে জনগণের অধিকার কতটা রক্ষা পাচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন আছে।

আমাদের সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে কথা বলার আগে জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার সম্পর্কিত যে ঘোষণা তার সূচনা বক্তব্য থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এর লক্ষ্য পাঠকের জ্ঞান ও জানার যে পরিধি, তার সহযোগী হওয়া। তবে জাতিসঙ্ঘের সেই ঘোষণার মধ্য দিয়েই যেন তার দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে এমন ধারণা বদ্ধমূল। কেননা বিশ্বে মানবতার সঙ্কট নিয়ে কত মানুষ বিপন্ন আর লাঞ্ছনার শিকার তা বলে শেষ করা যাবে না। মানবিক মূল্যবোধের প্রতি সীমাহীন অবহেলা। সেটা বিশ্ব সংস্থার চেতনাকে অর্থহীন করে তুলেছে। যা হোক, মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসঙ্ঘের যে দীর্ঘ ঘোষণা তার খ-াংশ এখানে উদ্ধৃতি করছি। কেননা ঘোষণার পরিধি এত দীর্ঘ, তাতে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির কারণ হতে পারে। সেই ঘোষণায় সন্নিবেশিত রয়েছে, 'যেহেতু মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা ও সম-অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহের স্বীকৃতি বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির ভিত্তি, যেহেতু মানবিক অধিকারসমূহের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা মানবজাতির বিবেকের পক্ষে অপমানজনক বর্বরোচিত কার্যকলাপে পরিণতি লাভ করেছে এবং সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে এমন একটি পৃথিবীর সূচনা ঘোষিত হয়েছে যেখানে মানুষ বাক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ভয় অভাব থেকে নিষ্কৃতি ভোগ করবে, ...যেহেতু অধিকারসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়নে সহায়তা করা আবশ্যক; যেহেতু জাতিসঙ্ঘভুক্ত জনগণের সনদের মাধ্যমে মৌল মানবিক অধিকারসমূহ মানুষের মর্যাদা ও মূল্য এবং নারী ও পুরুষের সম-অধিকারের প্রতি আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং সামাজিক অগ্রগতি ও ব্যাপক স্বাধীনতা উচ্চতর জীবন মান প্রতিষ্ঠাকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' বিজ্ঞ পাঠক বুঝে নিন, এই বক্তব্যের সাথে বিশ্বের বিদ্যমান বাস্তবতার কত পার্থক্য।

সনদে বর্ণিত হয়েছে, 'মানব পরিবারের সকল সদস্যের', কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বের সব মানুষ কি সবাইকে এক পরিবারের সদস্য বলে স্বীকার করা হয়েছে? শ্বেতাঙ্গরা অশ্বেতাঙ্গদের তথা কৃষ্ণাঙ্গ পীত বর্ণের জনগোষ্ঠীকে কি তাদের এক পরিবারের সদস্য বা সহযোগী বলে স্বীকার করে? মাত্র কিছুকাল আগে পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের মানবিক মর্যাদা দিতে পর্যন্ত নারাজ ছিল।

জাতিসঙ্ঘের প্রভাবশালী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে মানবাধিকারে আস্থা ভালো নয়। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তো স্বয়ং একজন ভয়ঙ্কর বর্ণবাদী ছিলেন। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে কোনো রাখঢাক ছাড়াই বর্ণবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং সময়ে সময়ে বর্ণবাদীদের উসকে দিতেন। এমন এক বর্ণবাদী ব্যক্তিকে যারা সে দেশে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করেছিল তারা কি বর্ণবাদের আদর্শে দীক্ষিত নয়?

জাতিসঙ্ঘের সদর দফতর যে দেশে, সেই যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গরা ভীষণ বর্ণবাদী। তারা কৃষ্ণাঙ্গদের শুধু ঘৃণাই করে না, নিগৃহীত করে। মাত্র কিছু দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের এক শহরে জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সদস্য রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মম নির্যাতন করে এক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করেছে। গোটা বিশ্ব তা দেখেছে। তা ছাড়া কৃষ্ণাঙ্গ ও অন্যান্য বর্ণের মানুষের ওপর হরহামেশাই চলে নানা নিগ্রহ। অথচ জাতিসঙ্ঘের সনদে, সব সদস্যের 'সহজাত মর্যাদা ও সম-অবিচ্ছেদ্য অধিকার'সমূহের স্বীকৃতির কথা জোরালোভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

'মানবাধিকারসমূহের অবজ্ঞা আর ঘৃণা মানবজাতির বিবেকের পক্ষে অপমানজনক বর্বরোচিত কার্যকলাপে পরিণতি লাভ করেছে।' সনদের এমন সব চেতনা নিয়ে কাজ করার তাগিদ এই প্রতিষ্ঠানের প্রভাবশালী সদস্যদের মধ্যে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে কখনোই দেখা যায় না। মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে যে অভিযোগসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রয়েছে, তার চেয়েও আরো ভয়ানক অভিযোগ চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে রয়েছে।

আসলে বিশ্ব সংস্থা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার নখদন্ত কিছুই নেই, যা দিয়ে সে কাউকে আঁচড় দিতে পারে। শক্তি সামর্থ্যহীন বলে এই সংস্থার পক্ষে কিছুই করার নেই। সে শুধু নীতি নৈতিকতার দোহাই দিতে পারে। সদস্যরা এর কোনো গুরুত্ব না দিলেও তার কিছুই করার থাকে না।

বাংলাদেশ জাতিসঙ্ঘের সক্রিয় সদস্য। এই সংস্থার সভ্য হওয়ার আগে তাকেও সংস্থার সনদ ও অন্যান্য নীতিনির্দেশনার প্রতি সমর্থন, সহযোগিতা করা নিয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হয়েছে। এর অন্যথা করলে বাংলাদেশকে অন্যদের মতোই অভিযুক্ত হতে হবে। তেমন কোনো বিষয়ে অভিযোগ না থাকলেও মানবাধিকার আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে চরম গাফিলতির কথা নানাভাবে উঠে আসছে ক্রমাগতভাবে।

বিশ্বের অন্যতম এক বৃহৎ রাষ্ট্র ভারত, সে দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠদের অবিরাম অত্যাচার নির্যাতন চলে। তাদের ইবাদতের পবিত্র মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। জাতিসঙ্ঘ এসব বিষয়ে কখনোই কোনো ভূমিকা রাখা দূরের কথা; এমনকি কোনো বক্তব্য বিবৃতি পর্যন্ত দেয়নি। এসব বিবেচনায় নিলে বিশ্ব সংস্থার সনদের মর্যাদা গুরুত্ব থাকল কোথায়? এর পরও মুসলিম বিশ্ব কিভাবে বিশ্ব সংস্থার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আস্থা অক্ষুণ্ন রাখে? মুসলমানদের স্বতন্ত্র ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি রয়েছে, তাকে মুছে ফেলার শত চেষ্টা হচ্ছে ভারতে। মুসলমানদের বহু ঐতিহাসিক স্থাপনা ধ্বংসের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশ্ব বিবেক এসব নিয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

সৌজন্য প্রকাশ নিজেকে ছোট করে না

একেএম শামসুদ্দিন

দিন যতই যাচ্ছে করোনা পরিস্থিতি যেন ততই ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, করোনায় আক্রান্ত রোগী ও মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা দিনদিন হু হু করে বেড়ে চলেছে। ওদিকে মানুষও যেন পাল্লা দিয়ে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করে চলেছে।

দিন যতই যাচ্ছে করোনা পরিস্থিতি যেন ততই ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, করোনায় আক্রান্ত রোগী ও মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা দিনদিন হু হু করে বেড়ে চলেছে। ওদিকে মানুষও যেন পাল্লা দিয়ে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করে চলেছে।

করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হলেও এর উন্নতির লক্ষণ দেখছি না। ঈদের পর ২৩ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সরকার ঘোষিত কঠোরতম লকডাউনের কথা শোনা গেলেও তিন দিনের মাথায় ঢাকা ও অন্যান্য শহরের যে দৃশ্য দেখা গেছে, তাতে মনে হচ্ছে সরকার বরাবরের মতো কঠোর লকডাউনের ঘোষণা দিয়ে শৈথিল্যের পথেই পা বাড়িয়েছে।

ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। করোনায় শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ও মৃত্যুর হার আগের সব রেকর্ডকে ভঙ্গ করেছে। ২৭ জুলাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ঘোষণা অনুযায়ী আগের দিনের অর্থাৎ বিগত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২৫৮ জনের এবং শনাক্তের সংখ্যা পনেরো হাজারের মধ্যে ওঠানামা করছে।

করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা অনেকগুলো করণীয় বিষয়ের মধ্যে তিনটি বিষয়ে বেশ গুরুত্ব দিয়ে সেগুলো প্রতিপালনের আহ্বান জানিয়ে আসছেন; এগুলো হলো-সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরিধান করা এবং টিকা গ্রহণ করা। এখন একথা বলাই যায়, এই তিন বিষয়েই ব্যক্তি পর্যায় থেকে সরকারি পর্যায় পর্যন্ত আমরা অনেক ক্ষেত্রেই অবহেলা দেখিয়ে এসেছি।

বিশেষ করে নাগরিক হিসাবে প্রথম দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিপালন করা আমাদের সবারই দায়িত্ব। তবে টিকাদান কর্মসূচির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কোনো হাত নেই। এটি সরকার এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিন্তু টিকা আমদানির বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রথম থেকেই যে ভ্রান্তপথে চলেছিল তাতে টিকাদান কর্মসূচিই স্থবির হয়ে পড়েছিল।

এ নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি। তাদের সেই ভুলের মাসুল হিসাবে দেশের প্রায় ১৫ লাখ মানুষ টিকার প্রথম ডোজ নিয়ে আজও দ্বিতীয় ডোজের অপেক্ষায় আছেন। ভারত অগ্রিম টাকা নিয়েও টিকা সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় সরকার অন্যান্য উৎস থেকে টিকা পাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে সময় অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই কিছু করতে পারছিল না। সরকারের পাশাপাশি প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিরাও তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাংলাদেশের জন্য টিকা সংগ্রহের প্রাণান্ত চেষ্টা করে গেছেন।

এরই মধ্যে আমরা যেন আশার আলো দেখতে পেলাম। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও ব্যক্তি আমাদের সেই আশার আলো দেখিয়েছেন। তারা হলেন-যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত কার্ডিওলজিস্ট অধ্যাপক ডা. মাসুদুল হাসান, নেফ্রোলজিস্ট অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ সাদেক, কার্ডিওলজিস্ট ডা. চৌধুরী হাফিজ আহসান, জাতিসংঘের সাবেক সিনিয়র কর্মকর্তা মাহমুদ উস শামস চৌধুরী এবং কানাডায় বসবাসরত ডা. আরিফুর রহমান।

তারা প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে বাংলাদেশের প্রতি তাদের অকৃত্রিম দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করেছেন। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে সরকারি পর্যায়ে অনেক চেষ্টা করেও যখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে টিকা পাবে এমন দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারছিলেন না, তখন তারই অনুরোধে দেশপ্রেমিক এই চিকিৎসকরা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্লোবাল এক্সেস বা কোভ্যাক্স সদস্য ১৮১টি দেশের মধ্যে মাত্র ১৮টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন এবং বিনামূল্যে দেশে এ পর্যন্ত এক লাখ ছয় হাজার ডোজ ফাইজার ও ৫৫ লাখ ডোজ মডার্নার টিকা বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন। তারা এমনও ব্যবস্থা করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র কোভ্যাক্সের আওতায় যতবার টিকা দেবে, ততবারই বাংলাদেশ পাবে। টিকার এই সংকট মুহূর্তে এ প্রাপ্তি দেশের মানুষের জন্য যে বড় স্বস্তির কারণ, তা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশী চিকিৎসকরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে যখন টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছেন কিন্তু তখনো বাংলাদেশে প্রেরণ করতে পারেননি, ঠিক সে সময় থেকেই আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী একাধিকবার বিবৃতির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র থেকে টিকা আসছে বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করেছি, মাননীয় মন্ত্রীরা তাদের কোনো বক্তব্যেই এই টিকা পাঠানোর মূল নায়কদের কথা একবারের জন্যও উচ্চারণ করলেন না! বরং তারা এমনভাবে বক্তব্য দিয়েছিলেন যা শুনে বোঝার উপায় ছিল না মূলত কাদের প্রচেষ্টায় এই টিকাগুলো বাংলাদেশে এসেছে! বাংলাদেশি চিকিৎসকরা টিকা পাঠিয়েই বসে থাকেননি। তারা দুই কিস্তিতে মোট ৩৭৭টি পোর্টেবল ভেন্টিলেটরও পাঠিয়েছেন যার প্রতিটির মূল্য ১৫০০০ ডলার।

সে হিসাবে ভেন্টিলেটরগুলোর মূল্য গিয়ে দাঁড়ায় ৫৬ লাখ ৫৫ হাজার ইউএস ডলার যা বাংলাদেশী টাকায় প্রায় অর্ধ শতকোটি টাকার সমান! এই ৩৭৭টি ভেন্টিলেটরের মধ্যে ১২৭টি বারডেমের জন্য এবং ২৫০টি দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে।

গত ২৪ জুলাই ২৫০টি ভেন্টিলেটর বাংলাদেশে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এবিএম আবদুল্লাহ্ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বিমানবন্দরে ভেন্টিলেটরগুলো যখন গ্রহণ করেন, তখন দেশবাসী মিডিয়ার বদৌলতে একযোগে নেপথ্য নায়কদের কথা জানতে পারে।

অথচ এক সপ্তাহ আগেই বারডেমের জন্য যে ১২৭টি পোর্টেবল ভেন্টিলেটর পাঠিয়েছিলেন সে খবর কিন্তু মিডিয়ায় সম্পূর্ণ উহ্য রয়ে গেছে। ভেন্টিলেটরের স্বল্পতার জন্য চিকিৎসাসেবায় যে সমস্যা হচ্ছে, সে খবর আমরা আগেই জানি। দেশে বর্তমানে মাত্র ৬৬০টি ভেন্টিলেটর আছে, এর মধ্যে আবার ২৩টিই অকেজো। এই আকালের দিনে বিনামূল্যে ৩৭৭টি ভেন্টিলেটর পাওয়া যেন হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, দায়িত্বপূর্ণ পদে বসে আমরা প্রায়ই মুরব্বিদের একটি উপদেশবাণীর কথা ভুলে যাই। আমার বিশ্বাস বাল্যকালে সব পিতা-মাতাই তাদের সন্তানদের এই উপদেশটি শিখিয়ে থাকেন। উপদেশটি হলো, উপকারীর উপকার স্বীকার করা সৌজন্যেরই অংশ, আর সৌজন্য প্রকাশে নিজেকে ছোট করা হয় না।' একটি কথা বলতেই হয়, সৌজন্য প্রকাশের মাঝে যে সৌন্দর্য আছে তা যতদিন না একজন উপভোগ করতে পারবেন, ততদিন তিনি নিজ পদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেন না।

ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ সাদেকের পিতা শহিদ ডা. শামসুদ্দিনকেও ১৯৭১ সালের এপ্রিলেই হত্যা করা হয়। তিনি তখন সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের প্রধান ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে ডা. শামসুদ্দিন আহত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষের চিকিৎসার জন্য একটি মেডিকেল টিম গঠন করেন। এই টিমের প্রধান ছিলেন তিনি নিজেই।

যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী এই বিশিষ্ট বাংলাদেশীরা জাতির এই ক্রান্তিকালে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেভাবে এগিয়ে এসেছেন, সে জন্য তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। টেলিভিশনে করোনাসংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডা. মাসুদকে দেশের প্রতি তাদের কমিটমেন্টের কথা প্রায়ই বলতে শুনি। নিজেকে শহিদ পরিবারের সন্তান হিসাবে পরিচয় দিতে গিয়ে প্রায়ই আবেগপ্রবণ হতে দেখেছি তাকে।

এই আবেগপ্রবণ হওয়ার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডা. মাসুদের সঙ্গে কথা বলে মুক্তিযুদ্ধের সময় তার ও ডা. জিয়ার পিতার শহিদ হওয়ার যে কাহিনি জেনেছি তা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়।

১৯৭১ সালে ডা. মাসুদ ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। তার পিতা শহিদ ডা. আশরাফ আলী তালুকদার চট্টগ্রাম পুলিশ হাসপাতালের চিফ মেডিকেল অফিসার ছিলেন।

মার্চে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে ডা. মাসুদ চট্টগ্রামে চলে যান। ২৫ মার্চের পর চট্টগ্রামে পাকিস্তানিদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রচুর আহত বাঙালি যোদ্ধাদের ডা. আশরাফ চিকিৎসা করেছেন। এমনকি ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে তার সরকারি বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকাও উড়িয়েছেন তিনি। পতাকা উত্তোলনের এই বিষয় কর্তৃপক্ষ ভালো চোখে দেখেনি। ২৯ মার্চ পাকিস্তানিদের হাতে চট্টগ্রাম শহরের পতন হলে ডা. আশরাফ পরিবারসহ মেহেদিবাগে এক নিকট আত্মীয়ের বাসায় আত্মগোপন করেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, ১৫ এপ্রিল পাক সেনারা মেহেদিবাগের সেই বাসা ঘেরাও করে ডা. আশরাফকে তার পুত্র ডা. মাসুদসহ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ধরে নিয়ে যায়। অতঃপর চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ফায়ারিং রেঞ্জে দাঁড় করিয়ে পিতা ও পুত্র উভয়কে সাব-মেশিনগান দিয়ে ব্রাশফায়ার করে।

গুলি গিয়ে আঘাত করে ডা. আশরাফের চোখে, বুকে ও পেটে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শহিদ হন। অপরদিকে ডা. মাসুদের শরীরের বাম পাশে ১৮টি গুলি আঘাত করে। ফলে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে তিনিও মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গুলিবর্ষণের পর বেয়নেট চার্জ করলেও ডা. মাসুদ সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। পাকিস্তানিরা চলে গেলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর পরিচিত চিকিৎসকদের সাহায্যে তিনি ধীরে ধীরে ভালো হয়ে ওঠেন।

পরে ১৯৭২ সালে উন্নতর চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডা. মাসুদকে মস্কো প্রেরণ করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনা শুনে মনে মনে ভেবেছি, মুক্তিযুদ্ধে তিনি ও তার পরিবার এতবড় আত্মত্যাগ করতে পেরেছিল বলেই ১৮টি বুলেট ইনজুরি নিয়ে ডা. মাসুদ আজও দেশের প্রয়োজনে এভাবে এগিয়ে আসেন এবং কথা বলার সময় অন্যদের মতো কথার ফুলঝুরি না ফুটিয়ে এমন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ সাদেকের পিতা শহিদ ডা. শামসুদ্দিনকেও ১৯৭১ সালের এপ্রিলেই হত্যা করা হয়। তিনি তখন সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের প্রধান ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে ডা. শামসুদ্দিন আহত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষের চিকিৎসার জন্য একটি মেডিকেল টিম গঠন করেন। এই টিমের প্রধান ছিলেন তিনি নিজেই। বিভিন্ন সংঘর্ষে পাকিস্তানিদের গুলিতে ও নির্যাতনে আহত প্রায় দুই শতাধিক মানুষকে তিনি চিকিৎসা দেন।

৯ এপ্রিল পাকিস্তানিদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে কয়েকজন গুলিবিদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাকে সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে ডা. শামসুদ্দিন অপারেশন থিয়েটারে তার টিমের সদস্যদের নিয়ে অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় বেলা ১১টার দিকে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর সদস্যরা হাসপাতাল ঘেরাও করে অপারেশন থিয়েটার থেকে ডা. শামসুদ্দিন ও তার টিমের সদস্যদের টেনেহিঁচড়ে বের করে হাসাপাতালের সীমানা প্রাচীরের কাছে দাঁড় করিয়ে গুলি করে। হায়নাদের গুলি গিয়ে আঘাত করে ডা. শামসুদ্দিনের পেটে ও বুকের ডান ও বাম পাশে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তিনি শহিদ হন।

সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি বর্তমানে শহিদ ডা. শামসুদ্দিনের নামে নামকরণ করা হয়েছে। ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ সাদেক শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. শামসুদ্দিনেরই সুযোগ্য পুত্র। কাজেই অন্য অনেকের মতো মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের প্রতি লোকদেখানো দরদ না দেখিয়ে খাঁটি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের এই কঠিন সময়ে প্রকৃত যোদ্ধার মতো তিনিও এগিয়ে এসেছেন।

করোনার এই মহাসংকটকালে সরকারও সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সবাইকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। প্রতিশ্রুতি যদি ঠিক থাকে, তাহলে এ বছরের শেষ নাগাদ চীন থেকে তিন কোটি, রাশিয়া থেকে সাত কোটি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে জনসন অ্যান্ড জনসনের সাত কোটি এবং বিভিন্ন উৎস থেকে আরও তিন কোটি অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা দেশে পৌঁছানোর কথা। আশা করি সরকারের সংশ্লিষ্টরা সে লক্ষ্যে সৎ ও আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

লেখাটি শেষ করার আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি আক্ষেপের কথা উল্লেখ করে শেষ করতে চাই। তিনি ২৪ এপ্রিল এক ভার্চুয়াল সভায় বলেছেন, 'প্রতিটি দেশেই নিজের দেশের স্বাস্থ্য খাত নিয়ে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, প্রশংসা হচ্ছে। শুধু আমাদের দেশেই এই মহামারির সময়েও দেশের স্বাস্থ্য খাত নিয়ে সমালোচনা করে চিকিৎসক, নার্সদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে বিশেষ কিছু মহল, যা মোটেও কাম্য নয়।'

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের সঙ্গে একটু দ্বিমত পোষণ করে সবিনয়ে বলতে চাই, চিকিৎসা খাত বলতে তিনি কি শুধু চিকিৎসক আর নার্সদেরই বুঝিয়েছেন? নাকি এ খাতে আরও যে অনেকেই জড়িত আছেন, যাদের চারিত্রিক স্খলনজনিত দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে দেশে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে, তাদেরও বুঝিয়েছেন?

করোনাযুদ্ধের ফ্রন্ট লাইনের যে যোদ্ধা চিকিৎসক, নার্স ও চিকিৎসাকর্মীরা রাতদিন নিরলস চিকিৎসাসেবা দিয়ে ইতোমধ্যেই সবার মনে জায়গা করে নিয়েছেন, মানুষ কেন তাদের মনোবল ভাঙতে যাবে? বরং দেশের সাধারণ মানুষ এসব সম্মুখসারির যোদ্ধাদের ক্লান্তিহীন নিরন্তর মানবসেবায় মুগ্ধ হয়ে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করছে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা



এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS

Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

Emirates

ETIHAD AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

DELTA AIR LINES

AmericanAirlines



ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

এখন জ্যামাইকাতে

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন



- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION JOB PROPOSAL WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com



Khalil Biryani House

খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট



সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত

2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884

1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840

www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency



HHA/ PCA Service

CDPAP Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Health Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115



Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

চিত্রে বাংলাদেশ ইয়ুথ চ্যাম্পিয়ন লীগ ফাইনাল-২০২১























চিত্রে বাংলাদেশ ইয়ুথ চ্যাম্পিয়ন লীগ ফাইনাল-২০২১



















সাহিত্য সাময়িকী

কি-ই-বা যায় আসে

মতিন বৈরাগী

কি-ই-বা যায় আসে
যদি কাল কখনও আজ হয়ে না ওঠে
যদি আমি আর
আমি বলে কেউ নই একটা সমাপ্তির বড়ুই তলা
কি-ই-বা যায় আসে যদি এক ঘুমের মধ্যে
শুনি কালামের সুর তার সাথে সুগন্ধি ধোঁয়া
অনেকের ফিসফাস, কথা আর কথা, যদি
এসবের আমি কিছু আর না-ই-বা জানলাম
আর তোমার মুখ
তোমার মুখ সেই কারও মুখ যাকে আমি
দেখিনি কখনও এখন নীরেট আবার গলে যাওয়া
কিংবা আমার অসমাপ্ত পান্ডুলিপি
আর তার উপর দিয়ে হেঁটে যায় কালের ঘোড়া
কি-ই-বা যায় আসে যদি আমি; অমি আর না হই-
এই জগৎ তেমন-ই থাকবে
তুমিও তোমার মতো তুমি
কিংবা হয়ে গেছো এক দন্ডের যতি
সময়ের আগে-

জানো ও পাঠ করো

মোখলেসুর রহমান

বিবর্ণ সময়ে যে কায়াটি ধ্যানমগ্ন
সেতো বাস করেছিলো ধ্যানের আলোয়
দীর্ঘ আয়ুর জলাধারে।
আলোকিত সত্তার আদেশে কায়াটি প্রকাশিত আদম,
স্বপ্নের আলোড়নে নাচে প্রথম অধ্যায়।
আদমে প্রবিষ্ট রুহে আসলো পৃথিবীর প্রথম উচ্চারণ
জানো জানো জানো।
স্রষ্টা জানালেন আদমকে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু সামগ্রীর নাম।
সেই ডকুমেন্টে আলোয় আলোয় প্রাণের পূর্ণতায়
জানো জানো জানো পৃথিবী চিরদিন সুন্দর হও।

সুন্দরের পূর্ণতায় রথী-মহাজন, পূর্ণিমা-বসন্ত
এবং কতো সূর্যের সাত রং প্রবীণ হলো।
তবুও থেকে যায় অপূর্ণতা।

হেরায় ধ্যানমগ্ন মুহাম্মদ সা:
আলোর দূত জিব্রাইল বলেন ইকরা ইকরা ইকরা
পাঠ করো পাঠ করো পাঠ করো হে মুহাম্মদ।
পাঠ করো অনুধাবন করো আত্মস্থ করো তাতেই মুক্তি।
আমরা পাঠ করি জগত জীবন সংসার ও স্রষ্টা।
পাঠ করো পাঠশালা, আকাশ-বাতাস-পানি,
মাটি-মানুষ-গাছ, ফুল-পাখি-প্রাণী, জগতের অণু ও পরমাণু
পাঠ করো পাঠ করো পাঠ করো পাঠেই নতুন নতুন আলো,
পাঠেই গবেষণা ও প্রাপ্তি।
পাঠেই রাখো আলো-বাতাস চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র
এবং পাঠেই পৃথিবী ও বস্তু-কণা বিজ্ঞানময়।
পাঠ করো "তাফাককারু ফি খালকিললাহ"।
অতীন্দ্রিয়ের ধ্যানমগ্নতায়
পাঠ পাঠ পাঠ, পাঠেই তাযকিয়ার আলো।

বর্ষার উত্তরপত্র

কামরুল হাসান

দৃশ্যের অসম্ভব ভারে কাল রাতে ঘুমাতে পারিনি
নক্ষত্রভেলায় চড়ে এসেছিল কত দীপ্র গ্রহবালিকারা,
তাদের ঘাগড়ার প্রান্তদেশে বসেছিল আলোকের মেলা
দৃশ্যের অপরিমেয় ভারে কাল রাতে ঘুমাতে পারিনি।
আজ এই বর্ষণের দিনে পথে পথে আটকে গেছে কত বালিকা
দূরের স্কুলে ঘণ্টা পড়ে গেছে, প্রশ্নপত্র বিলি হয়ে গেছে;
উত্তরজানা এসব বালিকা এখন বৃষ্টির আজলায়
আধোভেজা এলোচুলে বিপন্ন দাঁড়ানো,
ঘণ্টাধ্বনি ও বালিকা প্রয়াসের মাঝে অবিরল বর্ষা ঝরে পড়ে।
এই বৃষ্টিবিন্দুতে যত প্রশ্ন রাখা হল পৃথিবীর বিবর্ণ খাতায়
যত জলসিক্ত, অঙ্কুরিত হল প্রশ্নের বিবিধ বৃক্ষাবলী
উত্তরের মাঠে মাঠে হাওয়া ঘূর্ণমান
শস্য অবারিত আর খোলে প্রাণের উত্তর।
পৃথিবীর শ্রেণি কক্ষে কক্ষে কত প্রশ্নপত্র বিলি হয়ে গেছে,
দেখি অঝোরবর্ষণে ভিজে যায় ধবধবে কত যে সারস
তাদের পাখনার ভাজে কত জলবিন্দু সঞ্চালিত হয়
বৃষ্টি এসে ফুটিয়ে তোলে অভ্যাসের কত যে প্রশ্রয়
নিভৃতের ভীরু ফুল কী করে যে ফুটে ওঠে বৃষ্টির খাতায়
অঙ্কুরিত কত সম্ভাবনা এসে যায় দৃষ্টির সীমায়
বুঝি বিরামহীন ছুটে যাওয়া এসব শুভ্রবালিকার তরী
পৌঁছে যাবে শুভ্রতর ঘাটে, দূরবর্তী মেঘের সোপানে
কেবল পথে আজ এই অন্তরর্তী বৃষ্টি নেমেছে.....

চিমনি

রফিকুজ্জামান রণি

ইটভাটার চিমনির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে নারীশাড়ির কালো
আঁচলে ঢেকে দেয় সমস্ত পৃথিবী ,মুখ বেয়ে বেয়ে নামে আগুনের লালা,
বৃক্ষের বুকে বসায় ছুরির ফলা, তৃষ্ণার্ত জমিনের গলায় ঢালে
লোহিত রক্তের ইতিহাস, তার স্পর্শে মাটি হয়ে যায় চিরবন্ধ্যা।

বকুলগন্ধের খোঁজে

আবু আফজাল সালেহ

বকুলগন্ধ চাই- তীব্র বকুলগন্ধ
ব্যাপিত বকুলগন্ধ ছড়িয়ে পড়ুক
এ দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়াল পর্যন্ত।

বকুলগন্ধ শুঁকে পার করে দিতে চাই
আজীবন, পারলে বহুজীবন
বকুলগন্ধে সুমিষ্ট ঘুম দিতে চাইড়
রোদেলা বিকেলে অথবা ভোরের স্নিগ্ধবাতাসে।

বকুলগন্ধের খোঁজে যেতে চাই অনেকদূরড়বহুদূর
ডানা মেলে হাসুক বকুলের সুবাসে তোমার ঘর।

মনে হচ্ছে

(করোনা কালে)

দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আর
কারো কোন অধিকার নেই।
সবাই বাস্তচ্যুত হয়ে গেছি শেকড়কাটা
উদ্ভিদের মত।
বস্তায় ভরে ফেলে দেওয়া
বিড়ালের মত।
ছুটে বেড়াচ্ছি একবার নদীর পাড়ে
একবার নতুন লোকালয়ে।
মনে হচ্ছে এই পৃথিবীর আলো মাটি
আর মানুষের প্রয়োজন নেই-
দাঁড়ানোর দিন শেষ
হারিয়ে যাওয়ার দিন এসেছে কাছে।
এত ভালো পৃথিবীর এক মুঠো
আশা নেই - রঙ নেই
সব কিছু ঠিক আছে
কিন্তু সব কিছু- 'কিছু নেই'।

শব্দ ও পাতার গল্প

শারমিন সুলতানা রীনা

এলোমেলো বাতাসে ঝরে পড়ে পাতা
নিয়মের শৃঙ্খলে বন্দি পাতার জীবন
প্রভাত শিশিরে সিক্ত হতে হতে
রোদের প্রতাপে পাতার করুণ বিনাশ

ধূলোর আস্তরণে মিশে যায় পাতা
সোঁদা মাটি বুকে ধারণ করে
মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে শব্দের কাছে
আর্তনাদে বলে যায় ক্ষণস্থায়ী জীবনের গল্প
শব্দের ঘুম ভাঙলে যেন তাদের কথা বলে
অতঃপর কোন কবির অনুভুতির স্পর্শে
শব্দেরা জেগে ওঠে অনাদিকালের ঘুম ভেঙে

কবি লেখেন শব্দের ব্যাঞ্জনায়
পাতাদের ক্ষণিক জীবনের অপ্রকাশিত গল্প
যে সবুজ বিবর্ণ হয় ধূসর হলুদে
নিভৃতে কেঁদে ওঠে শব্দ
গাছ ও পাতাদের দুঃখবোধের গল্প হয়ে।













আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন'র

(শেষের পাতার পর)

হয় এ আয়োজনে। জমকালো এ নৌ-ভ্রমণে নিউইয়র্কের কমিউনিটি নেতা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, মিডিয়া, সংস্কৃতি কর্মী, সংগঠনের সদস্যদের পরিবার-পরিজন সহ নানা শ্রেণী-পেশার প্রায় সাড়ে ৪'শ অতিথি অংশ নেন।

আয়োজকরা জানান, রিভার ক্রুজ পিকনিকে যোগ দিতে সকাল ১১টা থেকে আমন্ত্রিত অতিথিরা সমবেত হন ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনার স্কাইলাইন জেটি প্রাঙ্গণে। সেখানে আনন্দমুখর পরিবেশে দুপুর প্রায় ১২টার দিকে বেলুন উড়িয়ে নৌবিহারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইনকের প্রেসিডেন্ট আবদুস শহীদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জামাল হুসেন ও সহ সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল রেজা স্বপনের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী সংগঠনের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এসময় সংগঠনের কর্মকর্তারা ছাড়াও আরো ছিলেন সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মতিউর রহমান, বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান লিংকন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট কাজী নয়ন, দুরুদ মিয়া রনেল, ইফজাল আহমেদ চৌধুরী, নাফিউর রহমান তুরান, সিপিএ জাকির চৌধুরী, এডভোকেট সালেহ উদ্দিন আহমেদ, এডভোকেট মোস্তাক আহমেদ, লুনা আহমেদ, কবি জুলি রহমান, ইলিয়াস আহমেদ, রিতা খানম, নাসরিন চৌধুরী সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

নৌ-ভ্রমণ উদ্বোধনের আনুষ্ঠাকিতা শেষে দুপুর ১ টায় স্কাই লাইন প্রিন্সেস ক্রুজটি যাত্রা শুরু করে। শুরুতেই এপিটাইজার পরিবেশন করা হয়। পরে নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান এটর্নী মঈন চৌধুরী।

অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- আবদুস শহীদ, সহ সভাপতি- এডভোকেট মো. নাসির উদ্দিন, রফিকুল ইসলাম ও বি মেহের চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক- শেখ জামাল হুসেন, সহ সাধারণ সম্পাদক- আবদুল্লাহ আল রেজা স্বপন ও মো. শরিফ হোসেন, ডাইরেক্টর অব ফাইনান্স- নূরুল ইসলাম, ডাইরেক্টর অব অর্গানাজিং- শাহীন কামালী, মো. সাদেকুর রহমান ও রবিউল ইসলাম, ডাইরেক্টর অব পাবলিসিটি- হোসেন চৌধুরী শিপু, ডাইরেক্টর অব লিটারেচার- জয়নাল উদ্দিন লায়েক, ডাইরেক্টর অব কালচার- জুয়েল আহমেদ, ডাইরেক্টর অব উইম্যান অ্যাফেয়ার্স- তাসলিমা পাটোয়ারী, ডাইরেক্টর অব অফিস ম্যানেজমেন্ট- আবুল কালাম আজাদ টিপু, ডাইরেক্টর অব এডুকেশান- মোহাম্মদ ইসলাম বাবু, ডাইরেক্টর অব হসপিটালিটি অ্যান্ড স্পোর্টস- আল মামুন সরকার, ডাইরেক্টর- আব্দুল বাছির খান, রূপচান মিয়া এবং শেখ আক্তার হোসেন।

নৌ-ভ্রমণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে করোনাকালে কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানায় কু-মিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম. খালেদুর রহমান সবুজ ও সহ সাধারণ সম্পাদক তাছলিমা পাটোয়ারী। এছাড়া কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য তিতাস মাল্টি সার্ভিসের কর্ণধার নারী নেত্রী মেহের চৌধুরীকে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভেদার পক্ষ থেকে প্রক্লেমেশন প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের কর্মকর্তা ও অতিথিরা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতি আবদুস শহীদ বলেন, মূলধারার সহযোগী সংগঠন হিসেবে নতুন প্রজন্ম ও মূলধারায় বাংলাদেশকে তুলে ধরাসহ বাংলাদেশে আত্মমানবতার সেবায় কাজ করছে এ সংগঠনটি। দেশে ও প্রবাসে একযোগে কাজ করছে মানুষের কল্যাণে। প্রবাসে দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতেও প্রয়াস চালাচ্ছে তারা। এ লক্ষে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পথমেলাসহ নানান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রবাসে কর্মব্যস্ত জীবনের একটি দিন অন্তত: নির্মল আনন্দে কাটবে এই প্রত্যাশায় আমরা এ ক্রুজ ভ্রমণের আয়োজন করেছি। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এই আয়োজন সফল হয়েছে। নির্মল বিনোদনসহ নিজ দেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে আগামীতে আরো ভালো অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রত্যাশা তার। এ জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

এটর্নী মঈন চৌধুরী তার বক্তব্যে অব্যাহত সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে আয়োজক সংগঠনটির সাফল্য কামনা করেন।

অতিথিরা নির্মল মনোমুগ্ধকর এ আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করেন। তারা বলেন, নির্মল আনন্দ সহ প্রবাসে বেড়ে উঠা নতুন প্রজন্মকে দেশের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করাতে এ আয়োজন অতুলনীয়। ক্রুজ ভ্রমণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের কর্মকর্তারা। আয়োজকরা জানান, এ অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত অর্থ বাংলাদেশে আর্তমানবতার সেবায় ব্যয় করা হবে। আকর্ষনীয় এ ক্রুজ পিকনিকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী রোখশানা মির্জা ও শারমিন তানিয়া এবং বাংলাদেশ থেকে আগত সঙ্গীত শিল্পী মুমো ও শেফালী। শিল্পীদের সাথে দর্শকদের অনেকেও নেচে-গেয়ে উৎসবকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলে। ক্রুজ ভর্তি দর্শক প্রাণভরে উপভোগ করেন তাদের অসাধারণ পরিবেশনা।

ভিনদেশি রসিকতা

(শেষের পাতার পর)

কোনো হোটেলে ঘর ফাঁকা নেই। অনেক ঘোরাঘুরি করে অবশেষে শহরের শেষ হোটেলে এলো। নড়বড়ে হোটেল। যাই হোক, একটা থাকার জায়গা জোগাড় করতেই হবে। তাই সে মরিয়া হয়ে ম্যানেজারকে বলল, 'যেভাবেই হোক আমাকে একটা ঘর দিন। নিদেনপক্ষে একটা বেড হলেও চলবে। আমি কোনোরকমে রাতটা পার করে দেব।'

'আমাদের এখানে কোনো আলাদা ঘর নেই। আপনি যখন এত করে বলছেন-একটা ব্যবস্থা করতে পারি।' ম্যানেজার বললেন, 'ডাবল রুমে একটা বেড ফাঁকা আছে। অন্য বেডে আছেন বয়স্ক নাবিক। প্রায়ই আমাদের হোটেলে থাকেন। রুমের ভাড়া ভাগাভাগি করতে পারলে খুশিই হবেন তিনি। কিন্তু সত্যটা আপনাকে বলি। তিনি ঘুমের মধ্যে এমন জোরে নাক ডাকেন অন্যজন টিকতে পারেন না। অতীতে অনেকেই এ অভিযোগ করেছেন। এখন আপনি ভেবে দেখুন, থাকবেন কিনা!''কোনো অসুবিধা নেই।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল টম, 'ও আমি ম্যানেজ করে নেব।'

পরদিন সকালে টম নামল নাশতা করতে। সিঁড়িতে একরকম লাফিয়ে লাফিয়ে নামল। ফুরফুরে মেজাজ। শিস দিতে দিতে যাচ্ছিল। কৌতূহলী ম্যানেজার তাকে ডেকে থামালেন। জানতে চাইলেন, 'রাতে ঘুম কেমন হলো ভাই?'

'ভালো, খুব ভালো। এত ভালো ঘুম আগে কখনো ঘুমাইনি।' হাসিমুখে জবাব দিল টম।

'বলেন কী!' অবাক হলেন ম্যানেজার, 'ওই লোকের নাক ডাকানোতে আপনার কোনো অসুবিধা হয়নি?'

'না। তিনি নাক ডাকার কোনো সময়ই পাননি। আমি সেই ব্যবস্থা করেছিলাম।' টম জবাব দিল।

'কী ব্যবস্থা করেছিলেন?' জানতে চাইলেন ম্যানেজার।

'গতরাতে যখন রুমে গেলাম তিনি ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন। নাকও ডাকছিলেন যথারীতি। আমি তাকে জাগালাম। বললাম, দাদা, ঘুমের মধ্যে আমার হাঁটাচলা করার অভ্যেস আছে। খুবই ভয়ঙ্কর অভ্যেস। অনেক সময় অন্যের গলা টিপে ধরি। তাই আজ একটু সাবধানে ঘুমাবেন। শুভ রাত্রি। এই বলে আমি ঘুমাতে গেলাম। ওদিকে তিনি উঠে বিছানায় বসে রইলেন আমার দিকে তাকিয়ে। আর জেগে রইলেন সারা রাত!'

করোনার সংক্রমন বাড়ছেঃ সিডিসি'র

(শেষের পাতার পর)

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের মোট সনাক্তের চারভাগের একভাগ শুধুমাত্র ফ্লোরিডার। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় জানায়, গত সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে ১০ হাজার ৪৫২ জন সনাক্ত হয়েছেন এ রাজ্যে যা দুই সপ্তাহ আগের দৈনিক গড়ের চেয়ে তিনগুণ বেশি। এতে রাজ্যে হাসপাতাল রোগীতে ভরে যাচ্ছে। ইউ-নিভার্সিটি অব ফ্লোরিডা হেলথ জ্যাকসনভিলের পরিচালক চাদ নেইলসেন জানান, ভ্যাকসিন গ্রহণের সংখ্যা না বাড়ালে একমাসের মধ্যে হাসপাতালটি করোনা রোগীতে ভরে যাবে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৯০ শতাংশ রোগী ভ্যাকসিন গ্রহণ করেনি বলেও জানান তিনি। এদিকে, আরকানসাসে গত সপ্তাহে সংক্রমণের হার ছিল ১৯ দশমিক ৩ শতাংশ। এ রাজ্যেও টিকাদানের হার খুব কম। এখনো পর্যন্ত মাত্র ৩৬ শতাংশ বাসিন্দা পুরোপুরিভাবে ভ্যাকসিন নিয়েছেন। টিকা না নেয়ায় রাজ্যের বাসিন্দারা করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এছাড়াও ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টিতে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে করোনা পরিস্থিতি। এছাড়াও নিউইয়র্কের ১২টি কাউন্টিতে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্য গভর্ণর মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে আগামী অক্টোবরের মধ্যে প্রতিদিনি চার হাজার আমেরিকানের মৃত্যুর পূর্বাভাস দিয়েছেন বিষেশজ্ঞরা। এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এবিসি নিউজ। এতে বলা হয়েছে, যে হারে রোগী বাড়ছে তাতে আবারও মৃত্যুর মিছিল শুরু হবে যুক্তরাষ্ট্রে। প্রাণহানি রুখতে দ্রুত ভ্যাকসিন প্রদানের পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। এদিকে, সিডিসির সাবেক পরিচালক টম ফ্রাইডেন বলেছেন, আগামী চার থেকে ছয় সপ্তাহর মধ্যে প্রতিদিন ২ লাখ করোনা পজিটিভ সনাক্ত হবেন যুক্তরাষ্ট্রে। তিনি বলেন, টিকা না নেয়ার কারণে নাগরিকদের মৃত্যু হবে; যে মৃত্যু প্রতিরোধ যোগ্য। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সিডিসির পরিচালক ছিলেন টম ফ্রাইডেন।

পরবর্তী মাসে সংক্রমণ বর্তমান সময়ের চেয়ে চারগুণ বেশি হবে বলেও ধারণা তার।

অপরদিকে মহামারি করোনাভাইরাসের নির্দেশিকা মঙ্গলবার আপডেট করেছে সিডিসি। এতে আবারও ভ্যাকসিন নেয়া ব্যক্তিদের ইনডোরে মাস্ক পড়ার কথা বলা হয়েছে। করোনার অতি সংক্রামক ডেল্টা ভেরিয়েন্টের বিস্তারে এমন সিদ্ধান্ত। তবে, আমেরিকার যেসব জায়গায় সংক্রমণ বাড়ছে শুধুমাত্র সে জায়গায় এ নির্দেশনা কার্যকর হবে। এর মধ্যে নিউইয়র্ক ও নিউজার্সীর কিছু অঞ্চল রয়েছে। নিউইয়র্কের স্ট্যাটেন আইল্যান্ডকে উচ্চ সংক্রমণের তালিকায় রেখেছে সিডিসি। আর নিউজার্সীর মনমাউন্থ কাউন্টিতে সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি। নতুন এ নির্দেশনায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরও ইনডোরে মাস্ক পরার সুপারিশ করা হয়েছে।

এদিকে, ফেডারেল কর্মীদের ভ্যাকসিন বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, ভ্যাকসিন না নেয়া ব্যক্তি নিজেকে স্মার্ট দাবী করলেও সে স্মার্ট নয়। মঙ্গলবারও গোটা যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ হাজারের বেশি করোনা পজিটিভ সনাক্ত হয়েছেন। প্রাণহানি হয়েছে প্রায় তিনশ জনের।

নিউইয়র্কে অ্যাজিলি

(শেষের পাতার পর)

শাখা খুলেছে আইটি প্রশিক্ষণ সেন্টার 'অ্যাজিলি ওয়ান টেক'। এ উপলক্ষে শনিবার বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের নিজস্ব অফিসে (৩৭-৪৭ ৭৩ স্ট্রীট, সুইট # ২০৮) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির হেড অফিস ভার্জিনিয়া (১০৪০০ এটন প্লেস, সুইট # ১০৫, ফায়ারফক্স)।

নিউইয়র্ক শাখার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানটির চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জাহিদ হাসান। এসময় তিনি তার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। এরপর ফিতা ও কেক কেটে এর উদ্বোধন করা হয়। এসময় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে কয়েকজন শিক্ষার্থীর হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন জাহিদ হাসান। এরপর এই প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার কোর্স সম্পন্ন করে চাকুরী পাওয়া একাধিক শিক্ষার্থী তাদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

স্পন্সর

NY INSURANCE
MHC MARKS HOME CARE
CM HASAN, MD
কর্ণফুলী ট্রাভেলস্
PEOPLE TECH
এটর্নী মঈন চৌধুরী
এটর্নী শেখ সেলিম
SASCO Tools & Rental
Hamza Auto Repair
Perry D Silver
Royal Community care
Naz Pharmacy
Island Sheet Metal
AAA Income Tax
True Care HOME HEALTH CARE ASSISTANCE
Dr. Chowdhury Hasan MD
TDS INSURANCE Life | Health | General Insurance
Akash Home Care
Radhuni Restaurant
Madhuban Restaurant
Desh Bangla Pharmacy
Abdullah Sweets & Restaurant
Janata PHARMACY
YORK HOLDING REALTY Licensed Real Estate Broker
Image Pharmacy

৬ষ্ঠ বারের মত যৌথভাবে
বাংলাদেশী-আমেরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি (বাফ্স)
ও ৬৬ প্রিসেন্ট কমিউনিটি কাউন্সিল এর আয়োজনে

পথ মেলা ২০২১

Media Partner
ntv ATN BANGLA TIME television বাংলা পত্রিকা

তারিখ: ২২ আগষ্ট, রবিবার
স্থান: চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড, ব্রুকলীন

FOR STALL
917-854-4144
917-783-8138

মেলায় থাকছেঃ উত্তর আমেরিকায় ও বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টল



সবাই স্বপরিবারে আমন্ত্রিত

BANGLA CDPAP Services
BARI HOME CARE
Immigrant Elder Home Care LLC.

নিবেদক

কাজী আজম
৯১৭-৭৮৩-৮১৩৮
সভাপতি

শাহ নেওয়াজ
৯১৭-৭৮৩-৮১৩৮
আহবায়ক

মাকসুদুল হক চৌধুরী
৯১৭-৮৫৪-৪১৪৪
সাধারণ সম্পাদক

এস এম ফেরদৌস
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

রফিকুল মাওলা
৬৪৬-৬৪৩-৯৯৮৩
সদস্য সচিব

সার্বিক সহযোগিতায়: ফিরোজ আহমদ, জাহাঙ্গীর আলম, গোলাম মাহমুদ, আবুল কাশেম, তাকের চৌধুরী নীপু, আহসান উল্লাহ বাচ্চু, বদিউল আলম, মাহমুদুর রহমান, আব্দুস সালাম লাবু, আহসান উল্লাহ মাসুদ, মোহাম্মদ কামাল, মোঃ মুরছালীন, রিয়াজ চৌধুরী, ওমর ফারুক, আহসান হাবীব, গোলাম হায়দার মুকুট, মোহাম্মদ হায়দার, নুর মোহাম্মদ, জাহাঙ্গী সরওয়ার্দী, ছালে মানিক, ছালেহ আহমেদ রুমেল, বাবুল মির্জা, শাহ জাহান সাজু, শফিক ভূইয়া, আব্দুল রশিদ বাবু, ইউনুস সরকার, জাহাঙ্গীর আলম, খালেক আকন্দ, কাউছার চৌধুরী, আসিফুর রহমান, মোঃ আবু তালেব চৌধুরী চাম্পু, সেলিম চৌধুরী, আবু তাহের, রফিক উদিন, মোতাহের হোসেন, মোহাম্মদ রাজু, শিজামুল করিম শামীম, ইয়াছিন আল ফয়াদ,

শাহাদাত হোসেন রাজু কর্তৃক প্রচারিত

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক

(প্রথম পাতার পর)

ভারত, ইউরোপ ও জাপানের বাজারে পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা নিতে পারবেন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোক্তারা। লস অ্যাঞ্জেলেসে শুক্রবার বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে রোডশোতে বক্তারা এসব কথা বলেন।

লস অ্যাঞ্জেলেসে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে রোডশোর মূল বিষয়বস্তু ছিল 'দ্য রাইজ অব বেঙ্গল টাইগার : পটেনশিয়াল অব ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট'। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম, বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম, রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বেপজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. নজরুল ইসলাম, ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাসনীম এ খান, সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাশরুর আরেফিন এবং আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহ আলম সারওয়ার। অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিভিন্ন জটিলতা নিরসন হলে তারা ৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগে প্রস্তুত। এ সময় বিমানবন্দরে অনিবাসী বাংলাদেশিদের (এনআরবি) জন্য আলাদা গেট দাবি করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে স্থিতিশীল বাংলাদেশ। এ অবস্থায় বাংলাদেশে বিনিয়োগ লাভজনক। বাংলাদেশের অর্থনীতির সম্ভাবনা তুলে ধরে বিদেশি ও প্রবাসী বিনিয়োগ আকর্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের ৪টি শহরে ১০ দিনের রোডশোর আয়োজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে রোডশো শেষ হয়েছে। সোমবার সানফ্রানসিসকোতে অনুষ্ঠিত হবে এই কর্মসূচি। শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর আয়োজন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশকে তুলে ধরে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এই আয়োজনের উদ্দেশ্য। বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে সালমান এফ রহমান বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অন্যতম অংশীদার। আমরা দেশটির সহায়তা নয়, বিনিয়োগ চাই। তিনি বলেন, ভারতের চেয়ে বাংলাদেশে যৌথ উদ্যোগের কোম্পানি একেবারে সহজ। তিনি বলেন, প্রবাসীদের বিনিয়োগে এগিয়ে আসা উচিত। এ ব্যাপারে সব ধরনের জটিলতা কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দরে এনআরবি গেটের ব্যাপারে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তিনি ব্যবস্থা নেবেন। তিনি বলেন, চতুর্থ ও পঞ্চম শিল্প খাত মাথায় রেখে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। শিল্প খাতে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। শিল্প খাত সেবা গ্রাহকের দুয়ারে পৌঁছে গেছে।

প্রফেসর শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম বলেন, গত ১০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। অভ্যন্তরীণ বিশাল বাজার রয়েছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। কম মূল্যে শ্রমিক, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং অন্যান্য সেবা মিলছে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বের প্রথম অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্র। এজন্য রপ্তানিতে বিভিন্ন দেশে দেশটির উচ্চ শুল্ক দিতে হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ এক্ষেত্রে সুবিধা পাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগ করলে চীন, ভারত, ইউরোপ ও জাপানের বাজার থেকে শুল্কমুক্ত সুবিধা তারাও নিতে পারবে।

কত দূর গেলে একজন

(২৯ পাতার পর)

মেলে। কখনো কখনো আবার পুরনো কথাটা মনে হয়, অর্থই কি অনর্থের মূল? প্রচুর সুযোগ আর সম্ভাবনায় সমাজের আর দশটা ক্ষেত্রের সঙ্গে স্রোতে মিশে গেছেন বলে আলাদা নৈতিকতার চর্চাটাই আর নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব নামজাদা এক শিক্ষক নিজের গলিতে এসে আশপাশের সবাইকে নিজের নাম ধরে বলতেন, অমুকের বাসা কোনটা বলেন তো। খুব বিখ্যাত মানুষ বলে এলাকার সবাই তাঁর বাসা চিনত। দেখিয়ে দিত। তিনি বাসায় ঢুকতেন। সেই মানুষটি কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে কিংবদন্তি।

আমাদের চেনা এক স্যার ছিলেন। নিজের বাসা থেকে স্কুলের ভাড়া একসময় ছিল দুই টাকা। সময়ে সেটা বেড়ে তিন-চার-পাঁচ-দশ টাকা হয়। কিন্তু স্যার অনড়। বাসা থেকে বেরিয়েই জিজ্ঞেস করেন, 'এই রিকশা যাবে? অমুক স্কুল।'

'যাব।'

'ভাড়া কত?'

'পাঁচ টাকা।'

'না, দুই টাকা।'

দুই টাকায় কেউ রাজি হয় না। স্যার হাঁটতে থাকেন। পথ চলতি রিকশাওয়ালাদের থামান, 'অমুক স্কুলে যাবে? দুই টাকা হলে চলো।'

অযৌক্তিক ভাড়ায় কেউ রাজি হয় না। তিনি হাঁটতে থাকেন। হাঁটতে হাঁটতে একসময় দুই টাকা দূরত্বে চলে আসেন। তখন রিকশা মেলে। তিনি মহানন্দে তাতে চেপে বসেন। সারা জীবন তিনি এভাবেই দুই টাকায় চালিয়ে গেছেন।

এই গল্প ছড়িয়ে গেল। হাসাহাসিও হলো। দুষ্টু ছাত্ররা একদিন সুযোগমতো বলল, 'স্যার, ভাড়া কিন্তু এখন পাঁচ টাকা হয়ে গেছে। আপনি পেছনে রয়ে গেছেন।'

স্যার হাসলেন, 'বাবা রে, আমার আগানোর দরকার নেই। আমি আমার জায়গায় থাকি। তোরা সবাই আগা। আমার কাজ তোদের এগিয়ে দেওয়া। শিক্ষকরা পেছনে থাকবে। ছাত্ররা সময়ের সঙ্গে আগাবে, এটাই নিয়ম।'

এখন আর কেউ পেছনে থাকতে চাচ্ছেন না। কেউ কেউ এত দূর এগোচ্ছেন যে তাঁদের কথা শুনে, কান্ড দেখে ভয় লাগে। একটা সমাজে শিক্ষক যখন শ্রদ্ধার জায়গা থেকে ভয়ের জায়গায় যান তখন সেই সমাজে দুটো ঘটনা ঘটে। পতন এবং পচন।

আমরা বোধ হয় পতনের পথে। পচনের গন্ধ চার দিকে।

লেখক: সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্থ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর এক্সিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটির 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বাইতুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলিন
ফ্রন্ট ডিজিক/বেসমেন্ট ভিত্তে "বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা" দেওয়া হয়।
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্ভীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখলাক, ফিক্হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

গ্রেফতার হেলেনা জাহাঙ্গীরকে নিয়ে যা বললেন সেফুদা

(৪৬ পাতার পর)

জানিয়েছেন হেলেনা জাহাঙ্গীর।

শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাবের এই বক্তব্যের পরদিনই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন সেফাত উল্লাহ সেফুদা। তিনি বলেছেন, 'হেলেনা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে (আমার) টাকা নয়, হৃদয়ের লেনদেন।'

শনিবার দুপুরে ফেসবুক লাইভে এসে সেফাত উল্লাহ সেফুদা বলেন, র‍্যাব বলেছে আমি নাকি হেলেনা জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেই কিংবা সে নাকি আমাকে টাকা-পয়সা দেয়। এরকম কী কী জানি বলেছে। হেলেনা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে আমার টাকা-পয়সার লেনদেন নেই। সম্পদের লেনদেন নেই। হৃদয়ের লেনদেন আছে। হেলেনা জাহাঙ্গীর লাস্ট কালকেও আমাকে বলেছে, দাদা আই লাভ ইউ। আমি বলেছি লাভ ইউ টু। কারণ লাভ ইজ পাওয়ার। আপনারা জানেন ভালোবাসা আমার আদর্শ।

এরপরই অবশ্য হেলেনা জাহাঙ্গীরকে তিনে চেনেন না বা চিনতেও চান না বলে জানান সেফুদা।

এরপরই আবার বলেন, 'অনলাইনে গত প্রায় তিন বছরের কম সময় ধরে আমি তাকে চিনি। মানে আমাকে সে আবিষ্কার করেছে।'

এর আগে শুক্রবার এক ভিডিওতে হেলেনা জাহাঙ্গীরের মুক্তি দাবি করে সেফুদা বলেছিলেন, 'তার সঙ্গে হেলেনা জাহাঙ্গীরের দেখা হয়নি। তবে টেলিফোনে কথা হতো। হেলেনা জাহাঙ্গীর একজন স্মার্ট নারী, তিনি দুঃসাহসের সঙ্গে কথা বলতেন। অবিলম্বে এবং সম্মানের সঙ্গে হেলেনা জাহাঙ্গীরকে ছেড়ে দিতে হবে।'

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার (২৯ জুলাই) রাত ১২টার দিকে গুলশানের ৩৬ নম্বর রোডের ৫ নম্বর বাসায় দীর্ঘ প্রায় চার ঘণ্টা অভিযান শেষে হেলেনা জাহাঙ্গীরকে আটক করে র‍্যাব।

আটকের সময় তার বাসা থেকে বিদেশি মদ, অবৈধ ওয়াকিটকি সেট, চাকু, বৈদেশিক মুদ্রা, ক্যাসিনো সরঞ্জাম ও হরিণের চামড়া উদ্ধার করা হয়। র‍্যাব সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়ার হেলেনা জাহাঙ্গীরকে গ্রেফতার দেখানো হয়।



বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❋ ফিজিক্যাল এক্সাম ❋ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❋ টিএসি এক্সাম ❋ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❋ ডায়াবেটিস ❋ উচ্চ রক্তচাপ ❋ থাইরয়েড ❋ এজমা ❋ বাতের ব্যথা ❋ গ্যাষ্ট্রোরোগ ❋ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে ব্লক পরীক্ষা, ইকেজি, শ্বাইরোমেট্রি, স্পেশালি, টিবি টেষ্ট, কান ভুটা করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, HIS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্সুরেন্স নেই তাদের জন্য স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্সুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F টেন 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালটেন্ট

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট, সিগনা, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এষ্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অফিস খোলা থাকে
২৮-৫৭ ক্রসবে হাইওয়ে, ক্রসবে, ঘন
ঘ রবিবার ছাড়া ৩০ আর. ক্রসবে
প্রবেশ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়



7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights







ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com



দর্শক না থাকলেও কম ঝলমলে হয়নি অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ছবি: টুইটার

দর্শকশূন্য মাঠে অলিম্পিকের ঝলমলে উদ্বোধন

স্পোর্টস রিপোর্টার: দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ বলা হয় অলিম্পিককে। দুনিয়াব্যাপী সব অ্যাথলেট-সমর্থকদের আগ্রহের তুঙ্গে থাকে যে আসর। যেটি আয়োজনের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ ব্যয় করে অনেক দেশ। অথচ এবার সে আসরটিই কিনা আয়োজন করতে গিয়ে প্রশ্নের মুখে অলিম্পিক কমিটি। জাপানে আসরটি বসার কথা গত বছর। সেটি পেছাতে পেছাতে এসেছে এ বছরে। কিন্তু এখনো খোদ দেশটির অধিকাংশ জনগন চায়, অলিম্পিক আয়োজন না হোক! এক মহামারী করোনাভাইরাস কতকিছুই না পাল্টে দিলো!

যেমনটা পাল্টে দিলো এই আসরের চেহারার। লাখো দর্শক উন্মুখ হয়ে থাকেন অলিম্পিকের উদ্বোধনী মাঠে বসে দেখতে। অথচ এবার একেবারে দর্শকশূন্য গ্যালারিতে আয়োজন করতে হলো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের! অংশগ্রহণকারী অ্যাথলেট, কোচ-কর্মকর্তাদের সঙ্গে অলিম্পিক কমিটির সভাপতি থমাস বাখ, জাপানের সম্রাট নারুহিতো আর হাজারখানেক ভিআইপি, এই ছিলো এবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দর্শক।

তবে দর্শক না থাকলেও, কম রঙীণ হয়নি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা। ঝলমলে- আতশবাজির আলোয় ছেয়ে যায় পুরো এলাকা। ৪ ঘন্টার আয়োজন নিশ্চিতভাবেই মন্ত্রমুগ্ধ করেছে টিভিসেটের সামনে বসা দর্শকদেরকে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় একটি ভিডিওর মাধ্যমে। যেখানে দেখানো হয়, করোনার মধ্যেও কিভাবে অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন অ্যাথলেটরা সেসব। এরপর শুরু হয় একে একে মার্চ পাস্ট। সবার আগে ছিলো অলিম্পিক গেমসের প্রথম আয়োজক গ্রিস। ২য়বারের মতো অংশ নিচ্ছে শরণার্থী দল, তারা আসে এরপরের দফায়। সবার শেষে আসে স্বাগতিক জাপান দল। এবারের আসরে অংশ নিচ্ছে ২০৭টি দেশ ।

এবার বাংলাদেশের পতাকা বহন করেন সাঁতারু আরিফুল ইসলাম। তার সঙ্গে ছিলেন সাঁতারু জুনাইনা আহমেদ, দুই আর্চার রোমান সানা ও দিয়া সিদ্দিকী, স্প্রিটার জহির রায়হান ও শুটার আব্দুল্লাহ হেল বাকি। এছাড়া আর্চার দলের কোচ ফ্রেডরিখ মার্টিন আর বাংলাদেশ দলের শেফ দ্য মিশন বশির আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

মার্চ পাস্ট শুরুর আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন শান্তিতে নোবেলজয়ী বাংলাদেশী মোহাম্মদ ইউনুস। তার হাতে উঠে সম্মানজনক অলিম্পিক লরেল ট্রফি। আসরের জন্য শুভকামনা জানান তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাপানের বিভিন্ন ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়। মনোজ্ঞ সব প্রদর্শনী আর আতশবাজির মাধ্যমে শেষ হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

বিপুল ব্যয়ে নির্মিত অলিম্পিক ভিলেজগুলোর কী পরণতি হয়?

স্পোর্টস ডেস্ক: করোনাকালের মাঝেই শুরু হয়ে গেছে অলিম্পিক গেমস। প্রথম সোনার পদক জিতেছেন চীনের শুটার ইয়াং কিয়ান। যিশুকে মান্যতা দিতে ধর্মীয় উৎসব হিসাবে অলিম্পিয়া শুরু হয়েছিল। সারা বিশ্বের কাছে এখন এটি খেলোয়াড়দের উৎসব। সারা বিশ্বের ক্রীড়াবিদ এবং ক্রীড়াপ্রেমীরা দিন গোনেন এই ক্ষণের অপেক্ষায়। ১৮৯৬ সাল থেকে আধুনিক অলিম্পিকের শুরু। ১৮৯৪ সালে আধুনিক অলিম্পিকের ধারণা দিয়েছিলেন ফ্রান্সের ব্যারন পিয়েরে ডি কউবার্টিন।

কোনো শহরকে কেন্দ্র করে অলিম্পিকের পরিকল্পনা করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার প্রতিযোগী অলিম্পিকে অংশ নিতে সুনির্দিষ্ট সেই শহরে গিয়ে পৌঁছান। সঙ্গে থাকেন তাদের কোচ, চিকিৎসক, পরিবারের সদস্যরা। এই বিশাল সংখ্যক মানুষের থাকা-খাওয়া এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে অনেক বড় এলাকার প্রয়োজন হয়। যা একটি গ্রামের চেয়েও বড় হয়ে থাকে। যে কারণে যেখানে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় সেই সংলগ্ন বিশাল এলাকাকে অলিম্পিক ভিলেজ বলা হয়। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার জাপানের মাটিতে এই সর্ববৃহৎ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর আগে ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম টোকিও অলিম্পিক। ২০১১ সালে ফুকুশিমায় ভূমিকম্প ও সুনামির পরে ২০১৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সরকারিভাবে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি জানিয়ে দিয়েছিল, ২০২০ সালের অলিম্পিক টোকিওতে হবে। তখন থেকেই একটু একটু করে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছিল টোকিও। এর পেছনে আয়োজকদের যেমন বিপুল খরচ হয়; তেমনি প্রচুর লাভও হয়ে থাকে।



এবার বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করে ১১ হাজার ৩২৪ ক্রীড়াবিদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এবং ৩৩৯টি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে জাপান। তৈরি হয়েছে সুবিশাল গেমস ভিলেজ। এই আয়োজনে জাপানের আনুমানিক খরচ হয়েছে অন্তত ১৫ হাজার ৪০০ কোটি ডলার। কিন্তু অলিম্পিক শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই ভিলেজগুলির কী হয়? টোকিও ভিলেজের কী হবে তা এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে এখনও পর্যন্ত যতবার অলিম্পিক হয়েছে, সেই ভিলেজগুলোর কোনোটি পুনর্ব্যবহার করা হয়েছে, কোনোটি আবার একেবারেই পরিত্যক্ত।

১৯৯৬ সালের যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেন্টেনিয়াল অলিম্পিক পার্কে। পরে পার্কটি সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। পার্কে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকের স্মৃতি হিসাবে একটি মনুমেন্টও তৈরি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে পার্কটি এখন দর্শনীয় স্থান। ক্রীড়াবিদেদের থাকার জন্য পাশে থাকা ক্লার্ক আটলান্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছোট ছোট অনেক ঘর বানানো হয়েছিল। সেগুলি পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে পরিণত হয়।

১৯৯২ সালের অলিম্পিকের আগে স্পেনের বার্সেলোনায় কোনো সমুদ্রসৈকত ছিল না। অলিম্পিকের সময় মিশর থেকে বালি এনে সমুদ্রের তীরে থাকা ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলে সমুদ্রসৈকত তৈরি করা হয়। সমুদ্রসৈকতটি অলিম্পিক ভিলেজের অন্তর্গত ছিল। অলিম্পিক বার্সেলোনাকে নতুন রূপ দিয়েছিল। বিশ্বের অন্যতম পর্যটনস্থলে পরিণত হয়েছে এটি। প্রতিযোগীদের থাকার ঘরে এখন পর্যটকরা থাকেন। সিডনি অলিম্পিক পার্কে ২০০০ সালের অলিম্পিক আয়োজিত হয়েছিল। এখন সেখানে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, খেলা, ব্যবসায়িক সম্মেলন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। থাকার জায়গাগুলি আবাসনে পরিণত হয়েছে।

১৯৯১ সালে গ্রিসের এথেন্সে মেডিটেরানিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০৪ সালের অলিম্পিকেও এর পুনর্ব্যবহার হয়। তারপর থেকে সেটি আবাসনে পরিণত হয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভিলেজগুলিকে কী ভাবে কাজে লাগানো যায় তার আদর্শ উদাহরণ আটলান্টা, বার্সেলোনা, সিডনি কিংবা এথেন্স। আবার এমনও অনেক উদাহরণ আছে যেখানে ঠিক মতো কাজে লাগানোই হয়নি ভিলেজগুলিকে। বিশাল টাকার সম্পত্তি যেন নষ্ট হওয়ার জন্যই ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে বসবে ২০৩২ সালের অলিম্পিক আসর



স্পোর্টস ডেস্ক: আরো একবার অলিম্পিক ফিরছে অস্ট্রেলিয়ায়। ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন আর ২০০০ সালে মর্যাদার এই আসর বসেছিল সিডনিতে। এবার ২০৩২ সালের স্বাগতিক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে অস্ট্রেলিয়ার আরেক শহর ব্রিসবেন।

কাতার, হাঙ্গেরী, জার্মানীকে পেছনে ফেলে বাজিমাত অস্ট্রেলিয়ারই। অলিম্পিকের পাশাপাশি ২০৩২ সালের প্যারালিম্পিকও হবে ব্রিসবেনেই। এ নিয়ে উচ্ছসিত ব্রিসবেনের মেয়র আড্রিয়ান সিরিনার। তিনি বলেন, 'পাঁচ বছরের প্রচেষ্টায় আমরা সফল হলাম। এই অলিম্পিক কুইন্সল্যান্ডের অর্থনীতিতে ৮.১ বিলিয়ন ডলারের প্রবৃদ্ধি ঘটাবে।'

অলিম্পিকের এবারের আসর বসেছে জাপানে। শুক্রবার 'টোকিও অলিম্পিক-২০২০' আসরের উদ্বোধন হয়েছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার মেয়েটিই অলিম্পিকে সবচেয়ে কম বয়সী অ্যাথলেট

স্পোর্টস ডেস্ক: চলতি টোকিও অলিম্পিকে সবচেয়ে কম বয়সী অ্যাথলেট হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার হেন্দ জাজা। ১২ বছর বয়সী এই টেবিল টেনিস খেলোয়াড় টোকিওর আসরের প্রথম রাউন্ড থেকে বাদ পড়লেও সবার মন জিতে নিয়েছেন। অস্ট্রিয়ান প্রতিপক্ষ ৩৯ বছর বয়সী লিউ জিয়ার কাছে শনিবার (২৪ জুলাই) ৪-০ ব্যবধানে হেরে তিনি বিদায় নেন। কিন্তু জাজার উঠে আসার গল্প অনেকের জন্যই অনুপ্রেরণার হতে পারে।



সিরিয়ার হামাতে ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারী জন্ম হয় জাজার। তার বর্তমান বয়স ১২ বছর ২০৫ দিন। টোকিওর আসরে জাজার পর সবচেয়ে কম বয়সী অ্যাথলেট বৃটেনের ১৩ বছর বয়সী স্কেটবোর্ডার স্কাই ব্রাউন। জাজার পরিবার ছিল ক্রীড়ামোদী। মাত্র ৫ বছর বয়সে তার টেবিল টেনিসে হাতেখড়ি হয়। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ক্যারিয়ারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। গৃহযুদ্ধের কারণে এক বছরে দেশের বাইরে খেলতে পেরেছেন মাত্র ২/৩টি ম্যাচ। তারপরেও জাজা দমে যাওয়ার পাত্রী ছিলেন না।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারীতে হওয়া ওই প্রতিযোগিতার ফাইনালে লেবাননের মারিয়ানা সাহাকিয়ানকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে দারুণ এক কীর্তি গড়েন জাজা। এর মাধ্যমে তিনি সিরিয়ার প্রথম টেবিল টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে অলিম্পিকে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন। জাজা এখন আইটিটিএফ অনূর্ধ্ব-১৩ বছর বয়সীদের এককের র‍্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে ৪৬তম স্থানে আছেন। উল্লেখ্য, ১৮৯৬ সালে এথেন্স অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী গ্রিসের ১০ বছর বয়সী দিমিত্রিওস লাউন্দ্রাস এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কম বয়সী অ্যাথলেট। ছবি: এএফপি

টোকিও অলিম্পিকে প্রথম সোনা জিতল ইরান

স্পোর্টস ডেস্ক: শুটিংয়ে জাভেদ ফরোঘির হাত ধরে টোকিও অলিম্পিকে প্রথম সোনা জিতল ইরান। শনিবার (২৪ জুলাই) আসাকা শুটিং হলে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের পুরুষ বিভাগে অলিম্পিকের রেকর্ড ২৪৪.৮ স্কোর গড়ে সোনা জেতেন জাভেদ। যদিও বাছাইয়ে তিনি পঞ্চম হয়েছিলেন। কিন্তু আসল লড়াইয়ে বাজিমাত করে দিয়েছেন জাভেদ।

জাভেদের প্রতিপক্ষ ছিলেন সার্বিয়ার দামির মিকেচ। রূপা জয়ের পথে তিনি স্কোর গড়েন ২৩৭.৯ স্কোর। ব্রোঞ্জ জেতেন চিনের পেং উই। ৫৭৮ স্কোর নিয়ে বাছাইয়ে সপ্তম হয়েছিলেন এই শুটার। বাছাই ভালো করেও পদক জিততে পারেননি ভারতের সৌরভ চৌধুরী। তিনি বাছাইয়ে ৫৮৬ স্কোর গড়ে সেরা হয়েছিলেন। আর জাভেদ বাছাই পর্বে ৫৮০ স্কোর করে পঞ্চম হয়েছিলেন। ছবি: এএফপি



উচ্ছেদ হতে পারেন ৩ কোটির বেশি ভাড়াটে

(প্রথম পাতার পর)

তারা আর কিছু করতে পারবে না। এজন্য কংগ্রেসকে আইন প্রণয়ন করে বিষয়টি সুরাহা করতে হবে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সুপ্রিম কোর্টের এমন নির্দেশনার পর ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের ওপর নিষেধাজ্ঞার সময় বর্ধিত করার আর সুযোগ নেই বলে তার অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন। এ জন্য তিনি কংগ্রেসকে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ২০২০ সালের মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকে যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে দীর্ঘদিন লক-ডাউন চলে। কর্মহীন হয়ে পড়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ। যার ফলে বাসাভাড়া দেওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ভাড়া না দিতে অপারগ হলে জন্য কোনো ভাড়াটেকে উচ্ছেদের ওপর প্রথমে তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। পরে এই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ কয়েক দফা বাড়ানো হয়েছে। এ সময় স্টিমুলাস সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ভাড়াটেদের সহযোগিতা দেওয়া হলেও গত মার্চের তথ্য অনু-যায়ী প্রায় ৭০ লাখ মানুষ জানিয়েছেন, তাঁদের বাড়িভাড়া হালনাগাদ নেই। ভাড়া না পাওয়ায় বাড়ির মালিকেরা পড়েছেন আরও বিপাকে। ঘরের জন্য ঋণের কিস্তি পরিশোধ, নগর শহরের কর পরিশোধ, বিদ্যুৎ, পানির বিল হালনাগাদ করতে হচ্ছে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালে সুপ্রিম কোর্ট গত মাসে জুলাই পর্যন্ত উচ্ছেদ নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ অনুমোদন করেন। বিচারপতি ব্র্যারেট ক্যাভানাগহ বলেছেন, কংগ্রেসের সুনির্দিষ্ট আইন ছাড়া ভাড়াটে উচ্ছেদের মেয়াদ বর্ধিত করার যেকোনো উদ্যোগ তিনি প্রতিহত করবেন।

যুক্তরাষ্ট্র সেন্সাস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, জুলাইয়ের পাঁচ তারিখ পর্যন্ত ৩ কোটি ৬০ লাখ লোকজনের ঘরভাড়া বাকি পড়ে আছে। তাঁদের উচ্ছেদ করা হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। এই হিসাবে তালিকাভুক্ত ভাড়াটেদের শুধু ধরা হয়েছে। এর বাইরে অগণিত খুচরা ভাড়াটের হিসাব নথিতে নেই। উচ্ছেদ আইনত বন্ধ থাকায় বাড়ির মালিকেরা ভাড়া না পেয়ে আইনের আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ পাননি।

গৃহায়ন নিয়ে নাগরিক আন্দোলন করে এমন সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষ থেকে ভাড়াটে উচ্ছেদের মেয়াদ আবারও বাড়ানোর দাবি জানানো হয়েছে। তাঁরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে এখনো মহামারি বিরাজ করছে। নতুন ডেল্টা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে লোকজনের মধ্যে এখনো ভীতি বিরাজ করছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বাড়িভাড়ার কারণে ভাড়াটেদের উচ্ছেদ না করার দাবি জানানো হচ্ছে।

ন্যাশনাল লো ইনকাম হাউজিং কোয়ালিশন সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক ড্যানিয়েল ওয়াইন্টেল বলেছেন, ডেলটা ভাইরাস সংক্রমণের এ সময়ে বাইডেন প্রশাসনের ভাড়াটেদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। সুপ্রিম কোর্টের ঢালাও নির্দেশনাকে বিবেচনায় রেখেই ভাড়াটেদের উচ্ছেদের হাত থেকে রক্ষা করা এ মুহূর্তে সরকারের নৈতিক দায়িত্ব বলে তিনি মনে করেন।

কংগ্রেস এর মধ্যে ভাড়াটেদের ঘরভাড়া পরিশোধ করার জন্য ৪৭ বিলিয়ন ডলারের অনুমোদন দিয়েছে। কংগ্রেসের বরাদ্দ থেকে প্রথম দফা ২৫ বিলিয়ন ডলার বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র তিন বিলিয়ন ডলার সরাসরি ভাড়াটে বা বাড়ির মালিকের কাছে পৌঁছেছে। কাল শনিবারের পর বাড়ির মালিকেরা উচ্ছেদের জন্য আদালতে যেতে পারবেন।

দুই মডেলকে আটকের পর যা বলল গোয়েন্দা পুলিশ

(প্রথম পাতার পর)

একজন হলেন বনানীর রেইনট্রি হোটেলে দুই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হওয়ার ঘটনায় আলোচিত মডেল ফারিয়া মাহবুব পিয়াসা।আর অপরজন হলেন মডেল মরিয়ম আক্তার মৌ ওরফে মৌ আক্তার। তাদের আটকের পর গোয়েন্দা পুলিশ জানিয়েছে, এই দুই মডেল একটি সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্য। তারা উচ্চবিত্তদের ব্যাকমেইলিং করতেন।

মোহাম্মদপুরে মডেল মৌকে আটকের পর তার বাসার নিচে সংবাদ সম্মেলন করে ডিবি উত্তর বিভাগের যুগ্ম কমিশনার হারুন-অর রশীদ বলেন, তাদের বিরুদ্ধে আমরা অনেক ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ পেয়েছি। সেসব ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে আজ (রোববার) তাদের বাসায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। দুজনের বাসায় বিদেশি মদ, ইয়াবা ও সিসা পাওয়া গেছে। মৌয়ের বাড়িতে মদের বারও ছিল।

তিনি বলেন, আটক দুই মডেল হচ্ছেন রাতের রানী। তারা দিনের বেলায় ঘুমান এবং রাতে এসব কর্মকান্ড করেন। উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের পার্টির নামে বাসায় ডেকে এনে তাদের সঙ্গে আপত্তিকর ছবি-ভিডিও ধারণ করে রাখতেন তারা। পরবর্তীতে সেসব ভিডিও এবং ছবি ভিকটিমদের পরিবারকে পাঠানোর কথা বলে ব্যাকমেইল করে বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নিতেন এই দুই মডেল। ডিবির এই কর্মকর্তা আরও বলেন, আটক এই দুই মডেলের বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর ও গুলশান থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক মামলা করা হবে। এছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে ব-্যাকমেইলিংয়ের অভিযোগেও আলাদা মামলা হবে। এসব মামলায় তাদের রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গত রোববার রাতে প্রথমে পিয়াসার বারিধারার ৯নং রোডের ৩নং বাসায় অভিযানে যায় গুলশান বিভাগেরস গোয়েন্দাদের একটি দল। অভিযানকালে পিয়াসার ঘরের টেবিল থেকে চার প্যাকেট ইয়াবা (কত পিস জানা যায়নি), রান্নাঘরের ক্যাবিনেট থেকে ৯ বোতল বিদেশি মদ, ফ্রিজে একটি আইসক্রিমের বাক্স থেকে সিসা তৈরির কাঁচামাল এবং বেশ কয়েকটি ই-সিগারেট পাওয়া গেছে। এছাড়া পিয়াসার কাছ থেকে ৪টি স্মার্টফোন জব্দ করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। অভিযান শেষে গোয়েন্দা পুলিশের নারী সদস্যদের মাধ্যমে পিয়াসাকে একটি মাইক্রোবাসে তুলে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়। পরে গভীর রাতে মোহাম্মদপুর এলাকার বাবর রোডে একটি বাসায় পৃথক অভিযান চালিয়ে ইয়াবাসহ মডেল মৌ আক্তারকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। উলেখ্য, ২০১৭ সালের মে মাসে বনানীর রেইনট্রি হোটেলে ধর্ষণের শিকার হন দুই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী। ওই ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার এজাহ-ারভুক্ত পিয়াসা। সেই ঘটনায় সারা দেশে তোলপাড় শুরু হয়। প্রথমে মামলা করতে ভুক্তভোগীদের সহযোগিতা করেছিলেন পিয়াসা। কিন্তু পরে পিয়াসার বিরুদ্ধেই মামলা তুলে নেওয়ার হুমকির অভিযোগে জিডি করেন ভুক্তভোগীদের একজন।সেই ঘটনার ৪ বছর পর ফের আলোচনায় মডেল পিয়াসা।

আবারো মাস্ক নিয়ে জীবন

(প্রথম পাতার পর)

ইনডোর অনুষ্ঠানে বা যে সব জায়গায় করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে সেখানে। ডেল্টার সংক্রমণ ছড়াচ্ছে বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেন্টার ফর ডিসিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন। মঙ্গলবার তারা ঘোষণা করেছে, যাদের দুটি ভ্যাকসিন নেয়া হয়েছে, তাদেরকেও আবার মাস্ক পরতে হবে। করোনা আবার ছড়াচ্ছে বলে আগের সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হলো আমেরিকা। সেন্টারের ডিরেক্টর বলেছেন, যারা দুটি ডোজ নিয়েছেন, তারাও করোনার ভাইরাস ছড়াতে পারেন। আমেরিকার বেশ কিছু রাজ্য ও বিশ্বের কয়েকটি দেশের তথ্য বিশ্লেষণ করার পরই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন তারা।

সেন্টার ফর ডিসিস কন্ট্রোল (সিডিসি)-র সুপারিশ, যারা ঘরের ভিতরে কাজ করেন, বিশেষ করে শিক্ষক, ছাত্র, সরকারি, বেসরকারি কর্মী, স্কুল বা অফিসে যারা বাইরে থেকে আসেন তাদের মাস্ক পরতে হবে। পরে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, করোনা যেখানে ছড়াচ্ছে, সেখানে মানুষকে সিডিসির নতুন নির্দেশ পালন করতে হবে। তিনি নিজেও এই নীতি মানবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তার মতে, সিডিসি-র নতুন নীতি থেকে এটাও বোঝা যাচ্ছে, সবাইকে দ্রুত ভ্যাকসিন নিতে হবে।

সিডিসির আগের নীতি কী ছিল

করোনাকালের অধিকাংশ সময়েই সিডিসি অ্যামেরিকার মানুষকে মাস্ক পরতে বলেছে। ঘরের বাইরে যখন অন্যের থেকে দূরত্ব ছয় ফিটের কম থাকবে তখন মাস্ক অবশ্যই পরতে হবে বলে তারা জানিয়েছিল। গত এপ্রিলে তারা এই কড়াকড়ি শিথিল করে। তখন বেশ কিছু লোককে টিকা দেয়া হয়ে গেছে। সিডিসি জানায়, যারা দুই ডোজ ভ্যাকসিন নিয়েছেন, তাদের আর মাস্ক পরার দরকার নেই। খুব ভিড়ের জায়গায় গেলে তবেই মাস্ক পরতে হবে, না হলে নয়। পরে মে মাসে আবার নিয়মের পরিবর্তন করা হয়। তখন বলা হয়, বাইরে ভিড়ের মধ্যে এবং বদ্ধ জায়গাতেও আর মাস্ক পরার দরকার নেই। শুধু বাস, প্লেন এবং হাসপাতালে মাস্ক পরতে হবে।

আমেরিকার করোনা পরিস্থিতি

আমেরিকায় এখন প্রতিদিন গড়ে ৫৭ হাজার মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন। তার মধ্যে ২৪ হাজার মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হচ্ছে। ৫০ শতাংশ মানুষকে টিকা দেয়া হয়েছে। গত সপ্তাহে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন, নতুন করে যারা করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন, তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ ডেল্টায় আক্রান্ত।

করোনা নিয়ন্ত্রণে ভুল পথে যুক্তরাষ্ট্র:

(প্রথম পাতার পর)

পরিস্থিতি টিকা গ্রহণ করেনি এমন মানুষের মধ্যে মহামারি আকার নিচ্ছে। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে টিকা নেওয়া লোকজনের জন্য মাস্ক ব্যবহারের বিধি নতুন করে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

সাক্ষাৎকারে ফাউসি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাস সংক্রমণ 'টিকা না পাওয়া' লোকজনের মধ্যে মহামারি আকার ধারণ করছে। যেসব এলাকায় টিকা দেওয়ার হার কম সেসব জায়গায় এই ভাইরাসের ডেল্টা ধরনের কারণে সংক্রমণের উর্ধ্বগতি দেখা গেছে।

ড. ফাউচি আরও বলেন, টিকা দেওয়ার হার কম এমন এলাকার স্থানীয় নেতাদের উচিত লোকজনকে টিকা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা।

যুক্তরাষ্ট্রের ১৬ কোটি ২৭ লাখ মানুষ বা মোট জনগোষ্ঠীর ৪৯ শতাংশ করোনার টিকা গ্রহণ করেছেন। গত এপ্রিল পর্যন্ত টিকা প্রদানে বিশ্বের শীর্ষ স্থানে ছিলো যুক্তরাষ্ট্র। তারপর থেকেই টিকা গ্রহণে আগ্রহ কমতে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্যগুলোতে টিকা গ্রহণের হার কম। সেখানকার অর্ধেকেরও কম বাসিন্দা এখন পর্যন্ত প্রথম ডোজ টিকা নিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে গত মে এবং জুন মাসে দৈনিক শনাক্তের হার কমে আসলেও তা আবারও বাড়তে শুরু করে। এরই মধ্যে মোট শনাক্তের সংখ্যা তিন কোটি ৪০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা ছয় লাখ ১০ হাজার ছাড়িয়েছে।

ভারতে শনাক্ত হওয়া করোনাভাইরাসের অতিসংক্রামক 'ডেল্টা ধরনের' কারণে আক্রান্তের এই উর্ধ্বগতি দেখা গেছে। ফ্লোরিডা, টেক্সাস এবং মিসৌরির মতো টিকা দেওয়ার হার যে সব রাজ্যে কম সেখানেই সংক্রমণ বাড়ছে

নিউইয়র্ক পুলিশের ক্যাপ্টেন পদে

(প্রথম পাতার পর)

এনওয়াইপিডি এক ফিলিস্তিনি নারী। শনিবার তিনি নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস কাউন্ট্রির পুলিশ বিভাগের এ দায়িত্ব পান। তিনি প্রথম আরব বংশোদ্ভূত ফিলিস্তিন নারী যিনি এনওয়াইপিডি পুলিশে এমন উচ্চপদ পেয়েছেন।

ফেলিস্টিন সোরর ফিরিস্তিনের রামালা শহরের বেতুনিয়া গ্রাম থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্ক পুলিশ বাহিনীতে কাজ করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পর্যায়ে সংখ্যার দিক থেকে নিউইয়র্কের পুলিশ বিভাগ সবচেয়ে বড়। তিনি প্রথম আরব বংশোদ্ভূত ফিলিস্তিন নারী হিসেবে ব্রঙ্কস কাউন্ট্রির পুলিশ বিভাগের ক্যাপ্টেন পদে নিয়োগ পেয়েছেন। ব্রঙ্কস কাউন্ট্রি হলো যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের পাঁটি ব্যুরোর একটি।

যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিনি অধিকারকর্মী মাহের আব্দেল কাদের এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে ফেলিস্টিন সোরর নামের ওই ফিলিস্তিনি নারী পুলিশের ক্যাপ্টেন পদে নিয়োগ পেয়েছেন। এ বিষয়ে মাহের আব্দেল কাদের বলেন যে যুক্তরাষ্ট্রে বাস করা ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূতদের জন্য এটা একটি ভালো সংবাদ। যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরা যে তাদের প্রভাব ও গুরুত্ব বাড়াচ্ছেন এটা তার নিদর্শন। গত দশক থেকেই ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের প্রভাব ধীরে ধীরে বাড়ছে। রাশিদা তালিব কংগ্রেস সদস্য হিসেবে ইতোমধ্যেই ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছেন। সূত্র : দ্যা গাজা পোস্ট

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ৪২ লাখ ২৪ সহস্রাধিক

(প্রথম পাতার পর)

করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়েছে ১৭ কোটি ৮৯ লাখ ৩০ হাজার ৫৫১ জন এবং বর্তমানে আক্রান্ত অবস্থায় রয়েছে এক কোটি ৪৮ লাখ ৭৯ হাজার ৭৮১ জন। বিশ্বে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হওয়ার হার ৯৮ শতাংশ এবং মারা যাওয়ার হার ২ শতাংশ। সারা বিশ্বে বর্তমানে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় রয়েছে ৮৭ হাজার ৬৬২ জন এবং বাকিদের অবস্থা স্থিতিশীল। বিশ্বে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সে দেশে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে তিন কোটি ৫৬ লাখ ৮৮ হাজার ৫০৬ জন এবং মারা গেছে ছয় লাখ ২৯ হাজার ৬৪ জন। বিশ্বে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের পর যথাক্রমে রয়েছে ভারত, ব্রাজিল, রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, তুরস্ক, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া ও স্পেন। ভারতে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে তিন কোটি ১৬ লাখ ১৩ হাজার ৯৯৩ জন এবং মারা গেছে চার লাখ ২৩ হাজার ৮৪২ জন। ভারতের পরের অবস্থানে থাকা ব্রাজিলে মোট আক্রান্ত হয়েছে এক কোটি ৯৮ লাখ ৮০ হাজার ২৭৩ জন এবং মারা গেছে পাঁচ লাখ ৫৫ হাজার ৫১২ জন।

বিশাল মুখের ফাঁকা নিয়ে গিনেস বুকে

(প্রথম পাতার পর)

মুখ ফাঁকা করতে পারেন সামান্থা। আর এই বিশাল মুখের কারণেই গিনেস বিশ্ব রেকর্ডের নারী ক্যাটাগরিতে জায়গা পেয়েছেন ৩১ বছর বয়সী এই টিকটক তারকা।

বিশাল মুখের কারণে টিকটকে তার ১০ লাখের বেশি ফলোয়ার আছে। দানবীয় এই মুখের ফাঁকার মধ্যে একটা আস্ত আপেল পর্যন্ত পুরে ফেলতে পারেন সামান্থা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ ধরনের বেশকিছু ভিডিও আপলোড করেছেন তিনি।

মুখের ফাঁকা মাপতে সামান্থা স্থানীয় দাঁতের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তার সাথে গিনেস বিশ্ব রেকর্ডের একজন বিচারক ছিলেন। তার উপস্থিতিতেই ড. এলকে চ্যাং ডিজিটাল ক্যালিপারের সাহায্যে সামান্থার মুখ হাঁ করার পর ঠোঁটের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত মাপ নেন। এরপরই গিনেস বিশ্ব রেকর্ডে অন্যদের পেছনে ফেলে ঠাঁই করে নেন সামান্থা। গিনেস বুকে জায়গা পাওয়ার পর সামান্থা জানান, এই ৩১ বছর বয়সে এমন একটা বিষয়ে স্বীকৃতি পেয়েছি, যার জন্য সবসময় হীনমন্যতায় ভুগেছি। সব সময় চেয়েছি যে এটা যদি একটু ছোটো হতো। তবে এখন এটাই আমার জন্য সবচেয়ে সেরা অর্জন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪ ইঞ্চি মুখের ফাঁকা নিয়ে গিনেস বিশ্ব রেকর্ডে পুরুষ ক্যাট-াগরিতে শীর্ষে আছে যুক্তরাষ্ট্রের কিশোর আইজ্যাক জনসন।

জেফ বেজোসকে হটিয়ে আর্নলড বিশ্বের শীর্ষ ধনী

(প্রথম পাতার পর)

শীর্ষ ধনী, তাই নিয়ে আলোচনা ছিল বিস্তর। কিন্তু এবার মিছামিছির ১১ মিনিট নয়, পৃথিবীর হিসাবে আসলেই বদলে গেছে শীর্ষ ধনীর নাম। গত শুক্রবার এক দিনে আমাজনের শেয়ারের ৭ দশমিক ৬ শতাংশ দরপতন হয়। তাতে বেজোসের সম্পদ কমে যায় ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। সেই সুযোগে ফরাসি বিলাসপণ্যের প্রতিষ্ঠান মোয়েট হেনেসি লুই ভিটনের (এমএইচএলভি) মালিক বার্নার্ড আর্নলড বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হয়ে যান বলে জানাচ্ছে ফোর্বস ম্যাগাজিন।

এ বছর মে মাসের শেষ থেকেই এই দুই ধনকুবের মধ্যে বিশ্বের শীর্ষ ধনী হওয়ার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ছিল। এ লড়াই জুনের প্রথম পর্যন্ত চলে। কিন্তু ৫০ দিন ধরে বেজোসই ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। শুক্রবারের শেয়ারবাজার অবশ্য আর্নলডও তেমন সুবিধা করতে পারেননি। তার বিলাসপণ্যের ব্র্যান্ডের সমষ্টিগত শেয়ার ১ দশমিক ৪ শতাংশ পড়ে যায়। এতে আর্নলডও ২৯০ কোটি ডলার সম্পদ হারান, কিন্তু সপ্তাহ শেষে তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৯ হাজার ২৯০ কোটি ডলার, যা বেজোসের চেয়ে ৫০ কোটি ডলার বেশি। এভাবেই বেজোসকে পেছনে ফেলে দেন আর্নলড। এ বছর মে মাসের শেষ থেকেই এই দুই ধনকুবের মধ্যে বিশ্বের শীর্ষ ধনী হওয়ার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ছিল। এ লড়াই জুনের প্রথম পর্যন্ত চলে। কিন্তু ৫০ দিন ধরে বেজোসই ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। এমনকি ২০ জুলাই তাঁর মহাকাশযাত্রার বিশাল খরচও তাঁকে শীর্ষ ধনীর অবস্থান থেকে নড়াতে পারেনি।

গত বছর করোনার প্রাদুর্ভাবের পর আর্নলডের সম্পদের পরিমাণ ১০ হাজার কোটি ডলার বাড়ে। গত বছর করোনার প্রাদুর্ভাবের পর আর্নলডের সম্পদের পরিমাণ ১০ হাজার কোটি ডলার বাড়ে। গত গ্রীষ্মে এমএইচএলভি বিক্রির লেখচিত্র ওপরেই স্থির ছিল। স্বভাবতই প্রতিষ্ঠানটির ৪৭ শতাংশ শেয়ারের মালিক আর্নলড ৪০ হাজার কোটি টাকার বেশি বাজার মূলধন আয় করে। এমএইচএলভির প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে লুই ভিটন, মোয়েট অ্যান্ড চ্যানডন, ক্রিশিয়ান ডিওর এবং টিফফানি অ্যান্ড কো। শেয়ারবাজারে দরপতন হলেও আমাজন দ্বিতীয় প্রান্তিকে ভালোই ব্যবসা করেছে। এ সময়ে তাদের বিক্রি ১১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৭ শতাংশ বেশি। শেয়ারবাজারে দরপতন হলেও আমাজন দ্বিতীয় প্রান্তিকে ভালোই ব্যবসা করেছে। এ সময়ে তাদের বিক্রি ১১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৭ শতাংশ বেশি। তবে এ বছরের প্রথম প্রান্তিকে আমাজনের প্রবৃদ্ধি ছিল ৪৪ শতাংশ। আমাজন বলছে, তৃতীয় প্রান্তিকে গিয়ে তাদের আয় হবে ১০ হাজার ৬০০ থেকে ১১ হাজার ২০০ কোটি ডলারের মধ্যে। যদিও বাজার বিশে-ষকদের আশা ছিল, ১১ হাজার ৯০০ কোটি ডলার।

বাইডেন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে

(প্রথম পাতার পর)

জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, ভারতীয় বংশদ্ভুত আমেরিকান অ্যাটর্নি রাশেদ হুসেইনকে প্রেসিডেন্ট বাইডেন তার আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক অ্যাম্বাসেডর অ্যাট লার্জ হিসেবে মনোনীত করেছেন। অপরদিকে পাকিস্তানি-আমেরিকান আইনজীবী খিজির খানকে যুক্তরাষ্ট্রের কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডমের কমিশনার হিসেবে মনোনীত করেন বাইডেন। রাশেদ হুসেইন বর্তমানে আমেরিকান জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে অংশীদারিত্ব ও বৈশ্বিক সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অপরদিকে ইরাক মিশনে অংশ নিয়ে ২০০৪ সালে নিহত যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন হুমায়ুন খানের বাবা খিজির খান। ২০১৬ সালে ডেমোক্রেট ন্যাশনাল কনভেনশনে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুক্তরাষ্ট্রে কথিত ও মুসলিম নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে বেশ কয়েকটি দেশ থেকে অভিবাসী আগমনে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণার সমালোচনায় বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনায় আসেন তিনি।

খালাস পেয়ে কাঁদলেন

(প্রথম পাতার পর)

খালাস পাওয়ার পর আদালতে কেঁদেছেন লেবার দলীয় এমপি আফসানা। পপলার এন্ড লাইমহাউস সংসদীয় এলাকার এমপি আফসানা বেগমকে আদালতের জুরি বোর্ড নির্দোষ ঘোষণা করার সাথে সাথে তিনি আদালতের কাঠগড়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েন।

শুক্রবার (৩০ জুলাই) আদালত এই রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর স্নেয়ার্স্ব্রুক ক্রাউন কোর্টের দর্শক গ্যালারিতে বসে থাকা দর্শকের একাংশ করতালি দিয়ে রায়কে স্বাগত জানান। এসময় বিচারক মিসেস হুইপল খুব দ্রুত আদালতে নীরবতা বজায় রাখতে নির্দেশ দেন।

কাউন্সিলে হউজিংয়ের আবেদনের সাথে সম্পর্কিত তথ্য কাউন্সিলের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সঠিক সময়ে জানাতে ব্যর্থতার তিনটি অভিযোগে লন্ডনের স্নেয়ার্স্ব্রুক ক্রাউন কোর্টে চলতি সপ্তাহে বিচারের মুখোমুখি হন ৩১ বছর বয়সী আফ-সানা বেগম। ২০১৩ সালের জানুয়ারী থেকে ২০১৬ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তিন মেয়াদের হউজিং বিষয়ক তথ্য গোপন রাখার অভিযোগ করা হয় ব্রিটিশ-বাংলাদেশি এই এম-পি'র বিরুদ্ধে।

মামলার বাদী ছিল টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ ছিল, আফসানা বেগমকে সেই সময়ে ঘরের ব্যবস্থা করতে গিয়ে হউজিংয়ের তালিকায় থাকা অন্য আবেদনকারীকে বিকল্প স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এই কাজে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ৬৩,৯২৮ পাউন্ড ব্যয় হয়েছিল। বাংলাদেশী টাকায় যা ৮০ লাখ টাকা প্রায়।

আদালতের রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এক বার্তায় আফসানা জানান, এই মামলাটি সম্পূর্ণ ব্যাক্তিগত বিদ্বেষপূর্ণ ছিল। যা আমার সুনাম নষ্টের জন্য। বিষয়টি আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আফসানা তাঁর দল, সমর্থক এবং আইনী লড়াইয়ে যারা পাশে ছিলেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানান।

কমিউনিটিতে অনবরত হ্যাকিংয়ের শিকার সাধারণ মানুষ

(শেষের পাতার পর)

সম্প্রতি জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ সহ অনেকেই হ্যাকিংয়ের শিকার হয়ে অর্থ খুইয়েছেন। গত শনিবার আরো ৪জন বাংলাদেশী হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছেন বলে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর ব্যবসায়ী দুলাল হোসেন এই প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন।

ফোন ব্যবসায়ী দুলাল হোসেন জানান, আমি নিজেও হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছি। তবে অনেক কষ্ট আর দেন-দরবার করে ব্যাংকের মাধ্যমে খোয়া যাওয়া অর্থ ফেরৎ পেয়েছি। তিনি বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটিরই একটি চক্র অন্য চক্রের সাথে যোগ সাজসে প্রবাসী বাংলাদেশীদের টার্গেট করে হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে অর্থ মেরে দিচ্ছে। বিষয়টি অনেক বুঝতে পারছেন আবার কেউ বুঝতে পারছন না। হ্যাকিংয়ের ঘটনা মারাত্মকভাবে বাড়ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং সবাইকে সতর্কতার সাথে বিষয়টি হ্যান্ডেল করার পরামর্শ দেন। তিনি জানান, গত শনিবার (৩১ জুলাই) আরো ৪জন বাংলাদেশী হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছেন বলে তার কাছে রিপোর্ট করেছেন। তারা হলেন- মাহফুজরি রহমান, কাওসার জাহান, গাজী ও রেজাউল করীম।

এদিকে সাংবাদিক শাহ ফারুক রহমান জানান, নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে অনবরত হ্যাকিংয়ের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এবার হ্যাকিংয়ের শিকার হয়ে ৭ হাজার ডলার খুইয়েছেন স্বয়ং জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর ইমাম ও খতিব মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। গত ৪ জুলাই হ্যাকাররা তাঁর একাউন্ট থেকে উল্লেখিত পরিমাণ ডলার তুলে। তবে তা তিনি ধরতে পারেন পরদিন ৫ জুলাই। কমিউনিটির সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ইমাম জানান, তাঁর টিডি ব্যাংকের একাউন্ট থেকে খোয়া যাওয়া ডলার উদ্ধারের ব্যাপারে পুলিশে অভিযোগ করেছেন। এনওয়াইপিডি'র সদস্যরা তাঁকে জানিয়েছেন, অ্যারিজোনায় শফিকুল আলম নামে এক ব্যক্তির একাউন্টে এই ৭ হাজার ডলার ট্রান্সফার করা হয়েছে। ঘটনার ব্যাপারেপুলিশ ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে।

মাওলানা মির্জা জাফর বেগ বলেন, সংশ্লিস্ট ব্যাংক তাঁকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে, তবে সেটি অনেক বিড়ম্বনার।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশী কমিউনিটির সাধারণ মানুষ একটি প্রতারক চক্রের মোবাইল হ্যাকিংয়ের শিকার হচ্ছেন। ইতিমধ্যে হ্যাকিংয়ের শিকার হয়ে জ্যামাইকার ব্যবসায়ী দুলাল হোসেন খুইয়েছেন ৩৯ হাজার ডলার, মোহাম্মদ রফিক আল রাজি ১১ হাজার ডলার, জসিম উদ্দিন ২৯ হাজার, আমিনুল ইসলাম ২২ হাজার। তবে তারা তাদের খুয়ে যাওয়া ডলার ইতিমধ্যেই ব্যাংকের মাধ্যমে ফেরত পেয়েছেন।

হ্যাকিংয়ের শিকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, তারা ডলার ফেরত পেয়েছেন ঠিকই কিন্তু ব্যাংক আর পুলিশে যোগাযোগ করতে গিয়ে তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তবে সবাই স্বীকার করেছেন, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদের যথেষ্ঠ সহায়তা করেছে।

অপচিকিৎসার আর এক বলি!

(শেষের পাতার পর)

জয়নুল আবেদিন ভাই সাপ্তাহিক কিষানের বার্তা সম্পাদকের চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। বেতন পাঁচ শ' টাকা। সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছেন এর মধ্যে কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো একটি হালকা পাতলা গড়নের যুবক এলো। বেশ স্মার্ট। জয়নুল ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন, পত্রিকার স্টাফ ফটোগ্রাফার। বিনু। পুরো নাম লুৎফর রহমান বিনু।

এই প্রথম দেখা, এরপর থেকে পয়তাল্লিশটি বছর সহকর্মী, বন্ধু, ভাই। মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের পাশে একটি ফটো স্টুডিও ছিল বিনুর। শখের বশে পত্রিকার জন্য ছবি তুলতো, এই শখই এক সময় পেশা হয়ে দাঁড়ায়। '৭৬এর নভেম্বরে কিষান দৈনিক হলে বিনু তার ফটো সাংবাদিক। পরের বছর মিজান ভাই খবর বের করলে বিনু সেখানেও আছে। এরপর চলে যায় দৈনিক সংবাদে। সেখানে কাজ করার পাশাপাশি খবরেও ছবি দিতো। আমি তখন খবরের বার্তা সম্পাদক। একসঙ্গে কাজ করার অনেক স্মৃতি। বিনুকে নিয়েই '৭৯এর অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে লুকিয়ে টুঙ্গিপাড়া গিয়েছিলাম। সে এক এ্যাডভাঞ্চার। তার ক্যামেরায়ই প্রথম উঠে এসেছিল বঙ্গবন্ধুর কবরের ছবি, কফিনের ছবি, বাড়ীর ছবি। খবরের পনেরোই অগাস্ট সংখ্যায় সবিস্তারে ছেপেছিলাম সেগুলো। অনেক পরে বিনু আমাকে জানিয়েছিল, টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়া-আসার কারনে অফিসে অনুপস্থিত থাকায় সংবাদ কর্তৃপক্ষ তার একদিনের বেতন কেটে রেখেছিল।

সততা, কর্মনিষ্ঠা এবং পেশার প্রতি দায়বদ্ধতার কারনে বিনু পরবর্তীতে অনেক বড় দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্টাফ ফটোগ্রাফার হিসেবেও কাজ করেছে। পেয়েছে অনেক পদক পুরষ্কার। শেষের দিকে এসে প্রায় অবসর জীবনই কাটাতো। ছেলে অস্ট্রেলিয়া, মেয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। মাঝেমাঝে যেতো তাদের কাছে। ফেসবুকে ছবি দিতো, ফলে লোকেট করতে পারতাম। মনে হতো বিনু তো পাশেই আছে। দেখা হতো প্রেসক্লাবে গেলে। পয়তাল্লিশ বছর ধরে যে সমীহটা করে এসেছে দেখা হলে তার ব্যত্যয় হতো না। বছর দুই আগে থেকেই মুটিয়ে গেছিল বেশ। প্রায়ই সাবধান করতাম। শেষ পর্যন্ত যে আশংকা করেছিলাম তাই হলো, হার্টের সমস্যা ধরা পড়লো। আনাড়ি অথবা মূর্খ ডাক্তারের পাল্লায় পড়লে যা হয়- ত্রুটিপূর্ণ পেসমেকার অথবা ঠিকমতে না বসানোর কারনে স্যুট করলো না। শেষ পর্যন্ত এই পেসমেকারই কাল হলো। হার্ট এ্যাটাক করিয়ে দিলো। হাসপাতালে নেয়ার পথেই চলে গেলো বিনু।

একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়ায় হার্টের অপারেশন করানোর সুযোগ থাকার পরও কেন সে দেশের কসাইগুলোর কাছে গেলো! হয়তো এটাই বিধির বিধান, দেশের এই গন্ডমূর্খগুলোর হাতেই তার জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। খুবই ভাল একটা ছেলে ছিল আমাদের বিনু। বিশেষ করে শারিরীক প্রতিবন্ধী স্ত্রীর প্রতি যে অসীম মায়া এবং ভালবাসা তা এক মিশাল। সব সময় আগলে রাখতো, নিজ হাতে স্ত্রীর সব কাজ করে দিতো, সেবা করতো। স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালনের এমন নজীর খুব কমই পাওয়া যাবে।

প্রায় প্রতিদিনই কাছের কেউ না কেউ চলে যাচ্ছে। সপ্তাহ হয় নাই রেজাউল হক মোশতাক চলে গেলো। পরশু ফকির আলমগীর। আজ বিনু। মেনেই নিয়েছি এই মিছিল চলতেই থাকবে। তবে স্বাভাবিক মৃত্যু হলে মনকে কিছুটা সান্তনা দেয়া যায়, ধরে বেঁধে মেরে ফেলা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। বিনুর এমন বয়স হয়েছিল না যে তাকে এখনই চলে যেতে হবে। ভুল চিকিৎসা অপচিকিৎসা বা চিকিৎসকের অজ্ঞতার বলি হলো আমাদের ভাইটি। দু:খ এখানেই।

নিয়মিত নামাজ কালাম পড়তো। হজ্বব্রত পালন করেছিল। আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই বিনুকে মাফ করে দেবেন।

কমিউনিটিতে অনবরত হ্যাকিংয়ের শিকার সাধারণ

(শেষের পাতার পর)

হয়েছি। তবে অনেক কষ্ট আর দেন-দরবার করে ব্যাংকের মাধ্যমে খোয়া যাওয়া অর্থ ফেরৎ পেয়েছি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটিরই একটি চক্র অন্য চক্রের সাথে যোগ সাজসে প্রবাসী বাংলাদেশীদের টার্গেট করে হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে অর্থ মেরে দিচ্ছে। বিষয়টি অনেক বুঝতে পারছেন আবার কেউ বুঝতে পারছন না। হ্যাকিংয়ের ঘটনা মারাত্মকভাবে বাড়ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং সবাইকে সতর্কতার সাথে বিষয়টি হ্যান্ডেল করার পরামর্শ দেন। তিনি জানান, গত শনিবার (৩১ জুলাই) আরো ৪জন বাংলাদেশী হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছেন বলে তার কাছে রিপোর্ট করেছেন। তারা হলেন- মাহফুজরি রহমান, কাওসার জাহান, গাজী ও রেজাউল করীম।

এদিকে সাংবাদিক শাহ ফারুক রহমান জানান, নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে অনবরত হ্যাকিংয়ের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এবার হ্যাকিংয়ের শিকার হয়ে ৭ হাজার ডলার খুইয়েছেন স্বয়ং জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর ইমাম ও খতিব মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। গত ৪ জুলাই হ্যাকাররা তাঁর একাউন্ট থেকে উল্লেখিত পরিমাণ ডলার তুলে। তবে তা তিনি ধরতে পারেন পরদিন ৫ জুলাই। কমিউনিটির সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ইমাম জানান, তাঁর টিডি ব্যাংকের একাউন্ট থেকে খোয়া যাওয়া ডলার উদ্ধারের ব্যাপারে পুলিশে অভিযোগ করেছেন। এনওয়াইপিডি'র সদস্যরা তাঁকে জানিয়েছেন, অ্যারিজোনায় শফিকুল আলম নামে এক ব্যক্তির একাউন্টে এই ৭ হাজার ডলার ট্রান্সফার করা হয়েছে। ঘটনার ব্যাপারেপুলিশ ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে।

মাওলানা মির্জা জাফর বেগ বলেন, সংশ্লিস্ট ব্যাংক তাঁকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে, তবে সেটি অনেক বিড়ম্বনার।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশী কমিউনিটির সাধারণ মানুষ একটি প্রতারক চক্রের মোবাইল হ্যাকিংয়ের শিকার হচ্ছেন। ইতিমধ্যে হ্যাকিংয়ের শিকার হয়ে জ্যামাইকার ব্যবসায়ী দুলাল হোসেন খুইয়েছেন ৩৯ হাজার ডলার, মোহাম্মদ রফিক আল রাজি ১১ হাজার ডলার, জসিম উদ্দিন ২৯ হাজার, আমিনুল ইসলাম ২২ হাজার। তবে তারা তাদের খুয়ে যাওয়া ডলার ইতিমধ্যেই ব্যাংকের মাধ্যমে ফেরত পেয়েছেন।

হ্যাকিংয়ের শিকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, তারা ডলার ফেরত পেয়েছেন ঠিকই কিন্তু ব্যাংক আর পুলিশে যোগাযোগ করতে গিয়ে তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তবে সবাই স্বীকার করেছেন, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদের যথেষ্ঠ সহায়তা করেছে।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY

Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100

- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা



আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

অলিম্পিকে ৭টি পদক জিতে অজি সাঁতারুর

(শেষের পাতার পর)



তকমা ছিনিয়ে নিলেন এমা ম্যাককেয়ন। ২৭ বছর বয়সী এই অস্ট্রেলিয়ান সাঁতারু টোকিও অলিম্পিক থেকে ৪টি সোনা-সহ মোট ৭টি পদক জিতেছেন। মেয়েদের ৪x১০০ মিটার মেডলি র‍্যালিতে অস্ট্রেলিয়া সোনা জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসে জায়গা করে নেন এমা। একটি অলিম্পিকের সাঁতার থেকে ৭টি পদক জয়ী তিনিই একমাত্র নারী অ্যাথলেট! রেকর্ড গড়ার পথে ম্যাককেয়ন ভেঙে দেন জার্মানির ক্রিশ্চিন ওটো ও আমেরিকার নাতালি কাফলিনের একটি অলিম্পিকের সাঁতারে সবচেয়ে বেশি ৬টি করে পদক জয়ের রেকর্ড। ক্রিশ্চিন ১৯৮৮ অলিম্পিকে ৬টি সোনা জিতেছিলেন। নাতালি ২০০৮ অলিম্পিকে ১টি সোনা, ২টি রূপা ও ৩টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেন। ম্যাককেয়নের জেতা পদকগুলো হলো- ৫০ মিটার ফ্রি-স্টাইল (সোনা), ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল (সোনা), ৪x১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল (সোনা), ৪x১০০ মিটার মেডলি ফ্রি-স্টাইল (সোনা), ১০০ মিটার বাটারফ্লাই (ব্রোঞ্জ), ৪x১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল (ব্রোঞ্জ) এবং ৪x১০০ মিটার মিক্সড মেডলি। এবার সাতটি পদক জয়ের সুবাদে অলিম্পিকে এমার মোট পদক সংখ্যা দাঁড়াল ১১টি। তিনি রিও অলিম্পিকে ১টি সোনা, ২টি রূপা এবং ১টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। এই নিরিখে এমা অস্ট্রেলিয়ার সর্বকালের সফল অলিম্পিয়ানে পরিণত হয়েছেন। তার পেছনে পড়ে গেছেন কিংবদনিমশ সাঁতাাং ইয়ান থর্প এবং লেইজেল জোনস। এই দুজন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সবচেয়ে বেশি ৯টি করে অলিম্পিক পদক জয়ের রেকর্ড এতদিন অক্ষত রেখেছিলেন।

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
ভিসার কপিশন
এভিডেন্সিটি অব সাপোর্ট
বিনা পাইপায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুপাস
ভিকিউমি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্স ক্যাব ও ফুড ট্রেডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
স্পেশাল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



ব্রুকসের খলিল বিরিয়ানি হাউসের জন্য
আবশ্যক



ম্যানেজার
ফাস্ট ফুড কুক(পিজা এন্ড গ্রীল স্টোরের জন্য)
ওয়েটার/ওয়েট্রেস (চাইনিজ এবং বিরিয়ানী হাউসের জন্য)
বাস বয়
ক্যাশিয়ার
ডিস ওয়াসার
অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার এবং আকর্ষনীয় বেতন।
যোগাযোগ
শেফ খলিলুর রহমান
৯২৯ ৬২৪ ৮৩৯৮

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

দুনিয়ার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক

(শেষের পাতার পর)

পৃথিবীতে সাধারণত ছয়টি অবস্থার যেকোনো একটি অবস্থায় অবশ্যই থাকবে। এর বাইরে নয়। অবস্থাগুলো হলো- ১. হয়তো সে বিয়ের আগেই মৃত্যুবরণ করবে। ২. কিংবা সে মৃত্যুবরণ করবে তালাকের পর অন্য কারো সঙ্গে বিয়ের আগেই। ৩. কিংবা সে বিবাহিতা, কিন্তু তার স্বামী জাহান্নামি। ৪. কিংবা সে তার বিয়ের পর মারা যায়। ৫. কিংবা তার স্বামী মারা গেল আর সে আমৃত্যু বিয়ে ছাড়াই রইল। ৬. কিংবা তার স্বামী মারা গেল, তারপর সে অন্য কাউকে বিয়ে করল।

আর এসবের প্রতিটির জন্যই জান্নাতে স্বতন্ত্র হুকুম ও অবস্থা আছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ একজন জান্নাতি নারীর ছয়টি অবস্থা তুলে ধরা হলো-

১. বিয়ের আগেই মৃত্যুবরণকারিণী জান্নাতি নারী: যদি ইহকালে কোনো জান্নাতি নারীর বিয়ে না হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দুনিয়ার এমন একজন পুরুষ অথবা এমন একজন অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দেবেন, যা দেখে তার চোখ জুড়িয়ে যাবে। কেননা জান্নাতের নিয়ামত ও সুখসম্ভার শুধু পুরুষের জন্য নয়, বরং তা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য। আর জান্নাতের নিয়ামতের মধ্যে একটি নিয়ামত হচ্ছে বিয়ে। (মাজমু ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েলে ইবনে উসাইমিন ২/৩৮)

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন যে প্রথম দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল। তারপর যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে আকাশে প্রজ্বলিত নক্ষত্রের মতো। তাদের প্রত্যেকের জন্য দুজন করে স্ত্রী থাকবে, যাদের গোশতের ওপর দিয়েই তাদের পায়ের গোছার ভেতরের মগজ দেখা যাবে। আর জান্নাতে কোনো অবিবাহিত থাকবে না।' (মুসলিম, হাদিস : ২৮৩৪)

২. যে জান্নাতি নারী মৃত্যুবরণ করবে তালাকের পর অন্য কারো সঙ্গে বিয়ের আগেই। তার অবস্থাও এই প্রথম অবস্থার মতোই হবে।

৩. যে জান্নাতি নারীর স্বামী জাহান্নামি: যে জান্নাতি নারী বিবাহিতা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তবে তার স্বামী যদি জাহান্নামি হয়, তখন সে জান্নাতে প্রবেশের পর সেখানে অনেক পুরুষ দেখতে পাবে, যারা বিয়ে করেনি অথবা বিয়ে করেছে; কিন্তু তাদের স্ত্রী জাহান্নামি। তাদের থেকে পছন্দমাফিক একজনকে স্বামী হিসেবে বেছে নিতে পারবে। (মাজমু ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েলে ইবনে উসাইমিন : ২/৩৮)

৪. বিয়ের পর মৃত্যুবরণকারিণী জান্নাতি নারী: যে নারী বিয়ের পর মৃত্যুবরণ করেছে আর তার স্বামী যদি জান্নাতি হয়, তাহলে এ অবস্থায় সে তাকেই স্বামী হিসেবে পাবে, যার কাছ থেকে সে ইহলোক ত্যাগ করেছে। কেননা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'জান্নাতে প্রবেশ করো তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা সানন্দে।' (সুরা : জুখরুফ, আয়াত : ৭০)

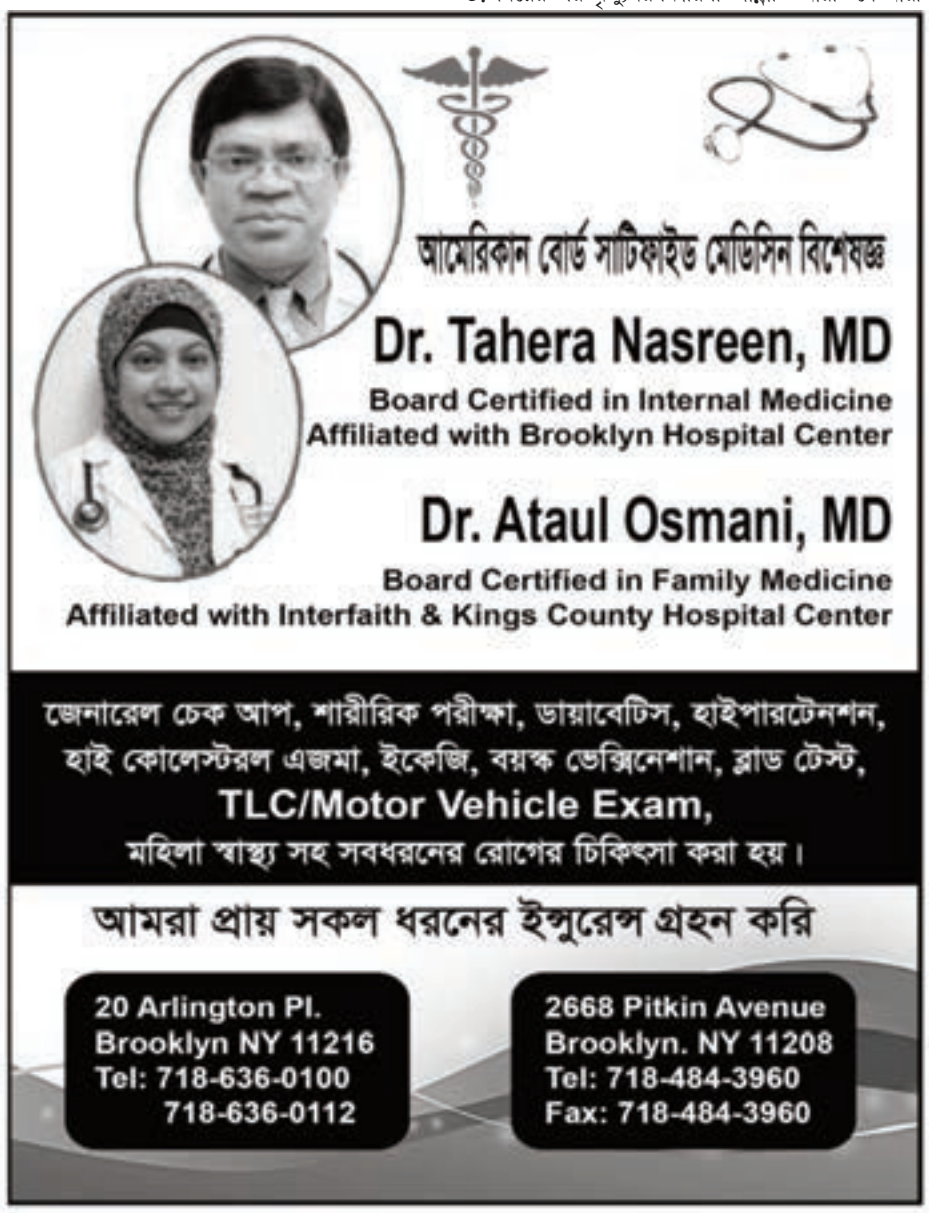
এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে, হুজায়ফা (রা.) তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'যদি তোমাকে এই বিষয়টি আনন্দিত করে যে তুমি জান্নাতে আমার স্ত্রী হিসেবে থাকবে, তাহলে আমার পর আর বিয়ে কোরো না। কেননা জান্নাতে নারী তার দুনিয়ার সর্বশেষ স্বামীর সঙ্গে থাকবে। এ জন্যই রাসুলুল্লাহ (সা.) মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদের জন্য অন্য কারো সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম করা হয়েছে। কেননা তাঁরা জান্নাতে তাঁরই স্ত্রী হিসেবে থাকবেন।' (বায়হাকি, সুনানে কুবরা, হাদিস : ১৩৮০৩)

৫. যে জান্নাতি নারীর স্বামী মারা গেল আর সে আমৃত্যু বিয়ে ছাড়াই রইল। তার অবস্থাও চতুর্থ অবস্থার মতোই হবে।

৬. স্বামীর মৃত্যুর পর অন্যত্র বিবাহিতা জান্নাতি নারী: কোনো নারীর স্বামী মারা গেছে, এরপর সে অন্য পুরুষকে বিয়ে করে। আর আগের-পরের উভয় স্বামীই জান্নাতি। এমতাবস্থায় সে যত বিয়েই করুক না কেন, জান্নাতে সর্বশেষ স্বামীকেই সে পাবে। কারণ আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'একজন নারী তার সর্বশেষ স্বামীর জন্যই থাকবে।' (জামে সাগির : হাদিস : ৬৬৯১, সিলসিলা সহিহাহ, হাদিস : ১২৮১)

তবে এই অবস্থার ক্ষেত্রে ভিন্ন মতও আছে। অনেক আলেম অন্য একটি হাদিসকে দলিল হিসেবে এনে বলেছেন, নারীরা চাইলে যেকোনো একজন স্বামীকেই বেছে নিতে পারবে। উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! যদি কোনো নারী দুনিয়ায় একাধিক স্বামীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে আর নারীর মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করে এবং তার স্বামীরা প্রত্যেকেই জান্নাতে প্রবেশ করে, তাহলে তাদের মধ্যে কে ওই নারীর স্বামী হবে? রাসুল (সা.) বলেন, হে উম্মে সালামা! ওই নারী নিজের পছন্দমতো তার স্বামীদের থেকে যে কাউকে বেছে নিতে পারবে। আর নিঃসন্দেহে সে উত্তম চরিত্রের স্বামীকেই বেছে নেবে। ওই নারী আল্লাহর কাছে আরজ করবে, 'হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি দুনিয়ায় আমার সঙ্গে সবচেয়ে ভালো আচরণ করেছে। অতএব তার সঙ্গেই আমায় বিয়ে দিন।' হে উম্মে সালামা! উত্তম চরিত্র দুনিয়া ও আখিরাতের সব কল্যাণের মাঝে উত্তম। (তাবরানি)

লেখক: মুহাদ্দিস, ছারছীনা দারুস সুন্নাত জামেয়ায়ে নেছারিয়া দীনিয়া দারুস সুন্নাত, নেছারাবাদ, পিরোজপুর







রুম ভাড়া

কুইন্সের পার্সন্স বলেভার্ড ও হিলসাইড এভিনিউ এলাকায় কর্মজীবি সিঙ্গেল অথবা স্বামী স্ত্রী'র কাছে একটি প্রাইভেট হাউজের রেনোভেটেড রুম ভাড়া হবে (দুটি ফুল বাথরুম আছে)। নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। যোগাযোগ: ৯১৭-৮০৬-৪৩৮৮
আ-০২

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ে থেকে দুই ব্লক দূরে একটি এপার্টমেন্টের এক বেডরুম একজন কর্মজীবির পুরুষের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ৩৫০ ডলার (গ্যাস ও ইলেক্টট্রিসিটি অন্তর্ভুক্ত নয়)। বাসায় গেষ্ট নেওয়া যাবে না। যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯
আ-০২

এপার্টমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩১-১৩ ২১স্ট্রীট ঠিকানার তিন বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, একটি ফুল বাথ-এর এপার্টমেন্টে বাসা (থার্ড ফ্লোর) ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৪১-১৭৭৯
আ-০২

আবশ্যক

নিউইয়র্কের বেসাইড এলাকায় সেভেন ইলেভেন/গ্যাস ষ্টেশন-এ কাজ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৫৯৮৯
আ-০২

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলহার্স্ট-এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ ও ৩২ এভিনিউর উপরে প্রথম তলায় একটি দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
আ-০২

হটডগের গাড়ী বিক্রী

সিটি ওয়াইড ২ বৎসরের ফুলটাইম পারমিট এবং স্পটসহ হটডগের গাড়ীতে মটর লাগানো রয়েছে। শারীরিক অসুস্থতার কারনে খুবই অল্প মূল্যে হটডগের গাড়িটি বিক্রি করা হবে। যোগাযোগঃ জাহাঙ্গীর। ফোন: **৬৪৬-৯৬৩-৪১৬৫ অথবা ৯১৭-৬৫১-৭৯০২ অথবা ৩৪৭-৫৮২-৬৬২০**
জুলা-০৫/১২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলীনের ৬৯৯ এক্সেস স্ট্রীটে ১ আগষ্ট থেকে তিন বেডরুম, একটি লিভিং রুম, একটি বাথরুম সহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। এ, সি, #৩ সাবওয়ে ট্রেন নিকটে। যোগাযোগ: ৬৩১-৮২৯-২৮২৯ অথবা ৯২৯-২৯০-৮৭৯০ অথবা ৬৩১-৮২৯-২৮২৯
জুলা-০৫/১২/১৯/২৬

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৪৬ স্ট্রীট এবং ১০৫ এভিনিউতে তিন বেডরুম এবং দুই বাথরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। তিন ব্লকের মধ্যে এলআইআরআর এয়ার ট্রেন এবং সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৮৬-০৮৫৪
জুলা-০৫/১২

রুমমেট চাই

ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডের সন্নিকটে ৪৬৫ ওশান পার্কওয়ে অ্যাপার্টমেন্ট বাসায় বিশাল একটি রুমে অধুমপায়ী পুরুষ রুমমেটের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযাগে: ৬৩১-৫৬৮-১১৭৩
জু-২৮/জু-০৫

মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক

কুইন্সে ছোট পরিবারের জন্য একজন মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক। মান সম্পন্ন রান্না অঅর সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কাজ। সপ্তাহে ৫/৬দিন কাজ। বেতন এবং সময়সূচী আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০৭-৩৭৫৭
জু-২৮/জু-০৫

অ্যাটিক ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায়, জেরেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র দুই ব্লকের মধ্যে এক বেডরুম, এক বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং স্পেস ও কিচেন সহ অ্যাটিক ভাড়া দেয়া হবে। বাংলাদেশী গ্রোসারী, মসজিদ ও স্কুল এক ব্লকের মধ্যে।
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা স্টেটের ৮৭ এভিনিউ এবং ১৮৮ স্ট্রীটের মাঝে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট আগষ্ট মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৭-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৭৭৪
জু-২৮/জু-০৫

আবশ্যক

বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ৩৫-৪৭ বছর বয়সী প্রার্থীকে ভালো ইংলিশ জানতে হবে। সেলারী ১৭ ডলার ঘন্টা। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ অথবা ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের বেলরোজে অত্যন্ত ভালো ও নিরিবিলি পরিবেশে হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ২৪৬ স্ট্রীট ও ৮৫ এভিনিউতে প্রাইভেট বাসার আপডেটেড বেসমেন্ট শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী অথবা কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। সহজলভ্য পাবলিক ট্রান্সপোরটেশন। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৩-৯০০২ অথবা ৯১৭-৬০০-৪০৭৪
জুন-২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুম, লিভিং রুম,ডাইনিং, কিচেন ও ২ বাথরুম সহ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের নিরিবিলি পরিবেশে দুজন থাকার জন্য বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট সকল ইউটিলিটি ও ইন্টারনেট ভাড়া হবে। কিউ২ ও কিউ৮৩ বাস কাছাকাছি। ভাড়া ১১০০ ডলার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারনেট ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন ২ বাথরুম সহ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ওজোনপার্কের ১০৬-২৪ ৭৫ স্ট্রীটের সেকেন্ড ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৭ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
জুন-১৪/২১

বাড়ী বিক্রি

কুইন্স ভিলেজের ৮৯-৫৩ ২০৮ স্ট্রীটে ২২০০ স্কয়ার ফিট সেমি ডিটাচ ৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, ইট এন্ড কিচেন, ফুললী ফার্নিসড বাড়ী মালিক কর্তৃক বিক্রি হবে। মূল্য: ৬৯৫,০০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৯৩২-৫৭৪২ (তাহসিন) অথবা ৩৪৭-৯১২-৩১৯৫ (ইসরাত) জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহাসবট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীটটের উপর দোতালায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
জুন-১৪/২১

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার ১২৫ ষ্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিতে স্বামী-স্ত্রী বা কর্মজীবী মহিলার কাছে স্টুডিও রুম ভাড়া দেওয়া হবে। জুন-০৭/১৪

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রেসমেডোর ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারনেট ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-০৭/১৪

বেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলীনের ওজোনপার্কে পিটকিন এভিনিউ ও ৮৩ স্ট্রীটের কাছে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
জুন-০৭/১৪

আবশ্যক

নর্থ ব্রঙ্কসের একটি কন্সট্রাকশন কোম্পানীতে কাজের জন্য পুরুষ ও মহিলা কর্মী আবশ্যক। বেতন যোগ্যতা অনুসারে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪১৬-৫৯৩৯
আ-০২/০৯

এপার্টমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩১-১৩ ২১ স্ট্রীটে ৩ বেডরুমের এপার্টমেন্ট (দ্বিতীয় তলা) ভাড়া হবে। 'ওয়ান এন্ড হাফ' বার্থ রুম, লিভিং রুম ডাইনিং রুম এবং কিচেন এক সাথে। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৯১-৩৩৭২
আ-০২/০৯

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানী হাউজের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ম্যানেজার, ওয়েটার/ওয়েট্রেস পদ সমূহে লোক নিয়োগ করা হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৪-৮৩৯৮

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার সাবওয়ের কাছে ৬ ট্রেন স্টারলিং সংলগ্ন ১৩-৪২ Pugsleyএভিনিউ সেমিবেসমেন্টে ১ রুম ভাড়া দেয়া হবে। **৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় কাপড়ের দোকানে কাজ করার জন্য সেলাই জানা লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ **৩৪৭-৫২৭-৯৯২৬**

টেক্সাসে লোক আবশ্যক

টেক্সাসে বাংলাদেশী মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠানে লোক আবশ্যক। কাজ শিকার পরে পার্টনারশীপের সুযোগ দেয়া হবে।

যোগাযোগঃ

লিটনঃ ৩৪৭-৪৮৮-৩৮০৩

মুয়াজ্জিন আবশ্যক

বায়তুল জান্নাহ মসজিদ এন্ড মুসলিম কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকলীন, নিউইয়র্কের জন্য একজন ফরহেজগার, সহী শুদ্ধ কোরআন তেলওয়াত, আজান, ইকামত দিতে জানা এবং মসজিদ ভবন পরিষ্কার পরিছন্ন রাখার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সার্বক্ষণিক মুয়াজ্জিন আবশ্যক। মসজিদে থাকার ব্যবস্থা আছে। মাসিক বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। আগ্রহী প্রার্থীদের মসজিদের ইমামের সাথে নিম্ন লিখিত নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ।

মৌলানা আশ্রাফ উল্ল্যা : ৩৪৭-৬৯৩-৮৬৬৬
মৌলানা দিদারুল আলম : ৯১৭-৪৯৮-৪৪৬৬ জুন-২১/২৮

আবশ্যক

ফ্লোরিডার কিওয়েষ্ট-এ গ্রোসারী স্টোরে কাজের জন্য জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। ভালো সুযোগ-সুবিধা সহ থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। শান্তিপ্রিয় এলাকা, জিরো ক্রাইম, যাতায়াতের জন্য গাড়ীর প্রয়োজন নেই। বাসা থেকে স্টোর হাঁটা পথ। প্রার্থীর কমপিউটার ব্যবহার জানা থাকলে ভালো।

যোগাযোগ: ৩০৫-৮৯৬-৯৫৪৭

জুন-২১/২৮

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



চিত্রনায়িকা একা কেন অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন?

(শেষের পাতার পর)

একা ছিলেন না। একেবারে অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন। হুট করে আলোচনায় এলেন গৃহকর্মী পিটিয়ে। তার পরও যে একা সামনে এলেন তাকে এভাবে দেখার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। একেবারে অস্বাভাবিক কথাবার্তা। থানায় বসে কী বলছেন না বলছেন তার ঠিক ছিল না। হাতিরঝিল থানায় উপস্থিত এই একাকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন উপস্থিত সাংবাদিকরা।

নেটিজেনরাও লিখছেন, বলছেন, 'একাকে এভাবে দেখব আমরা ভাবতেও পারছি না।' আরেকজন লিখেছেন, 'একার এই পরিণতি কেন?' তবে উত্তর সেভাবে পাওয়া যায়নি। অন্তরালেই বসবাস করছিলেন রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকার উলনে।

চেহারায় শুধু মলিনতাই নয়, অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে। এক ঝলকেই কেউ চিনতেই পারবে না এই একাই 'তেজী'র মতো সুপারহিট ছবি উপহার দিয়েছিলেন। তোজাম্মেল হক বকুল পরিচালিত 'রাখাল রাজা' ছবির মাধ্যমে শাহিদা আরাবী সিমন নাম নিয়ে ঢাকার চলচ্চিত্রে তিনি অভিষিক্ত হয়েছিলেন। সেটি ১৯৯৭ সালের ঘটনা। পরের বছরই প্রয়াত সুপারস্টার মান্নার জুটি হিসেবে 'তেজী' ছবির মাধ্যমে নিজের ক্যারিয়ারের তেজ বাড়ান তিনি। তত দিনে একা নাম ধারণ করে নিয়েছিলেন। বলা যায়, ডিপজল প্রযোজিত এবং কাজী হায়াৎ পরিচালিত তেজী ছবিটিই একাকে চিত্রনায়িকা হিসেবে তারকা খ্যাতি এনে দেয়।

পরে নিজের সমসাময়িক প্রায় সব তারকা নায়কদের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করে হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন একা। সবচেয়ে সফল ছিলেন নায়ক মান্নার সঙ্গে। মান্নার সঙ্গেই টানা ২০-২৫টির মতো ছবি মুক্তি পায় একার। ওই সময় এ জুটিকে লুফে নিয়েছিল সিনেমার দর্শক। মান্নার মৃত্যুর পর রুবেল, অমিত, আমিন খান, আলেকজান্ডার বো, শাকিল খান, ফেরদৌস, শাকিব খান সবার সঙ্গেই অভিনয় করে সাফল্য পেয়েছেন এ নায়িকা। কিন্তু ২০১২ সালের পর অনেকটা হুট করেই চলচ্চিত্র জগৎ থেকে একা দূরে সরে যান। তার সর্বশেষ সিনেমা কাজী হায়াৎ পরিচালিত 'পাগলা হাওয়া' মুক্তি পায় ২০১২ সালে।

কারণ হিসেবে একা ২০১৯ সালে বলেছিলেন, 'যেহেতু মান্না ভাইয়ের সঙ্গে আমার সফল জুটি গড়ে উঠেছিল তাই ওনার চলে যাওয়ার পর বেশ ভুগতে হয়েছে আমাকে। অনেকের সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করেছি মান্না ভাই মারা যাওয়ার পর। কিন্তু তেমন করে কারো সঙ্গেই জমে ওঠেনি।

সিনেমা হিট করেছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম চারদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। শেষ পর্যন্ত নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। মান্না ভাইয়ের মৃত্যুর পর অনেক ছবির অফার ছিল। শাকিব খানের সঙ্গে ৮-১০টির মতো ছবিতে কাজ করেছি। তখন প্রায় সব সিনেমাই হিট হতো। শাকিবসহ অন্য নায়কদের সঙ্গে যেসব ছবি করেছি সেগুলো কিন্তু হিট ছিল। অনেক ছবি এখনো পড়ে আছে, যেগুলো মুক্তি পায়নি। কিছু ছবি আছে যেগুলোর কাজই শেষ হয়নি।'

তবে শোনা যায়, বিয়ের পর অনুষ্ঠান হয়নি একার। সেটা নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন। এরপর সে বিয়ে সম্পর্কেও বিস্তারিত জানা যায়নি।

এরপর প্রায় ছয় বছরের বিরতি দিয়ে ২০১৮ সালে আবার কিছু সিনেমায় কাজ করেন তিনি। সেগুলো মুক্তির অপেক্ষায়। কাজ করেছেন ছোট পর্দায়ও। বিভিন্ন সোশ্যাল টেলিভিশনে মাঝেমধ্যে দেখা দিলেও সেই অর্থে এ সময়ের দর্শকদের আকৃষ্ট করতে পারেননি একা।

ত্রিশের পর মেয়েদের যে শারীরিক পরীক্ষাগুলো করা দরকার

(শেষের পাতার পর)

আসে রোগবালাইয়ের বাক্স। সে বাক্স থেকে বছরের পর বছর বেরিয়ে আসে এক একটি জীবনঘাতী রোগ। মেয়েদের বয়স ত্রিশ পেরুলে শরীরে বাসা বাঁধতে পারে বিভিন্ন রোগ। তাই স্বাস্থ্য সচেতনতার বেশি প্রয়োজন। ত্রিশের পর শরীরের বাঁকবদলে সুস্থ থাকতে কিছু শারীরিক পরীক্ষা করা উচিত। সেগুলো কী কী জেনে নিন।

জরায়ু ক্যান্সার: ৩০ থেকে ৬৫ বছর পর্যন্ত মেয়েদের নিয়মিত প্যাপ স্মিয়ার-এর মাধ্যমে জরায়ু পরীক্ষা করানো উচিত। এর ফলে ক্যান্সারের কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা, সে বিষয়টি বুঝা যায়। পাশাপাশি ৩০ বছরের পর এইচপিভি পরীক্ষা করেও দেখা যেতে পারে ক্যান্সারের ঝুঁকি কতোটা রয়েছে।

লিপিড প্রোফাইল: সুস্থ ভাবে জীবনযাপন করতে প্রয়োজন পুষ্টিকর সুষম খাবার ও নিয়মিত শরীরচর্চা করা। শরীরের সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা জানতে বছরে অন্তত একবার লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা করোনা উচিত।

থাইরয়েড সমস্যা: অনেক মেয়ের মধ্যে অ্যানিমিয়া এবং থাইরয়েডের মতো অসুখের কোনো রকম উপসর্গ দেখা যায়না। কিন্তু পরীক্ষা করালে এই অসুখগুলো ধরা পরে। শরীরে হিমোগোবিন কতোটা এবং থাইরয়েড প্রোফাইল কী রকম জানা থাকলে, এই রোগগুলো সহজেই ধরা পড়বে এবং দ্রুত চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া যাবে।

ম্যামোগ্রাম: যাদের শরীরে ব্রাকা ১ ও ব্রাকা ২ মিউটেশন রয়েছে তাদের স্তনের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তাই ৩০ বছরের পর থেকেই প্রতি বছর অন্তত একবার হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ম্যামোগ্রাম পরীক্ষা এবং স্তনের এমআরআই স্ক্যান করিয়ে নেওয়া উচিত। তবে যাদের শরীরে ব্রাকা ১ ও ব্রাকা ২ মিউটেশন নেই, তারা ৪৫ বছর বয়সের পর বছরে একবার করে



ম্যামোগ্রাম করানো উচিত।

গর্ভধারণের পরীক্ষা: গবেষণায় দেখা গেছে ৩০ বছর বয়সের পর মেয়েদের শরীরে ডিম্বাণু উৎপাদনের ক্ষমতা একটু একটু করে কমতে থাকে। ত্রিশের শেষের দিকে তা অনেকটাই কমে যায়। তাই কেউ যদি মনে করেন, একটু বেশি বয়সে মা হবেন, তা হলে স্ত্রীরোগ চিকিৎসকের পরামর্শে কিছু পরীক্ষা করে নিন। এতে যাচাই করে নিতে পারবেন আপনার সন্তানধারণের ক্ষমতা কতোটুকু।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি

(শেষের পাতার পর)

সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আাপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন। এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মূল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়। গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

পার্কচেস্টার জামে মসজিদ, ইন্ক
PARKCHESTER JAME MASJID, INC.
1203 Virginia Avenue, Bronx, NY 10472, Tel: 718-824-4194

ইমাম ও খতিব নিয়োগ

ব্রঙ্কসের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সবচেয়ে প্রাচীনতম ও স্বনামধন্য পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ-এর জন্য অভিজ্ঞ ইমাম ও খতিব নিয়োগ দেওয়া হইবে।

ঃ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ঃ

- ন্যূনতম কামিল (টাইটেল) পাশ হতে হবে এবং ক্বারী অগ্রাধিকারযোগ্য।
- ইংরেজী, আরবী ও বাংলায় স্পষ্ট উচ্চারণে পারদর্শী হতে হবে।
- সুন্নী আকিদায় বিশ্বাসী ও হানাফি মাযহাব-এর অনুসারী হতে হবে।

ঃ বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ঃ

জয়নাল আবেদীন চৌধুরী ৩৪৭-৯৬৮-৮৭৭৭
তারেক আহমদ ৩৪৭-৫৪৭-৫৬৯৮
মোহাম্মদ নূরুল আহিয়া ৭১৮-৮৬৪-৫০০২









সিলেট সদর সমিতি'র উদ্যোগে বর্ণাঢ্য নৌবিহার

(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৫ জুলাই রোববার। এদিন দুপুর সাড়ে ১২ টায় কুইন্সের ফ্লাশিং এর ১ ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনা জেটি থেকে স্কাই লাইন প্রিন্সেস ক্রুজটি যাত্রা শুরু করে নদী পথে নিউইয়র্ক এর চারদিক প্রদক্ষিণ শেষে বিকেল সাড়ে ৪টায় আবার সেখানে ফিরে আসে। নৌবিহারে মজাদার খাবার, র‍্যাফল ড্র ছাড়াও ছিল বর্ণিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এ নৌ-ভ্রমণে কমিউনিটি নেতা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সংস্কৃতি কর্মী, সংগঠনের সদস্য ও তাদের পরিবার-পরিজন সহ প্রায় সাড়ে ৪'শ অতিথি অংশ নেন বলে আয়োজকদের দাবী।

ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনার স্কাইলাইন জেটি প্রাঙ্গণে উৎস-বমুখর পরিবেশে দুপুর ১২টার দিকে বেলুন উড়িয়ে নৌবিহারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। নৌবিহারে যোগ দিতে সকাল ১১টা থেকে নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন শহর থেকে সিলেট সদরের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জড়ো হন সেখানে। দৃশ্যত: প্রবাসীদের এক মিলন মেলায় পরিনত হয় এ নৌবিহার।

সংগঠনের সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী ও শারমিন রেজা ইভার যৌথ পরিচালনায় এ আয়োজনে অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এনআরবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও আল হারামাইন গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাহতাবুর রহমান, বিশিষ্ট রাজনীতিক জিল্লুর রহমান জিল্লু, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল, সিলেট সদর সমিতির প্রধান উপদেষ্টা জুনেদ এ খান, উপদেষ্টা রেদওয়ান হোসেন, মনসুর আহমদ চৌধুরী, শাহ মিজানুর রহমান, আবুল মুমিত ফুয়াদ, মো: মিনহাজ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শমশের আলী, শাহনুর কোরেশী, লীগ অব আমেরিকার সভাপতি বেদারুল ইসলাম বাবলা, জামাইকা মুসলিম সেন্টারের সেক্রেটারী মনজুর আহমেদ চৌধুরী, ফোবানা স্টান্ডিং কমিটির চোয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্রের কমান্ডার আব্দুল মুকিত চৌধুরী, কমিউনিটি নেতা আতাউর রহমান সেলিম, ফকু চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সৈয়দ রশীদ এহসান, লীগ অব আমেরিকার সাবেক সাধারণ সম্পাদক এমাজ চৌধুরী, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দীন এমসি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি শফিক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করীম রেজু, কমিউনিটি নেতা কোবাদ চৌধুরী, এবাদ চৌধুরী, লিবার্টি রিয়েল স্টেট এর মোহাম্মদ আজাদ, তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, আশফাক চৌধুরী হেমু, জয়নাল আহমদ চৌধুরী, সোয়েব আহমদ, আসিফ চৌধুরী, সাইফুর খান হারুন, গোলাম ওসমানী খান, জওসন হোসেন, ইফতেশাম চৌধুরী, আহমদ রুশদী বাবু, আলী হাসান বাবলা, শ্যামল কান্তি চন্দ, শাহ মো সেলিম, নুরুল হক লাল, রাহিম এ খান প্রমুখ।

শুরুতেই বক্তব্য রাখেন আয়োজক কমিটির আহবায়ক শাহ নেওয়াজ চৌধুরী, সদস্য সচিব সাইদুল হক রাসেল সহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব, তৃর্ণা হাসান ও প্রমী। শিল্পীদের অনবদ্য পরিবেশনা উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তুলে। দর্শকরা প্রাণভরে উপভোগ করেন তাদের অসাধারণ পরিবেশনা।

অথিতিরা আয়োজকদের প্রশংসা করে বলেন, করোনা মহামারির অনেক দিনের বন্দিদশা শেষে নির্মল মনোমুগ্ধকর এ আয়োজন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী নৌ-ভ্রমণে অংশ নেয়া অতিথি সহ সংগঠনের কর্মকর্তাদের বিশেষ ধন্যবাদ জানান।



ফটো সাংবাদিক বিনু'র স্মরণে

(শেষের পাতার পর)

দোয়া মাহফিল ও শোক সভার সভার আয়োজন করে। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্থ খাবার বাড়ি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান। পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম। বক্তারা ফটো সাংবাদিক বিনু'র কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তার সাবেক সহকর্মিরা স্মৃতিতে অম্লান করে তোলেন লুৎফর রহমান বিনুকে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কান্নায় ভেংগে পড়েন নাট্য শিল্পী রেখা আহমেদ, সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী ও ফরিদ আলম। এ সময় হল জুড়ে নেমে আসে এক শোকাচ্ছন্ন পিন পতন নীরবতা।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বাবা বিনুর সাথে তার সম্পর্কের নানা দিক তুলে ধরেন কন্যা বিদিতা রহমান। তিনি দাবি করেন, বাংলাদেশে ডাক্তারদের ভুল চিকিৎসার কারনেই তার বাবাকে অসময়ে চলে যেতে হলো।

শোক সভায় বক্তব্য রাখেন আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর উপদেষ্টা সম্পাদক আনোয়ার হোসান মনজু, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের উপদেষ্টা মঈন উদ্দীন নাসের, প্রবীন সাংবাদিক মঈন উদ্দীন আহমেদ ও জয়নাল আবেদীন, লেখক-সাংবাদিক শীতাংশু গুহ, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সিরাজুল ইসলাম, বিএনপির সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি যুক্তরাষ্ট্র শাখার আহবায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু, যুগ্ম আহবায়ক গিয়াস আহমেদ, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার আবাসিক প্রতিনিধি ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, প্রখ্যাত নাট্য শিল্পী রেখা আহমদ, লুৎফর রহমান বিনুর কন্যাজামাতা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুস সালাম ভূঁইয়া, কন্যা বিদিতা রহমান, মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, টাইম টেলিভিশন-এর পরিচালক (আউটরীচ) সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী, প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক আলমগীর সরকার, আই-টিভি'র সিইও মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সম্প্রচারিতব্য এবি টিভি'র সিইও ফরিদ আলম, বিএফইউজে'র সাবেক দফতর সম্পাদক প্রফেসর ইমরান আনসারী, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন সাগর, সাংবাদিক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, আজাদ শিশির, মাহবুবুর রহমান, সিলেটের ডাক সম্পাদক হাবিবুর রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও মূলধারার রাজনীতিক মেরি জোবায়দা, এডভোকেট মজিবর রহমান, লেখক শেলি জামান, রোকেয়া লিপি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলোয়াত করেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক মমিন মজুমদার এবং সবশেষে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রশীদ। শোক সভায় অন্যানের মধ্যে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও বর্ণমালার সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, প্রবীণ সাংবাদিক ও দৈনিক মানব জমিনের ডেপুটি এডিটর মনির হায়দার, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, জাতীয় প্রেসক্লাবের কার্যকরি কমিটির সাবেক সদস্য ফটো সাংবাদিক সানাউল হক, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হক, লেখক-সাংবাদিক মনিজা রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মাকসুদুল হক চৌধুরী, বাংলা টিভি'র সিইও শাহ জে চৌধুরী এবং সাংবাদিক সুজাত আলী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাবেক ব্যক্তিগত আলোকচিত্রী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বীনু গত ২৬ জুলাই সোমবার দুপুর ১২টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তাঁর মৃত্যুতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শোক জানিয়েছেন।

আলোকচিত্রী লুৎফর রহমান বীনু ১৯৬৯ সাল থেকে ফটোগ্রাফি শুরু করেন। ১৯৭৬ সালে পেশাগত জীবন শুরু করেন দৈনিক কিষাণে। এরপর এক যুগেরও বেশি সময় দৈনিক সংবাদে কাজ করেন। কাজ করেছেন দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক দেশ, মর্নিং পোস্ট, মর্নিং সান এবং দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকাতেও। তাঁর আলোকচিত্রের প্রদর্শনী হয়েছে বেশ কয়েক বার। এর বাইরে আলোকচিত্র নিয়ে তিনি লিখেছেন বই। লুৎফর রহমান বীনুর আলোকচিত্র নিয়ে প্রকাশিত বই 'এ চলার শেষ নেই' আলোকচিত্রের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

আগস্টের প্রথম প্রহরে আ. লীগের মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা

(শেষের পাতার পর)

চলতি মাসের ১৫ আগষ্ট অর্থাৎ ১৯৭৫-এর পনই আগষ্টের শোককে শক্তিতে পরিণত করার আহবান জানিয়ে শোকের মাসের কর্মসূচী শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ। আগষ্টের প্রথম প্রহরে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতারা বলেছেন, ৭৫ এর ১৫ আগস্ট স্বপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কলংকের দিন, সবচেয়ে শোকের দিন। কিন্তু আমাদেরকে ভেঙ্গে পড়লে চলবেনা। সেই শোককে শক্তিতে পরিণত করে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে।

মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, এখন মান, অভিমানের সময় নয়। একাত্তরের পরাজিত শক্তিরা ওঁত পেতে বসে আছে আমাদের বাংলাদেশের ক্ষতি করার জন্য। তাই আমাদের প্রিয় নেত্রী, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে আওয়ামীলীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের প্রতি আহবান জানান।

শনিবার জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অনান্যেও মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মনজুরুল আলম শাহীন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক মো: সোলায়মান আলী, কার্যকরী সদস্য শাহানা রহমান, কানেকটিকাট আওয়ামী লীগের সভাপতি জিহাদুল হক জিহাদ, বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের কেন্দ্রীয় উপ আন্তর্জাতিক সম্পাদক মো: ওয়াহিদুজ্জামান, কেন্দ্রীয় সদস্য রাকিব, সাবেক উপ আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাখাওয়াত বিশ্বাস, সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুল ওয়াহাব জোয়ার্দার, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের আহবায়ক এ কে এম তারিকুল হায়দার চৌধুরী, যুগ্ম আহবায়ক প্রকৌশলী বাহার খন্দকার সবুজ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখার সহ সভাপতি মো: আশরাফ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক সুবল দেবনাথ, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

এর আগে রাত বারটা এক মিনিটে আগস্টের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা। এ সময় মুহুর্মুহু শ্লোগানে ডাইভারসিটি প্লাজা এলাকা প্রকম্পিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ আয়োজিত এই শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক ও এর আশেপাশের বিভিন্ন স্টেটের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীরা এতে যোগ দেন।



বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

গ্রেফতার হেলেনা জাহাঙ্গীরকে নিয়ে যা বললেন সেফুদা





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আওয়ামী লীগের উপকমিটি থেকে বহিষ্কৃত ও গ্রেফতার হেলেনা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে অস্ট্রিয়া প্রবাসী সমালোচিত বাংলাদেশি নাগরিক সেফাত উল্লাহ সেফুদার নিয়মিত যোগাযোগ ও আর্থিক লেনদেন ছিল বলে জানিয়েছে র‍্যাব। সেফুদা তাকে নাতনি হিসেবে সম্বোধন করতেন বলে র‍্যাবকে (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)



জালালাবাদ ল' সোসাইটি'র অনুষ্ঠানে এটর্নী মঈন চৌধুরী

করোনা রোধে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে

নিউইয়র্ক: ইউএস সুপ্রীম কোর্টের এটর্নী মঈন চৌধুরী জালালাবাদ ল' সোসাইটি ইউএসএ'র কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য তার সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আইনজীবিরা ন্যায় নিষ্ঠার সাথে আইন চর্চ্চা করে সুনাম ও খ্যাতি ধরে রাখবেন সর্বদা। ন্যায় বিচারের স্বার্থে কাজ করবেন আজীবন। করোনা রোধে সচেতনতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসারও আহবান জানান।

গত বুধবার (২৮ জুলাই) বিকেলে নিউইয়র্ক-এর জ্যাকসন হাইটসে জালালাবাদ ল' সোসাইটি ইউএসএ-এর ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এডভোকেট এমাদ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এর্টনী মঈন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ল' সোসাইটির সভাপতি এডভোকেট নাসির উদ্দিন ও সিলেট ল' কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল এডভোকেট প্রসূণ কান্তি দে।

অনুষ্ঠানে করোনায় আইনজীবি সহ মৃত্যুবরণকারীদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন এবং দোয়া করা হয়। জালালাবাদ ল' সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী'র পরিচালনায় আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের সহ-সভাপতি এডভোকেট আব্দুল হাই কাইয়ুম, কার্যকরী পরিষদের সদস্য এডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল, অর্থ সম্পাদক এডভোকেট বিমান দাশ, সহ সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোঃ আব্দুস শহীদ আজাদ, এডভোকেট এ.এফ.এম.মুঃ জুবাইর হুসাইন, এডভোকেট সালাউদ্দিন বাবুল, মোঃ আকমাম খাঁন ও জাকির হোসেন বাচ্চু। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

তোপের মুখে অনন্ত জলিল



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : দেশে করোনাভাইরাসের উর্ধ্বমুখী সংক্রমণের কারণে কঠোর লকডাউন চলছে। এর মধ্যেই আগামীকাল থেকে রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানা খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে সরকার। এর পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রনায়ক অনন্ত জলিল তার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং শ্রমিকদের আগামীকাল থেকে কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন ফেসবুকের মাধ্যমে।

এরপরই নানা ধরনের প্রশ্নের তোপের মুখে পড়েন এই চিত্রনায়ক। অধিকাংশের ভাষ্য- গণপরিবহন বন্ধ থাকায় গ্রাম থেকে কীভাবে আসবে শ্রমিকরা?

এক ফেসবুক পোস্টে অনন্ত লিখেছেন, 'এত দ্বারা এ.জে.আই গ্রুপ ও এ.বি গ্রুপে কর্মরত সকল কর্মকর্তা এবং শ্রমিক ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১ আগষ্ট থেকে আমাদের ফ্যাক্টরি সম্পূর্ণভাবে খোলা থাকবে। তাই সবাইকে কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো, কেউ যেন অনুপস্থিত না থাকে।'

তার এই স্ট্যাটাসে মাহবুব নামে একজন লিখেছেন, 'শিল্পকারখানা খুলবে ১ তারিখে আর লকডাউন ৫ তারিখ পর্যন্ত। তবে গ্রামে আটকা পড়া শ্রমিকরা কি স্পেসশিপে করে ঢাকায় পৌঁছাবে?'

ফাতেমা তিথি লিখেছেন: 'আপনি সবসময় বলেন আপনি শ্রমিক বান্ধব- এই তার নমুনা? আপনার সিনেমায় যেমন ক্ষমতা থাকে শ্রমিকদের তো তা নেই, একটাবার চিন্তা করলেন না, গণপরিবহন না চললে কীভাবে তারা ফিরবে? শ্রমিকদের কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলুন, নয়তো গণপরিবহন চালুর ব্যবস্থা করুন।'

ফাহিম মোর্শেদ ইভান লিখেছেন: 'স্যার, কারখানা এ্রযব ঋধপঃড়ঙ্ক তে আসার জন্য গাড়ি এ্রযব ঈধঃ দেবেন না?'

গাজী মোমিনা লিখেছেন, 'অনন্ত সাহেব, সারাদেশে লক-ডাউন আপনার কি জানা নাই? লকডাউন উপেক্ষা করে শ্রমিকগণ কি করে কর্মস্থলে উপস্থিত থাকবে আপনার কি সেই সাধারণ জ্ঞানটুকুও নাই? শ্রমিকদের কি আপনার মানুষ বলে মনে হয় না? তাদের জীবন কি জীবন নয়? একটু বিবেচনাবোধ রাখা উচিত আপনাদের মতো মালিকদের।'

চ্যাম্পিয়ান চিটাগাং ক্যাভলিয়ার্স রানার্স আপ বরিশাল রয়েলস

(শেষের পাতার পর)

মাঠে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। টাইম টেলিভিশন খেলাটি সরাসরি প্রচার করে। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী খেলাটি উভোগ করেন।

অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত খেলার শুরুতে টসে জিতে বরিশাল রয়েলস ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। টুর্নাসেন্টের নির্ধারিত ২০ ওভারের খেলায় বরিশাল ১৮ ওভার ২ বলে ১০ উইকেট হারিয়ে ১১২ রান সংগ্রহ করে। বরিশাল রয়েলসের মোহাম্মদ গুলজার আহমেদ সর্বোচ্চ ২৭ রান সংগ্রহ করেন। জবাবে চিটাগং ক্যাভলিয়ার্স ১৯ ওভার ২ বলে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য ১১৩ রান সংগ্রহ করে। দলের জারীফ আকিফ দলীয় সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন। ম্যান অফ দি ম্যাচ হন চিটাগং ক্যাভলিয়ার্সের তানভীর আহমেদ সামী। এছাড়াও তিনি টুর্ণামেন্টের সেরা খেলোয়াড় এবং সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার জন্য পুরস্কৃত হন। টুর্ণামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ করেন চিটাগং ক্যাভলিয়ার্সের ইমামুল হাসান। খেলায় ধারাভাষ্যকার হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় দলের খেলোয়াড় ইলিয়াস সানী ও সোহরাওয়ার্দী শুভ। আম্পায়ার ছিলেন কৃষ্ণা ও সনজীব চাহাল এবং স্কোরার ছিলেন মোহাম্মদ উল্লাহ ও সাবাব। ফাই-নাল খেলাটি ছিলো বেশ উপভোগ্য।



রানার্স আপ বরিশাল রয়েলস রানার্স আপ

এর আগে একই মাঠে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে সিলেট সুপার কিংসকে ১৭ রানে পরাজিত করে চিটাগং ক্যাভলিয়ার্স ফাইনালে উঠে। দিনের অন্য সেমিফাইনালে কুইন্সের বেইজলী মাঠে রাজশাহী ট্রুপারর্সকে ২০ রানে পরাজিত করে বরিশাল রয়েলস।

চ্যাম্পিয়ন লীগটি আয়োজন করছে বাংলাদেশী প্রিমিয়ার লীগ অফ ইউএসএ (বিপিএল) এবং সহযোগিতায় ছিলো ভালো ডট ও.আর.জি। গ্রান্ড স্পন্সর ছিলো অভিজাত গ্রুপ, পাওয়ার্ড স্পন্সর-এটর্নি র‍্যান্ডি বি. সিগেল এবং মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিলো টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা।

খেলায় চ্যাম্পিয়ান দলের জন্য তিন হাজার ডলার (প্লেয়ার ১,৪০০ ডলার ও টিম ওনার ১,৬০০ ডলার) রানার্স আপ দলের জন্য দেড় হাজার ডলার (প্লেয়ার ৭০০ ডলার ও টিম ওনার ৮০০ ডলার) প্রাইজমানি দেয়া হয়। এবারেই প্রথমবারের মতো প্লেয়ারদেরকে প্রাইজমানি দেওয়া হয়। টুর্ণামেন্টে স্পন্সর হিসেবে ছিলো- প্রোটেক ওয়ার্ল্ড, বোম্বে ট্রাভেরস এন্ড গ্রাফিক্স ইনক, পিজি হোম কেয়ার প্রো, ইউএসএ ক্রিকেট জোন, ইমিগ্রান্ট হোম কেয়ার, আরমান সিপিএ, এনওয়াই বাংলা জ্যামাইকা, প্লে২৯, ফাতেমা এনওয়াই ইন্সুরেন্স ব্রোকারেজ ইনক, এনওয়াই কমপ্লিট মেডিকেল কেয়ার, আনসুমা, জেমিং, মিমি ওয়ারলেস এন্ড কম্পিউটার ইউএসএ ইনক, এলিট সিনারজী রিয়েলিটি ও চৌধুরী গ্রীন ফার্ম।

ফাইনাল শেষে মাঠে উপস্থিত হয়ে পুরষ্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন টাইম টেলিভিশনের সিইও ও সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, জ্যামাইকা বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি বাহলুর সৈয়দ উজ্জল, বিপিএল এর উপদেষ্টা সৈয়দ আল আমিন রাসেল, বার্তা সংস্থা ইউএনএ ও হককথা সম্পাদক সালাউদ্দিন আহমেদ, বিসিএল প্রেসিডেন্ট আরিফুল ভূঁইয়া ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়ামুল করিম খান মনি, পিজি হোম কেয়ার প্রো এর পার্থ গুপ্তা, মোহাম্মদ এম রহমান, অভিজাত গ্রুপ রাজু, এলিট সিনারজী রিয়েলিটির আনজাম সিদ্দিকী রাফী, ডিএইচ কেয়ারের শাহরিয়ার ও ডা. শামীম আহম্মেদ, বাংলাদেশের জাতীয় দলের ফুটবল খেলোয়াড় বকতিয়ার প্রমুখ। এই পর্ক পরিচালনা করেন বিপিএল প্রেসিডেন্ট সুমন খান।

সুমন খান জানান, তরুণদেরকে খেলাধুলার প্রতি উৎ-সাহিত করার জন্য এবং তরুণরা যাতে বিপথে না যায়, তাদেরকে খেলাধুলায় বেশী বেশী করে সম্পৃক্ত করার জন্য তাদের এই আয়োজন। তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্প এবং অন্যান্য খেলাধুলা নিয়ে টুর্ণামেন্ট করার পরিকল্পনা তাদের আছে।

টুর্ণামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাসেম এবং মেম্বার সেক্রেটারী পলাশ রয় জানান, যাদের বয়স ২৫ এর মধ্যে তারাই কেবল এই টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহন করছে, কোন এন্টি ফি ছাড়াই নিউইর্য়ক ছাড়াও অন্যান্য ষ্টেটের তরুণ খেলোয়াড়রা এই টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ করে। সর্বমোট ১৬০ জন তরুণ খেলোয়াড় রেজিষ্ট্রেশন করে। তরুণদের নিয়ে ভবিষ্যতের কর্মকান্ডকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য খেলাপ্রিয় মানুষ বিশেষ করে ক্রিকেটপ্রেমী সকল পৃষ্ঠোপোষকদের প্রতি আহবান জানান আয়োজকরা।

উল্লেখ্য, গত ২৭ জুলাই বাংলাদেশ ইয়ুর্থ চ্যাম্পিয়ন লীগ-২০২১ এর গ্রুপ পর্যায়ের খেলাগুলো ব্রুকলীনের মেরিন পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় ২টি গ্রুপে মোট ৬টি টিম অংশগ্রহন করে, প্রতিটি টীম ডাবল রবীন লীগ ভিত্তিতে মোট ২টি করে ম্যাচ খেলে। গ্রুপ 'এ' থেকে রাজশাহী ট্রুপারর্স, চিটাগং ক্যাভলিয়ারর্স এবং গ্রুপ 'বি' থেকে বরিশাল রয়েলস, সিলেট সুপার কিংস সেমি ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.

Mohammed Abdul Khaleque
MET A.B.(CUNY Bronx Community College)
IATA Accredited
Approved Travel Agent
AUTHORIZED e-file PROVIDER
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!
We Provide
• Individual Tax
• Corporation Tax
• Partnership Tax
• Non-profit Tax
• Gift Tax
• Sale & Payroll Tax
• IRS & State Tax audit Representation
• Immigration
• Accounting
• Bookkeeping
• Business License
• Business Incorporation
সিগ্নাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+
নাক্টোর শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

সিরাজ উদ্দীন বাদশা ভাইও চলে গেলেন না ফেরার দেশে

রুহুল কুদ্দুস বাবুল

বাদশাভাই প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ, গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতিমন্ডলির সদস্য ও কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ছিলেন। ১৯৮৬ সালে ন্যাপের ঐক্যপ্রক্রিয়া শুরু হলে তাঁর সাথে ঘনিষ্টতা। আমাদের ছাত্র জীবনে তিনি ছিলেন অবিভাবকের মত। মৌলভীবাজারের নেতা সিলেট আসলে থাকতেন সড়ক ও জনপথের রেষ্ট হাউজে। সন্ধ্যায় ধুপাদীঘির পাড়ের পার্টি অফিসে। সিনিয়র নেতাদের আড্ডা চলতো অনেক রাত পর্যন্ত। আলোচনা রাজনীতিই। শুনতাম আড্ডার ছলে চলতো তাদের স্মৃতিচারণ। আলোচনায় উঠে আসতো বৃটিশ বিরুধী আন্দলন থেকে পাকিস্তান সৃষ্টি, আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম, আওয়ামীলীগ ও ন্যাপের জন্মের ইতিহাস। ৬০-এর দশকের ছাত্র আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তি ঘটনাবলি। এসব আলোচনা থেকে আমরা নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক কর্মিরা সমৃদ্ধ হয়েছি। জননেতা আব্দুল হামিদ ছিলেন মধ্যমনি। গোলজারভাই (গোলজার আহমদ), ইকবালভাই (ইকবাল আহমদ চৌধুরী), আলমভাই (শামসুল আলম চৌধুরী) ব্যারিষ্টার আরশ আলীভাই, হক ভাই (আব্দুল হক), ওদুদভাই (আব্দুল ওদুদ চৌধুরী), আম্বিয়াভাই (আজিজুল আম্বিয়া), সুবলদা (সুবল চন্দ্র পাল), মজনুভাই (মজনুর রহমান), মাসুমভাই (মাসুম আহমদ), যুবনেতা সয়েফভাই, ছাত্রনেতা সৈয়দ আনাস পাশা সহ অনেকেই নিয়মিত ছিলেন। এসব আড্ডায় অন্যান্য প্রগতিশীল দলের বরণ্যে রাজনীতিবিদরাও সামিল হতেন কখনও কখনও। তাদের মধ্যে জাসদের প্রবীন নেতা আব্দুন নূর মাস্টার অন্যতম। বাদশাভাই খুবই হাসিখুশি একজন আপাদমস্তক ভদ্রলোক ছিলেন। দেশপ্রেমিক নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিবিদ। তিনি মৌলভী-বাজারের নেতা হয়েও সিলেট জেলা ছাত্র সমিতিকে নিয়মিত চাঁদা দিতেন। আমাদের প্রতি ছিলেন স্নেহপরায়ন। আমাকে ও আনাসকে খুব স্নেহ করতেন।

সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের গাসনস্ত প্রেরস্ত্রইকায় যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাচ্ছে ঠিক তখন ঢাকাস্থ সোভিয়েত ইউনিয়নের ডেপুটি এম্বেসেডর সাপ্রিকিন ও কালচ-ারাল সেক্রেটারী শাখারভ সিলেট সফরে আসলে আমরা অবিচল সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধনার আয়োজন করি ঐতিহ-াসিক সারদা হলে। দুদিন ব্যাপী সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রদর্শনি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা অনুষ্ঠান করেছিলাম।


বিতে দাড়ানো সিরাজ উদ্দীন বাদশাভাই। বসা সোভিয়েত ডেপুটি এম্বাসেডর মি. সাপ্রিকিন, আমি ও গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি ব্যারিষ্টার আরশ আলী। ইস্পাহানি মির্জাপুর চা বাগান, কুলাউড়া।

রাস্ট্রদূত কুলাউড়ায় ইস্পাহানি মির্জাপুর চা বাগানে সফরের আগ্রহ প্রকাশ করলে বাদশাভাই সব আয়োজন করেন। বাদশাভাইয়ের সাথে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

সিরাজ উদ্দীন বাদশাভাই একজন নীতিনিষ্ট জনদরদী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তাঁর মৃত্যু আমাকে করেছে বেদনাহত। জননেতা পীর হবিবুর রহমান সমস্ত দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলকে যে ঐক্যবদ্ধ করে একটি মঞ্চে আনতে চেয়েছিলেন বাদশাভাই ছিলেন সে প্রক্রিয়ার একজন সংগঠক। তিনিও চলে গেলেন। আজ ছিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপের ৬৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকি এ দিনটিতেই বাদশাভাইর চিরবিদায়। আসুন ন্যাপ পরিবারকে এক করি। ন্যাপকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে প্রগতিশীল রাজনীতি আবার প্রাণ ফিরে পাবে।

বাদশাভাইর রুহের মাগফেরাত কামনা করি। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দান করুন।ছ

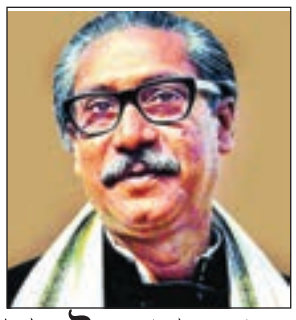
BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International


Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA



আগস্টের প্রথম প্রহরে আ. লীগের মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা

বিশেষ প্রতিনিধি: শুরু হলো শোকের মাস আগস্ট। এই মাসেই 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারেও হত্যা করা হয়। তাই (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

এনওয়াইবি প্রেসক্লাবের উদ্যোগে

ফটো সাংবাদিক বিনু'র স্মরণে দোয়া ও শোক সভা অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রখ্যাত ফটো সাংবাদিক লুৎফর রহমানের মৃত্যুতে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব গত শুক্রবার (৩০ জুলাই) এক (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

অপচিকিৎসার আর এক বলি!



বিনুর সাথে প্রথম দেখা আমার ১৯৭৬ সালের জুলাই-অগাস্টের দিকে। বেকারত্বের অভিশাপ বয়ে চলেছি, চরম দুর্দিন। তার ওপর এক মিথ্যা মামলায় পুলিশ খোঁজে। পালিয়ে বেড়াই। এমনি একটা অবস্থায় একদিন সদরঘাট পোস্ট অফিসের সামনে থেকে ধরে এনে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সর্বত্রই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা

কমিউনিটিতে অনবরত হ্যাকিংয়ের শিকার সাধারণ মানুষ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে অনবরত হ্যাকিংয়ের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এমন ঘটনায় সবার মাঝে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছেসম্প্রতি জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ সহ অনেকেই



হ্যাকিংয়ের শিকার হয়ে অর্থ খুইয়েছেন। গত শনিবার আরো ৪জন বাংলাদেশী হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছেন বলে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর ব্যবসায়ী দুলাল হোসেন এই প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন। ফোন ব্যবসায়ী দুলাল হোসেন জানান, আমি নিজেও হ্যাকিংয়ের শিকার (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন'র জমজমাট ক্রুজ পিকনিক

বিশেষ প্রতিনিধি: আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন'র ক্রুজ পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৪ জুলাই শনিবার। কুইন্সের ফ্লাশিং এর ১ ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনা জেটি থেকে এদিন দুপুর ১ টায় স্কাই লাইন প্রিন্সেস ক্রুজটি ছেড়ে গিয়ে নদী পথে নিউইয়র্ক এর চারদিক প্রদক্ষিণ শেষে বিকেল ৫টায় আবার জেটিতে ফিরে আসে। ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ, র‍্যাফেল ড্র ছাড়াও অতিথিদের বিণোদনের জন্য ছিল বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। সংগঠনের কার্যকরী কমিটির শপথ গ্রহণও অনুষ্ঠিত (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

করোণার সংক্রমণ বাড়ছে ঃ সিডিসি'র নতুন নির্দেশিকা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ও আরকানসাসে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। সিডিসি জানিয়েছে, এই দুই রাজ্যের প্রতিটি কাউন্টিতে ছড়িয়েছে সংক্রমণ। এছাড়াও মিসৌরি, লুইজিয়ানা, মিসিসিপি এবং আলাবামায়সহ আরও কয়েকটি রাজ্যে উচ্চ সংক্রমণের তালিকায় রেখেছে সিডিসি। সপ্তাহে কোন কাউন্টিতে ১ লাখ বাসিন্দার মধ্যে একশো জন বা তার বেশি কিংবা ১০ শতাংশের বেশি রোগী সনাক্ত হলে সেই কাউন্টিকে উচ্চ সংক্রমণের তালিকায় তুলে সিডিসি। (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

বাংলাদেশ ইয়ুথ চ্যাম্পিয়ন লীগ ২০২১

চ্যাম্পিয়ান চিটাগাং ক্যাভলিয়ার্স রানার্স আপ বরিশাল রয়েলস



বাংলাদেশ ইয়ুথ চ্যাম্পিয়ান লীগে চ্যাম্পিয়ান চিটাগাং ক্যাভলিয়ার্স

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রথমবারের মতো আয়োজিত উৎসব গ্রুপ প্রেজেন্ট "বাংলাদেশ ইয়ুর্থ চ্যাম্পিয়ন লীগ ২০২১" (টি-২০ ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট ফর ইয়ুর্থ) এ চিটাগং ক্যাভলিয়ার্স চ্যাম্পিয়ন আর বরিশাল রয়েলস রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। লীগের ফাইনাল খেলায় চিটাগং ক্যাভলিয়ার্স ৫ উইকেটে বরিশাল রয়েলসকে পরাজিত করে টুর্ণামেন্টের চ্যাম্পিয়ান হয়। গত ৩০ জুলাই খেলায় নিউইর্য়কের কুইন্সের ড. চার্লিস আর ডু (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)



দুনিয়ার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পরকালে কেমন হবে

মাওলানা আ. জ. ম. ওবায়দুল্লাহ

একজন জান্নাতি নারী জান্নাতে কাকে স্বামী হিসেবে পাবে, তা নির্ভর করবে দুনিয়ায় চলে যাওয়া তার চার অবস্থার ওপর। কারণ একজন নারী (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

খেলার খবর

অলিম্পিকে ৭টি পদক জিতে অজি সাঁতারুর অসামান্য রেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্ক: টোকিও অলিম্পিকে পদক জিতে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে সফল অলিম্পিয়ানের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

হেলথ টিপস

ত্রিশের পর মেয়েদের যে শারীরিক পরীক্ষাগুলো করা দরকার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বয়সটাকে তো আর হাতের মুঠোয় বন্দি করে রাখা যায় না। তাই সময়ের ব্যবধানে বয়স বাড়ে আর সাথে করে নিয়ে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

চিত্রনায়িকা একা কেন অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন?

বিনোদন ডেস্ক: চিত্রনায়িকা একা একেবারেই হারিয়ে গিয়েছিলেন। শাকিব রাজত্ব-পরবর্তী যে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছিল সেখানে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

নিউইয়র্কে অ্যাজিলি ওয়ান টেকের দ্বিতীয় শাখা উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অড জব নয়, ভালো বেতনে ভালো চাকরীর জন্য প্রত্যাশায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের কম্পিউটার ট্রেনিং-এর মাধ্যমে দক্ষ স্কীল হ্যান্ড গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিউইয়র্কে দ্বিতীয় (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

সিলেট সদর সমিতি'র উদ্যোগে বর্ণাঢ্য নৌবিহার অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: হযরত শাহজালাল, শাহপরান সহ ৩৬০ আউলিয়ার স্মৃতি বিজরিত সিলেটের ঐতিহ্যবাহী আঞ্চলিক সংগঠন সিলেট সদর সমিতি ইউএসএ'র বর্ণাঢ্য নৌবিহার (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

ভিনদেশি রসিকতা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ছোট্ট এক শহরে বেড়াতে এলো টম। সেখানে পৌঁছল সন্ধ্যার অনেক পর। দেরিতে পৌঁছে বিপদে পড়ল। (বাকি অংশ ২৭ পাতায়

বাংলা পত্রিকা

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
Tax Services
Life Insurance MassMutual
Health Insurance
Auto Insurance
Home Insurance
Business Insurance
TLC Insurance
DDC.
LOW COST
e - file
Notary Public
Tel: 347-536-5107
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com